# আধুনিক বিশ্বে ইসলাম



সম্পাদনা

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

# আধুনিক বিশ্বে ইসলাম

(সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন)

সম্পাদনা

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

শতাব্দী প্রকাশনী

শতাব্দী প্রকাশনী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# আধুনিক বিশ্বে ইসলাম

(সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন)

সম্পাদনা

**মুহাম্মদ কামারুজ্জামান**

শ.প্র. : ৬৩

ISBN: 978-984-645-068-2

প্রকাশক

**শতাব্দী প্রকাশনী**

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট

ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৯ ঈসায়ী

কম্পোজ

হাসান কম্পিউটার

মোবাইল : ০১৭২৬২০১৯৯৬

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট

ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

---

**মূল্য : ৮০.০০ টাকা মাত্র**

---

শতাব্দী প্রকাশনী

**Adunik Bisshe Islam** (Seminar Article Compiletion) Edited by Muhammad Kamaruzzaman, Published by Shotabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy Dhaka, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8311292, Ist Edition October : 2009

**Price : Tk. 80.00 Only.**

www.pathagar.com

## আমাদের কথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপনই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ইসলামের উপর অতীত মনীষীগণের অবদান সমূহের অনুবাদ, গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, গোলটেবিল বৈঠক, মতবিনিময়সভা প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে একাডেমী তার লক্ষ্য হাসিলের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একাডেমী বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার করে আসছে। এ যাবৎ একাডেমী অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার করেছে। প্রতিটি সেমিনারেই এক বা একাধিক ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষণালব্ধ মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।

একাডেমী প্রবন্ধগুলো বিষয় অনুসারে সাজিয়ে একাধিক গ্রন্থকারে প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সেমিনার সংকলনটি সেই পরিকল্পনারই অংশ।

আমরা আশা করি এই সংকলনটি থেকে বিদগ্ধ পাঠক সমাজ সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে ইসলামের অবস্থা ও অবস্থান জানতে সক্ষম হবেন।

আর সে আশা নিয়েই সেমিনার প্রবন্ধ সংকলনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো।

**আবদুল শহীদ নাসিম**
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

www.pathagar.com

| বিষয় | সূচিপত্র | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|


১. **আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম** – মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ৭

- চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় ২৯
  - ১. ব্যাপক দাওয়াত ২৯
  - ২. জিহাদ ও ইজতিহাদের ঝাণ্ডা ৩০
  - ৩. মুসলমানদের শক্তির উৎস ৩০
  - ৪. ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা ৩০
  - ৫. ঐক্য ৩১
  - ৬. ওআইসিকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা ৩১
  - ৭. সামরিক শক্তিতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন ৩২
  - ৮. পাশ্চাত্য বিরোধী জোট ৩২
  - ৯. বিদেশ নির্ভরতা পরিহার ৩৩
  - ১০. নিজস্ব গণমাধ্যম ও প্রচার কৌশল ৩৩
  - ১১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা ৩৩
- উপসংহার ৩৪

২. **একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যবস্থা ও ইসলাম** ৩৫

– মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম

- নতুন শতাব্দীর বিশ্বব্যবস্থা : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা ৩৫
- বিশ্বজুড়ে নৈতিক ধ্বংস, দেউলিয়া বিশ্বনেতৃত্ব ও ইসলামি পূণর্জাগরণ ৪০
- বিজ্ঞানের সন্দেহাতীত উপলব্ধি এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থা ৪৬
- প্রযুক্তি ও সমরশক্তির যুজু ও ইসলামের সম্ভাবনা ৫৩
- অশান্ত বিশ্ব : ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা ও ইসলাম ৫৭
- সাফল্যের সোনালী পথ ৬০
- সাফল্যের যাত্রা শুরু এবং শত্রুর রণকৌশল ৬৪
- আমাদের করণীয় ৭০


www.pathagar.com

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ৩. **বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলাম** – আবুল আসাদ | ৭৩ |
| ৪. **আধুনিক বিশ্বে ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা পেশ ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলন : একটি সংক্ষিপ্ত মুল্যায়ন** –আবুল আসাদ | ৮৬ |
| ৫. **যুগের প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবেদন ও উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব** –মাওলানা এ. কিউ. এম. সিফাতুল্লাহ | ৯৯ |
| • যুগের প্রেক্ষাপটের তাৎপর্য | ৯৯ |
| • ইসলামের আবেদন | ১০২ |
| • উলামায়ে কেরাম | ১০৩ |
| • যুগের প্রেক্ষাপটে উলামাদের ভূমিকা | ১০৭ |
| • উপসহার | ১১৩ |
| ৬. **যুগের প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবেদন ও উলামায়ে কিরামের ভূমিকা** – ড.মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ | ১১৪ |
| ৭. **আধুনিক বিশ্বে ইসলামি ব্যাংকের ধারণা উপস্থাপন মনীষীদের অবদানের একটি মুল্যায়ন** – মুহাম্মদ আযীযুল হক | ১২৩ |


www.pathagar.com

১

# আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*

**মুহাম্মদ কামারুজ্জামান****

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধেরও অবসান হয়েছে। সমাজতন্ত্রের বা কম্যুনিজম নামক পাশ্চাত্যেরই আরেক মতবাদ যা পৃথিবীর এক বিপুল অংশের জনগোষ্ঠিকে পৌণে এক শতাব্দীকাল শাসন করেছে তাও সমাধিস্থ হয়েছে। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, দুই দুইটি মহাসমর, আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি, পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পতন ও নানা সংঘাতময় ঘটনাবলীর মধ্যদিয়ে আমরা আজ পৃথিবীর ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিশ্ব রাজনীতি পরাশক্তির সংঘাত থেকে নবতর আরেক সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতির পণ্ডিত ও বিশ্লেষকগণ ইতিমধ্যেই ভবিষ্যৎ বিশ্বের রাজনীতির রূপ কি হবে তা নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। নতুন বিশ্ব রাজনীতিকে কেউ ইতিহাসের সমাপ্তি জাতি-রাষ্ট্রসমূহের ঐতিহ্যগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রত্যাবর্তন, জাতিগত এবং আন্তর্জাতিক সাংঘর্ষিক প্রান্তিকতা থেকে জাতি-রাষ্ট্রের সরে আসার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। বলা হচ্ছে জাতি-রাষ্ট্র হবে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির প্রধান নায়ক বা চরিত্র। আবার একথাও বলা হচ্ছে যে, জাতি রাষ্ট্রের ভূমিকা অব্যাহত থাকলেও বিজ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির কারণে আমরা মূলতঃ সীমানাহীন পৃথিবীর অধিবাসী। পৃথিবীতে আজ প্রায় দুই শতাধিক জাতি-রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ইউনিট রয়েছে। ১৮৯টি রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য। বর্তমান বিশ্ব মানচিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই জাতি-রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্ব ও অবস্থান। বিশ্ব রাজনীতি এই জাতি-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।

---

* প্রবন্ধটি ২৫ অক্টোবর ১৯৯২ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।

** মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।

www.pathagar.com

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র অর্জনকে আধুনিক বিশ্বের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও অগ্রগতি, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও দারিদ্র মুকাবিলা, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, অস্ত্র সীমিতকরণ, উত্তেজনা প্রশমন, পারমাণবিক অস্ত্র নিরোধকরণ, সম্পদের বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য।

২. ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর Uni-polar বিশ্বে আমেরিকা অনেকটা একক নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্ববাসীকে যেসব চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতে হবে তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদই বিশ্বের মানবজাতির জন্য তথা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বে যুদ্ধ সংঘাতের সম্ভাবনা কমে গেছে একথা মনে করারও কোনো কারণ নেই। বরং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের কারণে যুদ্ধ সংঘাতও বাড়তে পারে। অতীতেও যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে স্বার্থের সংঘাতে ক্ষমতা ও সম্পদের জন্য যুদ্ধ হয়েছে তেমনি ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বেও সে আশংকা রয়ে গেছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর যে জাতি রাষ্ট্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হবে বলে মনে কর হচ্ছে তা আয়তন, শক্তি ও সম্পদের দিক থেকে সমান নয়। পৃথিবীটা অসম কতগুলো জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত। কতক রাষ্ট্র বড় ও নানাদিক থেকে শক্তিশালী। কতক রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ও দুর্বল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এই কিছু দিন আগেও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতো। সোভিয়েত ইউনিয়নহীন বিশ্বে বিভিন্ন দিক থেকে বড় ও শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা গৌণ হয়ে গেছে একথা বোধহয় বলার সময় আসেনি। বরং অর্থ-সম্পদ, অস্ত্র ও বিজ্ঞান, আয়তন-লোকসংখ্যা ইত্যাদির বিবেচনায় প্রধান রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলেই ধরে নেয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো পৃথিবীর স্থলভাগের ১৪.৮%। সোভিয়েত ভেঙ্গে যাবার পর পৃথিবীর আয়তনের দিক থেকে বড় রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে– কানাডা (৬.৬%), চীন (৬.৪%), যুক্তরাষ্ট্র (৬.২%), ব্রাজিল ৫.৬%), অস্ট্রেলিয়া (৫.২%) এবং ভারত ২.৫%)। জনসংখ্যার দিক থেকে প্রধান দেশগুলো- চীন (২৩%), ভারত (১৬%), যুক্তরাষ্ট্র (৫%) ও ইন্দোনেশিয়া (৩%)। প্রধান উৎপাদনশীল দেশ ক'টির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র একাই বিশ্বের GNP এর ২২% ভাগ অবদান রাখে। অন্যান্যের মধ্যে জাপান ১০%, জার্মানী ৭%। এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত কয়েকটি রাষ্ট্রই বিশ্বের প্রায় ৫০% ভাগ জমির মালিক, ৫০% জনসম্পদের মালিক এবং ৫০% উৎপাদনও তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং বিশ্ব রাজনীতিতে এদের ভূমিকাই প্রধান হবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

৩. যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন, ভারত ও পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। ইসরাইল অঘোষিত পারমাণবিক শক্তি। জাপান, ইরান, উত্তর কোরিয়া, জার্মানী, ইটালীসহ আরো ২০টি দেশ এমন আছে যাদের পারমাণবিক প্রকল্প এবং সম্ভাবনা রয়েছে। এসবের মধ্যে মাত্র ৮টি মুসলিম দেশ রয়েছে। বিশ্বে বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র মওজুদ রয়েছে। যে ভয়ংকর শক্তি সম্পন্ন পারমাণবিক বোমা মওজুদ আছে তা দিয়ে পৃথিবীকে অসংখ্যবার ধ্বংস করে দেয়া যেতে পারে। পৃথিবীটা মোটামুটি পারমাণবিক অস্ত্রের একটি গুদাম। এই গুদামে বসবাস করে পৃথিবীর মানুষ কি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে? রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র প্রয়োগ পারমাণবিক অস্ত্রের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। Chemical and Biological অস্ত্রও মানবজাতির জন্য বিপজ্জনক। প্রচলিত অস্ত্র বা conventional weapons-ই অধিকাংশ যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধনী দেশগুলোর নিকট থেকে দরিদ্র বা অপেক্ষাকৃত কম ধনীদেশগুলোই অস্ত্র খরিদ করে। অস্ত্র ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ আগে দুই পরাশক্তির হাতেই ছিলো। ১৯৮৯ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় সারা বিশ্বের অস্ত্র রফতানির ৩৭% ভাগ রাশিয়া এবং ৩৪% আমেরিকার হাতে। এরপরই অস্ত্র রফতানিতে স্থান হলো ক্রমানুসারে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, চীন, জার্মানী, চেকোশ্লাভিয়া, ইটালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, ব্রাজিল, ইসরাইল, স্পেন, কানাডা ও মিশর। এই বছর নাগাদ ভারতই ছিলো পৃথিবীর সবচাইতে বড় অস্ত্র আমদানিকারক দেশ। গোটা বিশ্বের আমদানির ১০% ভারত এককভাবে। ইরাক (৬%), জাপান (৬%) এবং সউদি আরব (৪%)। মিত্র শক্তিকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রভাব বিস্তার ও আর্থিক লাভের জন্যই অস্ত্র ব্যবসা করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যারা অস্ত্র ক্রয় করে তারাও বাধ্য হয়ে করলেও কারণ একই। ঠাণ্ডা যুদ্ধের পর অস্ত্র ব্যবসায় কিছুটা মন্দা দেখা দিতে পারে বলে আশংকা করা হলেও কার্যত তা হয়নি। বিশ্বে যে পরিমান অস্ত্র ও অস্ত্র কারখানা আছে তাও একটি উদ্বেগের কারণ।

বিশ্ব রাজনীতিতে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থা ও গোয়েন্দাবৃত্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি ও মানব সভ্যতা যতোটা পুরানো গোয়েন্দাবৃত্তিও ততোটা পুরানো। আমেরিকা বৃটেনসহ পাশ্চাত্য দেশগুলো গোয়েন্দাবৃত্তিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে। সিআইএ, কেজিবি, র, রুথলেসরেড, মোসাদ, এমআইসিক্স GCHO, DGSE ইত্যাদি গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা পৃথিবীময়। ইলেক্ট্রনিক ও কম্পিউটারের এ যুগে গোয়েন্দোবৃত্তিতে উপগ্রহ এবং বিমান (AWAKS) পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে আন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা, সরকার পতন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্টের মতো কাজেও সহায়তা করা হয়।

বিশ্বের অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম, সংবাদ সংস্থা, শক্তিশালী ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম সবকিছুই বলতে গেলে ইহুদী ও আমেরিকা বা আমেরিকাপন্থীদের হাতে।

www.pathagar.com

অন্যকথায় পাশ্চাত্যের হাতে। পারমাণবিক শক্তি, যুদ্ধাস্ত্র, প্রচারমাধ্যম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শক্তিকে পাশ্চাত্য আগামী দিনের বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ব্যবহার করবে।

৪. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ 'New World Order' -এর যে শ্লোগান দিয়েছেন যা মি: ক্লিনটনেরও কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে এর অর্থ কি? এতোদিন আমেরিকা সোভিয়েত ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলো। এখন লিবারেল ডেমোক্র্যাসির নামে সারা দুনিয়ায় আমেরিকা প্রাধান্য বজায় রাখতে চায়। কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলাম। "From home and abroad voices have begun to counsel the clinton administration that with communisms death, America must prepare for a new global threat- radical Islam. This specter is symbolized by the Middle Eastern Muslim fundamentalists, a Khomieni-like creature armed with a radical ideology and nuclear weapons; intent on launching a jihad against western civilization.

In the search for new doctrines for a New World, this image of a world-wide threat from militant Islam could filter deep into the policymaking process of the new administration. In the way that the perception of danger from Soviet Communism helped to define US foreign Policy for more than four decades, the fear of Islam could embroil Washington in a second cold war." (**ভাবানুবাদ :** দেশ বিদেশ থেকে ক্লিনটন প্রশাসনকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, কমিউনিজমের মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকাকে বিশ্বব্যাপী নতুন এক হুমকির জন্য প্রস্তুত হতে হবে, তা হলো কট্টর ইসলাম। এই আতঙ্ক মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম মৌলবাদীদের প্রতীক স্বরূপ যারা খোমেনীর মতো গোড়া আদর্শ ও পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্য নতুন মতবাদের সন্ধানে বিশ্বব্যাপী জংগীবাদী ইসলাম আতঙ্ক ক্লিনটন প্রশাসনের নীতিনির্ধারণে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। যেভাবে সোভিয়েত কমিউনিজমের বিপদাশংকা চার দশকের বেশিকাল যাবত আমেরিকাকে তার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সাহায্য করেছিলো ঠিক সেভাবেই ইসলাম ভীতি ওয়াশিংটনকে দ্বিতীয় ঠাণ্ডাযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে পারে।)

সোভিয়েত পতনের পর আমেরিকা স্বপ্ন দেখছে যে, তথাকথিত উদার গণতন্ত্র, মানবাধিকার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের শ্লোগান দিয়ে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আইএসএফের মাধ্যমে বিশ্বে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবে। কিন্তু 'লাল

www.pathagar.com

ভীতির' মতোই 'সবুজ বিপদ' সারা বিশ্বকে গ্রাস করছে। American University School of International Service-এর একজন গবেষকের ভাষায় "Like the red Menace of the cold war era. The green Peril green being the colour of Islam is described as a cancer spreading around the globe, undermining the legitimacy of western values and threatening the national security of the United States."

(**ভাবানুবাদ** : ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময়কার লাল বিপদের মতো ইসলামের সবুজ বিপদ বিশ্বব্যাপী ক্যান্সার রূপে বিস্তার লাভ করছে। যা পাশ্চাত্য মূল্যবোধের বৈধতার ধ্বংস সাধন করছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।) বিশ্বব্যাপী ইসলামের জাগরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে তারা আখ্যায়িত করছে। ইসলামে জাগরণকে 'Islamic conspiracy theory' এবং 'Islamic Fundamentalism' হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের তৎপরতাকে তারা চিত্রিত করছে 'Islam International' এর মহা পরিকল্পনা হিসাবে। এতোদিন ওয়াশিংটন বলতো 'Soviet sponsored terrorism' আর এখন বলছে 'Islamic fundamentalism' এবং মার্কিন বিরোধী দেশগুলোকে তালিকাভুক্ত করছে সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে। আমেরিকার হতাশ এই ঠাণ্ডা যোদ্ধাদের সাথে শরীক হয়েছে মিশর, ইসরাইল, ভারত এবং মধ্য এশিয়ার পুরাতন কমিউনিষ্ট শাসকবর্গ। এসব দেশের শাসকগণের অনেকের জনপ্রিয়তা আশংকাজনকভাবে কমে গিয়েছে এবং এমতাবস্থায় ক্ষমতা সুরক্ষিত করার প্রয়োজনেই কেউ কেউ পাশ্চাত্যের মৌলবাদ বিরোধী অভিযানে শামিল হয়েছে। সার্বীয় জাতীয়তাবাদীরা বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের অমানবিক 'ইথনিক ক্লিন্সিং' সম্পর্কে বলছে "ethnic cleansing' policies as part of an effort to contain the spread of radical Islam to Europe's center." (**ভাবানুবাদ** : ইউরোপের কেন্দ্রে মৌলবাদী ইসলামের বিস্তার প্রতিহত করার জন্যই ইথনিক ক্লিন্সিং নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।) ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ৪১৫ জন ফিলিস্তিনী একটিভিস্টকে বহিষ্কার 'জাস্টিফাই' করতে বলছেন, "The Jewish state stands first today in the line of fire against extremist Islam."

৫. কমিউনিজম ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে মোকাবিলা করার জন্য আমেরিকা ক্ষেত্র বিশেষে মুসলিম দেশ বা ইসলামি কোনো সংস্থার সাথে নমনীয় ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে তার ভূমিকা ইসলামের বিরুদ্ধেই ছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকার ইসলাম বিরোধী ভূমিকা প্রকাশ হয়ে পড়েছে বেশি। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগেই মুসলিম বিশ্বের

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যপন্থী নেতাদেরকে সত্যিকার ইসলামি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের কৌশল গ্রহণ করেছিলো আমেরিকা। আমেরিকা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও যেসব শাসক গণতন্ত্র বা মানবাধিকারে বিশ্বাস করে না তাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছে শুধুমাত্র পাশ্চাত্যপন্থী হওয়ার কারণে। আবার সামরিক শাসক বা স্বৈরাচারী শাসককে সমর্থন করেছে শুধু একারণে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি পাশ্চাত্য মূল্যবোধে বিশ্বাসী। রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রকৃত ইসলামপন্থীরা লাভবান হবে অথবা বিকল্প শক্তি হিসেবে সামনে চলে আসবে এ কারণে আমেরিকান প্রশাসন পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশের গণবিচ্ছিন্ন স্বৈরশাসকদের পিছনে মদদ যুগিয়েছে। কমিউনিষ্টদের খপ্পর থেকে উদ্ধার পেয়ে কোনো দেশ যাতে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার বাইরে না যেতে পারে সে ব্যাপারে আমেরিকা অত্যন্ত যত্নশীল ছিলো। সুদানের জাফর আল নিমেরীকে সমাজতান্ত্রিক বলয় থেকে বের হয়ে আসার ব্যাপারে প্রাথমিক উৎসাহ প্রদান করে আমেরিকা যখন দেখতে পেলো সুদানের ভবিষ্যৎ ইসলামপন্থীদের হাতে চলে যাচ্ছে তখনই ঘটানো হলো সামরিক অভ্যুত্থান। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট সুদান সফর করে যাবার ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সুদানের আশা পরিত্যাগ করতে হয়েছে। সেখানকার ইসলামি আন্দোলন জনগণ ও সেনাবাহিনীর সমর্থনে আমেরিকার ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিতে সক্ষম হয়েছে। আশাহত মার্কিন প্রশাসন তাই সম্প্রতি সুদানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে। পাকিস্তানকে কেন্দ্র করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুমুখী তৎপরতা অতীতে চালিয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে গড়ে উঠতে না পারে এবং ইসলামপন্থীরা যাতে পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পারে সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছে। জেনারেল আইয়ুব খানকে ব্যবহার করেছে গণতন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ইয়াহিয়াকে ব্যবহার করেছে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে ইসলামি ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করেছে। সাম্প্রতিক পাকিস্তানে অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘন ঘন নির্বাচনের যে রাজনীতি তার পিছনেও হাত রয়েছে মার্কিন প্রশাসনের। বেনজীর ভুট্টোর সরকার পাশ্চাত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ২০ মাসের মাথায় পতন ঘটানো এবং নওয়াজ শরীফের সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অপপ্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো হয়। শুধুমাত্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করা ছাড়া আর কোনো কারণ ছিলোনা। কাশ্মীর, আফগানিস্তান ও পারমাণবিক প্রকল্প প্রশ্নে আমেরিকার ইচ্ছানুসারে কাজ না করায় পাকিস্তানে যাবতীয় সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এমনকি অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি থাকা সত্ত্বেও অস্ত্র পাকিস্তানকে সরবরাহ করা হয়নি। পাকিস্তানে পরবর্তী

www.pathagar.com

সময়ে আরো অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। দুইজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো এবং নেওয়াজ শরীফকে সামরিক শাসক পারভেজ মোশারফ দেশত্যাগে বাধ্য করেন। দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটানোর পর তারা উভয়েই ২০০৭ সালে পাকিস্তানে ফিরত আসেন আমেরিকার মধ্যস্থতায়। নির্বাচনের প্রস্তুতি চলাকালে রাওয়ালপিন্ডিতে এক সমাবেশে মর্মান্তিকভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন বেনজীর ভুট্টো। বেনজীর ভুট্টোর মর্মান্তিক মৃত্যু সত্ত্বেও পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বেনজীর ভুট্টোর দল পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং মুসলিম লীগ নেতা নেওয়াজ শরীফের দল প্রধান বিরোধী দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। অবশেষে সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশারফ বিদায় নিতে বাধ্য হন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল থেকে পারভেজ মোশারফের বিচারের দাবী উত্থাপিত হয়। সম্ভাবনা রয়েছে যে এই সাবেক সামরিক শাসককে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। তবে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি আমেরিকার ইচ্ছায় আফগানিস্তানে হামলার জন্য তার ভূমি ব্যবহার করতে দিয়েছে। অন্যথায় আমেরিকার পক্ষে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা কঠিন হতো। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পাকিস্তানে রাজনৈতিক অবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে আছে এবং দেশটির রয়েছে মারাত্মক নিরাপত্তা ঝুঁকি। ব্যর্থ রাষ্ট্র বলতে যা বুঝায় বলতে গেলে পাকিস্তান এখন অনেকটা তাই। মুসলিম বিশ্বের জন্য এটা বড় দুঃসংবাদ। পাকিস্তানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিলো মুসলিম বিশ্বের নিকট। সাম্রাজ্যবাদ তা বিনষ্ট করে দিয়েছে। তবে এজন্য পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দও কম দায়ী নয়। পাকিস্তান তার অবস্থান পুনরুদ্ধার করতে পারবে কিনা তা বলা কঠিন।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের সহযোগিতা করলেও আমেরিকা ভাবতে পারেনি যে, ওসব মুজাহিদ গ্রুপ অতোটা ইসলামপন্থী হবে। ফলে সোভিয়েত সৈন্য অপসারিত হবার পর থেকে আমেরিকা শুরু করে গড়িমসি। মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মতপার্থক্য কাজে লাগিয়ে একটা সংকট সৃষ্টির চেষ্টাও করা হয়। পাকিস্তানের ইসলামি আন্দোলন, পাকিস্তান, ইরান ও সৌদি আরবের বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত একটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে যা আমেরিকার নিকট পছন্দনীয় হয়নি। বিশেষ করে কট্টর ইসলামপন্থী গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমেরিকা পছন্দ করতে পারেনি।

ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলাকালে আমেরিকা ইরাককে সাহায্য করেছে। আমেরিকার ইচ্ছায় সৌদি আরবও ইরাককে সাহায্য করেছে। কিন্তু ইরাক যখন একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিকারী হয়ে ইসরাইলের জন্য এক চরম হুমকি সৃষ্টি করে তখন আমেরিকা ইরাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, ইরাককে কুয়েত দখলের জন্য পরোক্ষভাবে প্রলোভন দিয়েছে এই আমেরিকাই। কুয়েত

www.pathagar.com

দখল ও সৌদি আরবের সীমান্তে হুমকির মাধ্যমে আমেরিকা পরিকল্পিতভাবে উপসাগরীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মূল লক্ষ্য ছিলো মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান গ্রহণ এবং তেলক্ষেত্রে সামরিক উপস্থিতি এবং ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ জন্যই জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় বহুজাতিক বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক বিরোধী অভিযান ছিলো একটি বড় ধরণের ঘটনা। বিশ্ব সংস্থাকে এমন নির্লজ্জভাবে পাশ্চাত্যের স্বার্থে ব্যবহার করা হলো। যার ফলে জাতিসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও কাবা শরীফ রক্ষার নাম করে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকরা বহুজাতিক অভিযানে যোগদানের জন্য সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলেন তথাপি পরবর্তী দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাতিসংঘের মাধ্যমে কুয়েত উদ্ধারের পর বাহ্যিকভাবে একটা স্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হলেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলিম বিশ্বের জনগণ ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিনীদের এই অভিযান এবং সৌদি আরবের পবিত্র ভূমিতে মার্কিন সৈন্যের অবতারণাকে ভালোভাবে দেখেনি। ফলে মুসলিম বিশ্বের জনমত আমেরিকার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় বর্বর সার্বীয় হামলার বিরুদ্ধে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য কোনো ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম জাহানের প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ওদিকে আমেরিকার প্রভাবে সোমালিয়ায় জাতিসংঘ বাহিনী পাঠানোর ঘটনাকেও মুসলিম জাহান স্বাগত জানাতে পারেনি। জাতিসংঘ বাহিনী সোমালিয়ায় দখলদার বাহিনীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে ব্যর্থ করার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই আমেরিকা বাকি রাখেনি। সর্বশক্তি নিয়োগ করেও আমেরিকা সফল হতে পারেনি। আমেরিকা আশা করেছিলো বিপ্লবোত্তরকালে তুদেহ পার্টি ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদীরাই ক্ষমতার লড়াইয়ে টিকে যাবে। দুই বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দিয়ে ইরানী বিপ্লব এগিয়ে গিয়েছে। আমেরিকা পুরানো শিয়া-সুন্নী বিরোধ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতেও প্রয়াস পেয়েছে। ইরানে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে বলে পাশ্চাত্যও চিৎকার করেছে। চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের মাধ্যমে ইরানকে শায়েস্থা করতে প্রয়াস পেয়েছে। আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইরান ভীতি এবং বিপ্লব রফতানির প্রচার চালিয়ে মুসলিম জাহানে বড় ধরণের অনৈক্য ও সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। মৌলবাদী শব্দটির ব্যবহার ইরান বিপ্লবের পর থেকেই ব্যাপকতর হয়েছে। পাশ্চাত্য গণমাধ্যম ইসলামি আন্দোলনকে 'মৌলবাদী' বলে আখ্যায়িত করছে এবং বর্তমানে এটি একটি 'গালি' হিসাবেই ব্যবহার হচ্ছে।

৬. পাশ্চাত্য সর্বদাই Double standard নীতি বজায় রেখে এসেছে। নিজেদের জন্য তারা গণতন্ত্রের প্রয়োজন মনে করে। কিন্তু অন্যদের জন্য ততোটা প্রয়োজন

www.pathagar.com

মনে করে না। বার্মায় গণতন্ত্র না থাকায় বার্মার সামরিক সরকারের সমালোচনা করছে কিন্তু আলজেরিয়ায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটের মাধ্যমে ইসলামি ফ্রন্ট বিজয়ী হবার পর ফ্রন্টকে ক্ষমতায় যাবার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে সামরিক জান্তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। অন্য কোনো দেশে সামান্য কিছু ঘটলেই মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তুলে আমেরিকা। কিন্তু খোদ আমেরিকায় বা তার কোনো মিত্র দেশে মানবাধিকার পদদলিত হলেও আমেরিকা কোনো উচ্চবাচ্য করে না। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমান নিহত হলেও আমেরিকা টু শব্দটি করে না। কিন্তু বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে কোনো কিছু হতে না হতেই আমেরিকা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। ইসরাইল নজীরবিহীন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে, প্রতিদিন ফিলিস্তিনীদের হত্যা করছে, নির্যাতন চালাচ্ছে-আমেরিকা কোনোদিন ইসরাইলের সমালোচনা করেনি। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে সুদানী সরকার ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ নিলেও আমেরিকা তার সমালোচনায় সোচ্চার।

৭. বিশেষ করে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপে গণতান্ত্রিক জাগরণ, বার্লিন প্রাচীরের পতন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও সমাজতন্ত্রের বিদায়ের পর আমেরিকা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার শ্লোগানের অন্তরালে ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ এক ক্রুসেড শুরু করেছে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমেরিকার নেতৃত্ব ইহুদী প্রভাবিত। এর সূচনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও আগে। তবে প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যানের সময় থেকেই ইহুদীরা মার্কিন নেতৃত্বের উপর চেপে বসে। প্যালেস্টাইনে ইহুদী পুনর্বাসন পরিকল্পনা তখনই আমেরিকার জোরদার সমর্থন লাভ করে। জাপানে আণবিক বোমা নিক্ষেপের মাত্র তিন মাস পর ট্রুম্যান ঘোষণা করেন "I am sorry, gentlmen, but I have to answer to hundreds of thousands who are anxious for the success of Zionism; I do not have hundred of thousands of Arabs among my constituents." [The House of Saud by David Holden and Richard Johns-page 142] (**ভাবানুবাদ** : ভদ্র মহোদয়গণ, আমি দুঃখিত, আমাকে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যারা ইহুদীবাদের সাফল্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, আমার নির্বাচনী এলাকায় লক্ষ লক্ষ আরব নেই।) আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ গোটা বিশ্বকে তার রাজনৈতিক জালে আবদ্ধ করার যে ষড়যন্ত্র ফেঁদেছে তদনুযায়ীই বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্র আমেরিকার ছদ্মবরণে কাজ করে যাচ্ছে।

সম্প্রতি করাচি থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে যে, ইহুদী লবী সিআইএর-অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং ইরাকের সামরিক শক্তি বিনাশ সাধনের জন্যই উপসাগরীয় যুদ্ধ বাধানো হয়। এদের পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে পাক-ভারতের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত করে পাকিস্তানের সামরিক শক্তি খতম করে দেয়া।

www.pathagar.com

(The COBWEB world wide Designs of Satan)। সাদ্দাম হোসেন কর্তৃক ইরান আক্রমণও ছিলো সম্পূর্ণরূপে CIA এর পরিকল্পিত। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইরাককে সামরিকভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছিলো। ইরাকের এই সামরিক শক্তি সিআইএ এবং ইসরাইলের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ইরাকের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য সাদ্দাম কিছু ভাড়াটে অর্থনীতিবিদের উপদেশ গ্রহণ করেন। সিআইএ ঐসব অর্থনীতিবিদদের দিয়ে সাদ্দামকে উন্নয়নের সংক্ষেপ পথ নির্দেশ করে। এদেরই প্ররোচনায় পরিণতি বিবেচনা না করে সাদ্দাম কুয়েত দখল করে বসেন। পক্ষান্তরে আমেরিকা কুয়েত রক্ষার নামে ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিসংঘকে দিয়ে অবরোধ অনুমোদন করে।

প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে বর্তমানেও যা কিছু হচ্ছে তার পিছনেও সিআইএ সক্রিয়। তার প্রমাণ এতে পাওয়া যায় যে, ১৯৯১ সালে প্রকাশিত বইটিতে পশ্চিম তীরের কিছু এলাকা প্যালেস্টাইনীদের হাতে তুলে দেয়া হবে বলে মন্তব্য করা হয়েছিলো। মোদ্দা কথা আমেরিকা নিজেই এমন এক ইহুদী ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে যার লক্ষ্য হচ্ছে বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং গোটা মানবজাতিকে তাদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা। ইহুদী ষড়যন্ত্রকারিরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকেই কেবল ভয় করে। তারা মনে করে তাদের 'মহাপরিকল্পনার' বিরুদ্ধে কেবলমাত্র মুসলমানরাই ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর শক্তি রাখে। যে তালমুদ ইহুদীদের বিশ্বাসের প্রধান উৎস সেই তালমুদ সম্পর্কে বলা যায়, "The Talmud constitutes the most dangerous document against man and humanity even more dangerous than the book entitled Mein Campf by Adolf Hitler in which he had placed the German people above the peoples of the world, and Manu smriti, the Hindus Law Book. The Talmud orders the demolition of all faiths and institutions for the establishment of the world Zionist society for dominating all the states of the world with all possible means. These include the force, frauds, aggression, treachery, dissimulation and lies. It justifies the shedding of blood of non-Jewish people and reducing them to the level of beasts. The Talmud had laid down that a Jew can do anything and may believe in anything he likes. All the matters is that he should be a Jew." [The Unholy Alliance by Aziz H. Abbasi] (**ভাবানুবাদ :** তালমুদ মানব ও মানবতার বিরুদ্ধে একটা ভয়ানক দলিল। এটি এডলফ হিটলারের মেইন ক্যাম্প, যেখানে তিনি জার্মানির মানুষকে বিশ্বের সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন এবং হিন্দু আইন বই মনুস্মৃতি

www.pathagar.com

থেকেও ভয়ংকর। তালমুদ বিধান মতে, যে কোনো মূল্যে বিশ্বের সমস্ত ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য বিশ্ব ইহুদী সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাষ্ট্র সমূহের উপর ইহুদী আধিপত্য ও প্রাধান্য বিস্তারের জন্য প্রয়োজনে উম্মত্ত শক্তি, প্রতারণা, আক্রমণ, বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়া হবে। এজন্য অইহুদী মানুষের রক্তপাত ও তাদের পশুদের মতো দমন করাকে তালমুদ ন্যায় সংগত গণ্য করে। তালমুদ বিধানে একজন ইহুদী সব কিছু করতে পারে এবং সে যা চায় তাই বিশ্বাস করতে পারে। এজন্য তার একজন ইহুদী হওয়াই যথেষ্ট।)

আজকের বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উল্লেখিত ইহুদীবাদীদের কবলে। তাই বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যা ঘটছে তা যে ইহুদীবাদের খেলা নয় তা কি করে বলা যাবে?

৮. বিশ্বের অর্থনীতি, সমরশক্তি, বিজ্ঞান প্রযুক্তি সবকিছুই আজ বলতে গেলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির করতলগত। আধিপত্যবাদী ও বিস্তারাকাঙ্ক্ষি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ যখন ইসলামকে তাদের জন্য হুমকি হিসেবে গণ্য করেছে তখন তারা ইসলামের উত্থানের বিরুদ্ধে সার্বিক শক্তি নিয়োজিত করবে এটাই স্বাভাবিক।

পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী মহলে ইসলামের ব্যাপারে চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। একদল বুদ্ধিজীবী মনে করছেন ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক কোনো যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজন নেই। তাদের মতে, "President Clinton should take cue from one of his predecessors at the white House. John Quincey Adams, and resist the pressures from interested political parties clients to go "abroad in search of monster to distroy. Indeed searching for imaginary Muslim monsters will involve major costs for the United States." (**ভাবানুবাদ :** প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে তাঁর একজন পূর্বসূরী জন কুইন্সি অ্যাডামস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল ও বিদেশি মক্কেলদের কল্পিত দানব ধ্বংসের অনুসন্ধানে অভিযান চালানোর চাপ প্রতিহত করা। বাস্তবে কল্পিত মুসলিম দানব অনুসন্ধানের ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হবে খুবই ব্যয়বহুল।)

এরা মনে করেন "Islamic movement is not a powerful global ideology competing with democracy. The Islamic resurgence is a respons to the confution and anxiety of modernity and a challenge to repressive and corrupt regimes. Indeed the political clout the Islamists now have is due not to the desire of Arabs and others to live under strict Islamic rule, but to the



www.pathagar.com

failure of western models of political and economic order, including nationalism and socialism to solve the Middle East's Problems."

(**ভাবানুবাদ** : ইসলামি আন্দোলন গণতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো শক্তিশালী কোনো বিশ্ব আদর্শ নয়। ইসলামি পুনরুত্থান হচ্ছে আধুনিকতার বিভ্রান্তি ও হতাশার এক সাড়া বা জাগরণ এবং দূর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। ইসলামপন্থীদের যে রাজনৈতিক সুবিধাটা এখন আছে তা এজন্য নয় যে, আরব বা অন্যরা কঠোর ইসলামি অনুশাসন চায় বরং মধ্য প্রাচ্যের সমস্যা সমাধানে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রসহ পাশ্চাত্য রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতাই এর মূল কারণ।)

এই মতবাদপন্থী পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা ভবিষ্যতে ইসলামি সরকার সমূহের সাথে যাতে আমেরিকার সুসম্পর্ক হতে পারে সেজন্য কৌশল অবলম্বনের পক্ষে। এদের মতে মুসলিম দেশসমূহের প্রতিষ্ঠিত অজনপ্রিয় এবং স্বৈরাচারী সরকারগুলো বিশেষ করে যাদের অনেকে অগণতান্ত্রিক আচরণ করছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে তাদের টিকিয়ে রাখার জন্য আমেরিকার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই শুধু এ কারণে যে, সরকারগুলো পাশ্চাত্যপন্থী। বরং ঐসব দেশে বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে ইসলামি দলগুলো এবং আগামীতে ক্ষমতায় আসার মতো শক্তি অর্জন করছে। এরা মনে করে–

"In Saudi Arabia, Kuwait and the Arab Gulf States, rampant corruption, bogus legal systems, ineffective armies, mismangaged economics and dependency on the United States have eroded the legitimacy of the regimes." (**ভাবানুবাদ** : সৌদি আরব, কুয়েতসহ উপসাগরীয় দেশসমূহে লাগামহীন দূর্নীতি, অকার্যকর সেনাবাহিনী, ভূয়া বিচার ব্যবস্থা, বিশৃংখল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতা সেখানকার শাসকদের বৈধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।) ফলে আমেরিকার জন্য উদ্বেগের কারণ এটা হয়েছে যে, সমাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিজনিত কারণে ইসলামি দল বা সংগঠনই আগামী দিনে বিশ্বের সরকারগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। পাশ্চাত্যের জন্য আরও শংকার কারণ হচ্ছে যে, সন্ত্রাসী বলে বা radical বলে ইসলামি আন্দোলনকে চিহ্নিত করার সুযোগ কমে গিয়েছে। "Many Islamic leaders do not fit the image of radicals and terrorists. Working together with secular parties and using the language of political liberalization they have pressed for political reforms that have led to elections Egypt, Tunisia, Algeria, Jordan and Kuwait and to the establishment of a

www.pathagar.com

consultative assembly in Saudi Arabia." (**ভাবানুবাদ :** ইসলামপন্থী নেতাদের অনেককেই গোঁড়া ও সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়না। তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের সাথে কাজ করছে। রাজনৈতিক উদারীকরণের ভাষা ব্যবহার করছে এবং রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য চাপ দিচ্ছেন। এর ফলে মিশর, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, জর্দান, কুয়েত নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং পরামর্শ পরিষদ কায়েম হয়েছে।) অনেকটা ইসলামের সাথে সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী এই বুদ্ধিজীবীগণ ইসরাইলের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর শান্তিপূর্ণ অবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তারা মনে করেন, ইসরাইলের সাথে আমেরিকার বন্ধন মুসলিম বিশ্বের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক ও বিশ্বাসযোগ্যতার পথে প্রতিবন্ধক। তাদের মতে, "America should not lead a crusade for democracy in the middle East. But neither should it continue, through aid and military support, to provide incentives for maintaining autocratic rule. Removing those incentives might force those rulers to begin reforming thier political systems. If they refuse to do that, Washington should adopt a policy of benign neglect toward the coming political changes in the region. Disengaging from the Saudis and the other Middle Eastern despots will ensure that when new regimes come to power, they will not direct their wrath against Washington but against those externel powers, like France, who might find it in their interest to maintain in power groups like Algeria's National Liberation Front. The interest of America lies not in isolating but in maintaining friendly relations with the new Islamic Governments and in playing into the hands of the liberal and democratic elements in their countries through trade and commonication. By doing this America will best serve both its own interests of the people of the Middle East." [What Green peril?-Leon T. Hader] (**ভাবানুবাদ :** মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের জন্য আমেরিকার ক্রুসেড পরিচালনা করা উচিত নয়। কিন্তু স্বৈরশাসনকে উৎসাহ প্রদানের জন্য স্বৈরশাসন অব্যাহত রাখার জন্য আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দান অব্যাহত রাখাও উচিত নয়। এসব স্বৈরশাসকদের সহায়তা প্রদান বন্ধ করলেই তারা রাজনৈতিক সংস্কার সাধনে বাধ্য হবে। যদি তারা তা করতে অস্বীকার করে তবে ওয়াশিংটনের এমন নীতি অবলম্বন করা উচিত যাতে রাজনৈতিক পরিবর্তন অত্যাসন্ন হয়। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের

www.pathagar.com

অন্যান্য স্বেচ্ছাচারী শাসকদের সম্পর্কচ্ছেদ করা হলে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ না হয়ে ফ্রান্সের মতো বাইরের শক্তিগুলোর উপরই ক্ষুব্ধ হবে। ফ্রান্স যেমন নিজস্বার্থেই আলজেরিয়াতে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের মতো 'পাওয়ার' গ্রুপের অবস্থান প্রয়োজনীয় মনে করেছে। ইসলামি সরকারগুলোর থেকে বিচ্ছিন্নতা নয় বরং তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক রক্ষা এবং উদার ও গণতন্ত্রমনাদের নিয়ে খেলার মধ্যেই আমেরিকার স্বার্থ নিহিত রয়েছে। এর মাধ্যমেই আমেরিকা উত্তমভাবে তার নিজের এবং মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সক্ষম।)

৯. পাশ্চাত্যের রাজনীতি বিশারদদের অপর অংশ মনে করেন যে, Islam is a growing power. মুসলিম বিশ্বের সরকারসমূহ অধিকতর ইসলামি সংস্কার প্রশ্নে এখন জনগণের চাপের সম্মুখীন। ইসলামি সরকার ও সমাজ কায়েমের আকাঙ্খা এখন ব্যাপক। "Even in countries where there is little prospects that Islamic forces will rule in the near future, Islam has become the vocabulary of life, changing the language of politics, fundamental aspects of national culture and longstanding ethnic traditions." (**ভাবানুবাদ :** এমনকি যেসব দেশে ইসলামি শক্তির শাসন ক্ষমতায় আসার খুব কমই সম্ভাবনা রয়েছে সেসব দেশেও ইসলাম জীবন্ত শব্দাবলীতে পরিণত হয়েছে এবং রাজনীতির ভাষা, জাতীয় সংস্কৃতির মৌলিক দিক এবং দীর্ঘ স্থায়ী নৃতাত্বিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনয়ন করছে।) পাশ্চাত্যকে সতর্ক করে দিয়ে তারা বলেছেন, পাশ্চাত্যের সরকারগুলোর উচিত ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের প্রত্যাখ্যান করা। "For despite their rhetorical commitment to democracy and pluralism, virtually all militant Islamists oppose both. They were and are likely to remain, anti-western, anti-American and anti-Israeli." (**ভাবানুবাদ :** গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদের প্রতি তাদের অসার বাগাড়ম্বরপূর্ণ অংগীকার থাকা সত্ত্বেও কার্যতঃ সকল মিলিট্যান্ট ইসলামপন্থীগণ উভয়টারই বিরোধিতা করে। তারা পাশ্চাত্য বিরোধী, আমেরিকা বিরোধী এবং ইসরাইল বিরোধী ছিলো ও আছে।)

আমেরিকান প্রশাসন good and bad Islamists বলে ইসলামি আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য করতে চাচ্ছে। কিন্তু কিভাবে তারা এ পার্থক্য করবেন? সুদান ইরান সরকারকে তারা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আখ্যায়িত করছে। যেসব ইসলামপন্থী পরিচয় দানকারী খাঁটি ইসলামি আন্দোলনের বিরোধিতা করছে ওয়াশিংটন তাদের সমর্থন দিচ্ছে। যেমন মুজাহিদীনে খালক ও আফগানিস্তানের কোনো কোনো বিদ্রোহী গ্রুপ। ইসলামি আন্দোলনকে

www.pathagar.com

কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এ নিয়ে আমেরিকা বিভ্রান্তিতে আছে। ১৯৯২ সালের জুন মাসে Assistant Secretary Edward Djerejan তার বিখ্যাত 'Meridian House' Declaration এ ইসলাম সম্পর্কে ক্লিনটন প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "America had nothing against Islam, 'One of the World's great faiths' and 'a historic civilizing force among the many that have influenced and enriched our culture.' America has nothing against believers living in different countries placing renewed emphasis on Islamic principles." (**ভাবানুবাদ :** ইসলামের বিরুদ্ধে আমেরিকার কিছু বলার নেই। ইসলাম হচ্ছে বিশ্বের মহান ধর্মসমূহের একটি এবং যে সব ঐতিহাসিক সভ্যতা নানাভাবে আমেরিকার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে ইসলাম হচ্ছে তার একটি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সব বিশ্বাসীরা বসবাস করছেন এবং ইসলামের মূলনীতি পুনরুজ্জীবিত করার উপর জোর দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার কিছু করার নেই।) আবার অন্য দিকে বলছেন, "But Washington was opposed to those who used religion as a cover extremism and violence." (**ভাবানুবাদ :** কিন্তু ওয়াশিংটনের আপত্তি তাদের বিরুদ্ধে যারা ধর্মকে সন্ত্রাস ও চরমপন্থায় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।) এখানে উল্লেখ্য যে, শাসকগোষ্ঠির নিষ্ঠুর আচরণ, অমানবিক নির্যাতন মধ্যপ্রাচ্যে কিছু যুবককে সশস্ত্র পথে ঠেলে দিয়েছে। এসব কতিপয় ক্ষুদ্র গ্রুপের তৎপরতাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট সরকার এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। অবশ্য mainstream Islamic Movement মুসলিম ব্রাদারহুড, আল নাহদা (তিউনিসিয়া) এবং FIS (আলজিরিয়া) এর সাথে Violence or terrorism-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

১০. ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে সুদানের রাজধানী খার্তুমে ৫৫টি দেশের ইসলামি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নিজ নিজ দেশের ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সাধারণ কৌশলের খসড়া তৈরি করা হয়। সুদানের ইসলামি আন্দোলনের নেতা ডঃ হাসান তুরাবী ছিলেন এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। তিউনিসিয়ার রশিদ আল গানুশী, মিশরের ইব্রাহীম সুকরী, আফগানিস্তানের গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ার, আলজিরিয়ার আব্বাসী মাদানী এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আরব দেশের বামপন্থী ও জাতীয়তবাদী নেতাদের মধ্যে জর্জ হাবাশও এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনকে পশ্চিমা জগৎ আধুনিককালে এক বড় ধরনের তাৎপর্যময় ঘটনা মনে করে। এই সম্মেলনে গৃহীত ইশতেহারে বলা হয়, "আমেরিকা ও পাশ্চাত্য

www.pathagar.com

যতোই শক্তিশালী হোক না কেনো 'আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম'। ইসলামের সংগ্রাম হচ্ছে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে এবং নিজ নিজ দেশে ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্যে।" এই সম্মেলনের সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে শিয়া ইরান এবং সুন্নি সুদানের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন। শিয়া-সুন্নির ঐতিহাসিক শত্রুতা ও বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে যাক, এটা আমেরিকার নিকট অপছন্দনীয়। তাই তারা এই সম্মেলনকে ভালোভাবে দেখেনি। এই সম্মেলনের মাধ্যমে আরব বিশ্বের জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠার সম্ভাবনায় পাশ্চাত্য উৎকণ্ঠিত হয়েছে। খার্তুম সম্মেলনকে ইসলামি আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত মনে করে পাশ্চাত্য। ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের ইসলামি আন্দোলনসমূহ যতোটা বেপরোয়া তাতে আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা মনে করে অনেক দেশেই ইসলামি আন্দোলনসমূহ সংগঠিত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে। কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তনে তারাই লাভবান হবে। এ জন্যই তারা ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করার পক্ষে। "United States supports as a matter of principle the seperation of temporal from spiritual power in government." [The Challenge of Radical Islam-Judith Miller.] যেহেতু ইসলাম আমেরিকার জন্য ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ তাই পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের এই অংশ ইসরাইলের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে আমেরিকাকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানায়। ইরান আণবিক শক্তি অর্জন ছাড়াই আমেরিকান পণবন্দী ইস্যু ব্যবহার করে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও নির্বাচনের উপর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। নিউইয়র্ক বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার উল্লেখ করে বলা হচ্ছে ইসলামি জাগরণ আমেরিকার নিজ রাষ্ট্রীয় সীমার অভ্যন্তরে পর্যন্ত আঘাত হানছে। তারা মনে করেন, কমিউনিজমের শিকল থেকে মুক্ত বিশ্ব ইসলামের 'অন্ধকার' স্বৈরশাসনে প্রত্যাবর্তন করবে এটা মেনে নেয়া যায় না।

১১. নিবন্ধের সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্ব রাজনীতি এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। গোটা বিশ্বে প্রভাব সৃষ্টিকারী পাশ্চাত্য সভ্যতা থমকে দাঁড়িয়েছে এবং অবক্ষয়ের পথে যাত্রা শুরু করেছে। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পতন ঘটিয়েছিলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধর্ম মানব সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে মজবুত ও সংহত করেছে। যখনই কোনো সমাজে মানবমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে তখনই সেই সমাজ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখা যাবে ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করে নেয়ার ফলে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বৈরাগ্যবাদ খৃষ্টান ধর্মকেই শুধু বিপন্ন করেনি বরং বৈরাগ্যবাদ সরকার ও রাষ্ট্রীয় কর্ম থেকে সৎ শক্তিকে

www.pathagar.com

প্রত্যাহারের মাধ্যমে জঘন্য স্বৈরতন্ত্র কায়েমের পথ প্রশস্ত করে। স্বাধীন জাতিগুলো যখন তাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিত্যাগ করে, তখন তারা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীনতা সংরক্ষণের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। কর্মক্ষেত্র না পেলে রাজনৈতিক প্রতিভা ও উচ্চকাঙ্ক্ষা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং গোলাম সুলভ ও দুর্বলতাজনিত অভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ধর্মকে আলাদা করার শ্লোগান পাশ্চাত্যের আরেকটি বড় ধরনের শয়তানি চাল। এর মাধ্যমে ওরা সৎ ও ধার্মিক লোকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দুরে সরিয়ে রেখে স্বার্থপর ও সুবিধাভোগী শ্রেণী বিকাশ ঘটাতে চায় যারা হবে পাশ্চাত্যের দাসানুদাস।

পাশ্চাত্য মানব জাতিকে জড়বাদী সভ্যতার গোলামে পরিণত করেছে। মানুষরূপী শয়তানি শক্তি মানুষের প্রভু সেজে বসেছে। মানুষের তৈরি সমস্ত মতবাদ মানুষকে মানুষের দাসে পরিণত করেছে। এই দাসত্বের শৃংখল থেকে মানবতাকে মুক্ত করার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। আর কোনো ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে এই শক্তি নেই। ইসলামের একত্ববাদ সব রকমের অধীনতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে তাকে কেবল মাত্র আল্লাহর অধীন করতে এসেছে।

১২. পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ আজকের এই পৃথিবী নামক গ্রহের অধিবাসীদের জন্য যে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে সে ব্যাপারেই "বিশ্বমানবতাকে আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সে কি অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থা পূর্ণভাবে মেনে চলে বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল জীবন-যাত্রা করবে, না মানব রচিত কোনো মতবাদ অনুসরণ করবে। আমাদের বিশ্বাস মানুষ আল্লাহর দিকেই ফিরে আসবে, ফিরে আসবে তার হেদায়াতের দিকে। মানব সভ্যতার আসন্ন ভবিষ্যৎ ইসলামের জন্যই নির্ধারিত। আমাদের আস্থা যে, গতিশীল মানব জীবনের উপযোগী ইসলামি ব্যবস্থাকে বিকৃত করার সব হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।" (আগামি দিনের জীবন বিধান-সাইয়েদ কুতুব)।

মহাশক্তিধর জড়বাদী সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিপর্যয় সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর দূরদৃষ্টি মনীষীগণ তাদের মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ অনেক আগেই করে গিয়েছেন। আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী আগে বিশ্বনন্দিত ইসলামি চিন্তানায়ক মাওলানা মওদূদী রহ. বলে গিয়েছেন "সমস্ত আলামত এ কথা ঘোষণা করছে যে, মানুষের ইতিহাস দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের গড়া সমস্ত মতবাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং ভীষণভাবে ব্যর্থও হয়েছে। বর্তমানে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষের ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই" (ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলন/তাজদীদে এহিয়ায়ে দীন : মাওলানা মওদূদী ১৯৪৩ সালে প্রথম প্রকাশ) অনুরূপভাবে আল্লামা ইকবালও নতুন জেগে ওঠা এক পৃথিবীর কল্পনা করেছেন। ১৯৮৯ সালের ৪ জানুয়ারি আধুনিক বিশ্বের আরেক আলোড়ন

www.pathagar.com

সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব ইরানের ইসলামি বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনি সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা মি. মিখাইল গর্বাচভকে লেখা তাঁর ঐতিহাসিক পত্রে বলেছেন, "কমিউনিজমের মৃত্যু হয়েছে এবং কমিউনিজম এখন জাদুঘরে রাখার বস্তু। কিন্তু আমাদের মতে বিশ্ব ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে না যে, পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানব সমস্যার সমাধান বা মানবতার মুক্তির পথ। ...ওটি একটি বস্তুবাদী মতবাদ এবং বস্তুবাদ দ্বারা বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতাবাদের অনুপস্থিতির সমস্যা থেকে মানবজাতি মুক্তি পেতে পারেনা।"

সাইয়েদ কুতুব শহীদ আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, "It is essential for mankind to have a new leadership. The leadership of mankind by western men is now on the decline, not because western culture has become poor materially or because its economic and military power has become weak. The period of the western system has come to an end primarily because it is deprived of there life giving value which enabled it to be the leader of mankind." [Milestone : Sayed Qutb.] **(ভাবানুবাদ :** মানবজাতির জন্য আজ প্রয়োজন নতুন নেতৃত্বের। পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব আজ ক্ষয়িষ্ণু। এটা এ কারণে নয় যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বস্তুগতভাবে দরিদ্র হয়ে পড়েছে অথবা অর্থনৈতিক বা সামরিক শক্তির দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য ব্যবস্থার পতন অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছে প্রাসঙ্গিকভাবে এ কারণে যে, যে মূল্যবোধ এই সভ্যতার প্রাণ শক্তি ছিলো এবং মানবতার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করেছিলো সেই মূল্যবোধ থেকে পাশ্চাত্য আজ বঞ্চিত।)

১৩. পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করছেন। এক সময় এমন ছিলো যে, পৃথিবীতে রাজায় রাজায় কিংবা শাসকে শাসকে অথবা সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে সংঘাত ছিলো। জাতি-রাষ্ট্রের উত্থান ও ফরাসী বিপ্লবের পর রাজনীতির সংঘাত হয় জাতিতে জাতিতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে "The Wars of kings were over ; the wars of peoples had begun." প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ নাগাদ সেই অবস্থা অব্যাহত ছিলো। এরপর বিশ্ব রাজনীতিতে কমিউনিজম ফ্যাসিজম-নাজিজম এবং উদার গণতন্ত্রের সংঘাত চলতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্নায়ুযুদ্ধের সময় এই সংঘাত ছিলো দুই পরাশক্তির সংঘাত। এই সংঘাতসমূহ ছিলো প্রধানত পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যন্তরে। কেননা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র দুটোই মূলতঃ পাশ্চাত্য মতবাদ। পৃথিবীতে অনেক সভ্যতার উত্থান পতন হয়েছে। A Study of History গ্রন্থে Arnold Toynbee ২১টি প্রধান সভ্যতার উল্লেখ করেছেন সমসাময়িক বিশ্বে যার মাত্র ৬টির সন্ধান পাওয়া যায়। যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আগামী দিনের

www.pathagar.com

বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হবে সে সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য লেখক বলেন, "It is my hypothesis that the fundmental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. Nation states will remain the most powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilizations. The clash of civilizations will dominate global politics. The fault lines between civilizations will be the battle lines of the future." [The Clash of Civilization -Samuel P. Huntington] (**ভাবানুবাদ :** এটা আমার ধারণা যে, এই নতুন বিশ্বে সংঘাতের মৌল উৎস প্রাথমিকভাবে আদর্শিক বা অর্থনৈতিক নয়। মানব জাতির বিশাল বিভাজন ও সংঘাতের প্রভাব বিস্তারকারী উৎস হবে সংস্কৃতি। বিশ্ব ঘটনাবলীর শক্তিশালী নায়কের ভূমিকায় থাকবে জাতি-রাষ্ট্রসমূহ কিন্তু আন্তর্জাতিক বা গোলার্ধীয় রাজনীতির প্রধান দ্বন্দ্বই হবে জাতি ও বিভিন্ন সভ্যতার গোষ্ঠিসমূহের মধ্যে। সভ্যতার সংঘাতই গোলার্ধীয় রাজনীতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। বিভিন্ন সভ্যতার অক্ষমতা বা ত্রুটি রেখাই হবে আগামী দিনের লড়াইয়ের সীমানা।)

সভ্যতার সংঘাত হতে পারে পৃথিবীর বর্তমান সাত/আটটি সভ্যতার মধ্যে। এসব সভ্যতা হচ্ছে : পাশ্চাত্য, কনফুসিয়ান, জাপানী, ইসলামি, হিন্দু, স্লাভিক-অর্থোডক্স ল্যাটিন অ্যামেরিকান এবং সম্ভবত : আফ্রিকান। "Civilization are differentiated each other by history, language, culture, tradition and most important, religion. The people of different civilizations have different views on the relations between God and man, the individual and the group, the citizen and the state, parents and children, husband and wife, as well as differing views of the relative importance of rights and responsibilities, liberty and authority, equality and hierarchy. These differences are the product of centuries. They will not soon disappear. They are far more fundamental than differences among political ideologies and political regimes." [Clash of Civilization] (**ভাবানুবাদ :** এক সভ্যতা থেকে অপর একটি সভ্যতার পার্থক্য নির্ধারিত হয় ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সর্বোপরি ধর্মের মাধ্যমে। স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন সভ্যতার লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি পোষণ

www.pathagar.com

করে থাকে। অনুরূপ ব্যক্তি ও গোষ্ঠি, নাগরিক ও রাষ্ট্র, পিতা ও সন্তান, স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক প্রসঙ্গেও ভিন্ন ভিন্ন ধারণা। অধিকার ও কতর্ব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব, স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব, সাম্য উত্তরাধিকার সম্পর্কেও আছে ভিন্ন ভিন্ন মতামত। এই পার্থক্য শতাব্দীর। খুব শীঘ্রই এর শেষ হবেনা। রাজনৈতিক আদর্শ ও রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার চাইতে ওসব আরো অনেক মৌলিক)

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমান্বয়ে স্থানীয় পরিচিতি হারিয়ে ফেলছে এবং আত্মপরিচিতি জাতি-রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে যাচ্ছে। আর এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসছে ধর্ম এবং ধর্মীয় আন্দোলন। মৌলবাদী বলে চিত্রিত এসব ধর্মীয় আন্দোলন হচ্ছে– পাশ্চাত্যের খৃষ্টবাদ, ইহুদীবাদ, বুদ্ধের মতাদর্শ, হিন্দুবাদ এবং ইসলাম।

George Weigel মন্তব্য করেছেন, "The unsecularization of the world is one of the dominant social facts of life in the late twentieth century." (**ভাবানুবাদ** : অধর্ম নিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া বিংশ শতাব্দী শেষের দিককার সমাজ জীবনের প্রধান বাস্তবতা।) আরেকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, "The revival of religion provides a basis for identity and commitment that transcends national boundaries and unites civilizations." (**ভাবানুবাদ** : ধর্মের পুনরুজ্জীবন মানুষের এমন পরিচিত ও অঙ্গীকার করে যা জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে এবং সভ্যতাসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে)। ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা। ফলে অপাশ্চাত্য জগতে শুরু হয়েছে আরেক ভিন্নধর্মী প্রবণতা। যার ফলে জাপানে 'এশিয়করণ,' ভারতে 'হিন্দুকরণ', মধ্যপ্রাচ্যে ও মুসলিম বিশ্বের পুনঃইসলামিকরণের এবং রাশিয়ায় চলছে বিতর্ক পাশ্চাত্যকরণ বনাম রাশিয়ানকরণের মধ্যে। রাজনৈতিক পরিচিতি যতো সহজে পরিত্যাগ করা যায়, যেমন সাবেক কমিউনিষ্টরা এখন সাচ্চা গণতন্ত্রী হয়ে গেছেন বা সাবেক আন্তর্জাতিকতাবাদীরা হয়ে গেছেন কট্টর জাতীয়তাবাদী। কিন্তু একজন আজেরীর পক্ষে একজন আর্মেনিয়ান হওয়া বা একজন এস্তোনিয়ানের পক্ষে রাশিয়ান হওয়া সহজ নয়। শ্রেণী ও আদর্শের সংঘাতে মানুষ পক্ষ পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু সভ্যতার সংঘাতের প্রশ্নে 'আপনি কে' এই প্রশ্নের জবাব নির্ধারিত এবং তা পরিবর্তন করা যায় না। "Even more than ethencity, religion discriminates sharply and exclusively among people. A person can be half- French and half-Arab and simultane- ously even a citizen of two countries. It is more difficult to be half - Catholic and half- Muslim."

www.pathagar.com

(**ভাবানুবাদ :** নৃতত্ত্বের চাইতেও ধর্ম মানুষের মধ্যে সূক্ষ্ম ও বিশেষভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করে। একজন ব্যক্তি আধা-ফ্রেঞ্চ এবং আধা-আরব এবং একই সাথে দুই দেশের নাগরিক হতে পারে। কিন্তু একজন মানুষের পক্ষে একই সাথে একজন অর্ধ-ক্যাথলিক এবং একজন অর্ধ-মুসলিম হওয়া কঠিন।)

১৪. পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে অন্যান্য সভ্যতার যে কোনো সংঘাত নেই এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের সংঘাত দীর্ঘ দিনের। ইসলাম ও পাশ্চাত্য শক্তির মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘাত। ১৯৯০ সালের পর ইসলামের ব্যাপারে পাশ্চাত্যে অসহিষ্ণুতাও বেড়ে চলেছে। ইতালী, ফ্রান্স ও জার্মানীতে বর্ণবাদী দাঙ্গা, আরব ও তুর্কীদের উপর সন্ত্রাসী হামলা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতীয় সাংবাদিক এম জে আকবরের ভাষায়- "The West's next confrontation is definitely going to come from the Muslim World. It is in the sweep of the Islamic nations from the Maghreb to Pakistan that the struggle for a new world order will begin." (**ভাবানুবাদ :** নিশ্চিতভাবেই পাশ্চাত্যের পরবর্তী সংঘাত হতে যাচ্ছে মুসলিম বিশ্বের সাথে। মাগরেব থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত ইসলামি জাতিসমূহের মধ্য দ্রুত গতিতে একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু হবে।) Bernard Lewis. তার The Roots of Muslim Rage. শীর্ষক নিবন্ধে অনুরূপ উপসংহার টেনে বলেছেন, This is no less than a Clash of Civilizations- perhaps irrational but surely historic reaction of an ancient rivel against our Judeo- Christian heritage, our secular present and the world wide expension of both." (**ভাবানুবাদ :** এটা সভ্যতার সংঘাতের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। এ সংঘাত অযৌক্তিক হতে পারে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এটা আমাদের ইহুদী-খৃষ্ট ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বীর ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া।)

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতর দ্বন্দ্ব মোকাবিলায় পাশ্চাত্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। "In the short term it is clearly in the interest of the west to promote greater co-operation and unity within its own civilization, particularly between its European and North American compononts; to incorporate into the west socities in Eastern Euorope and Latin America whose cultures are close to these of the west; to promote and maintain co-operative relations with Russia and Japan; to prevent escalation of local inter-civilization conflicts into major inter-civilization

www.pathagar.com

wars; to limit the expansion of the military strenth of confucian and Islamic states; to moderate the reduction of Western military capabilities and maintain military superiority in East and South West Asia; to exploit differences and conflicts among Confucian and Islamic states; to support in other civilizations groups sympathetic to Western values and interest; to strengthen international institutions that reflect and legitimate Western interests and values and to promote the involvement of Non-Western states in those instiutitons." [The Clash of Civilizations-Samuel P. Huntinton] (**ভাবানুবাদ :** স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে এটা পরিষ্কার যে, পাশ্চাত্যের স্বার্থেই পাশ্চাত্যকে নিজেদের মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে হবে। বিশেষ করে এর ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকার অংশের মধ্যে। পূর্ব ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকা যাদের সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের নিকটবর্তী বা কাছাকাছি তাদেরকে পাশ্চাত্যের সাথে একীভূত করতে হবে। রাশিয়া ও জাপানের সাথে সহযোগিতা সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। স্থানীয় অন্তঃসভ্যতার সংঘাতগুলো যাতে বৃহৎ সভ্যতার যুদ্ধসংঘাতে রূপ নিতে না পারে বা তার তীব্রতা প্রতিহত করতে হবে।

কনফুসিয়ান ও ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর সামরিক শক্তি সম্প্রসারণকে সীমিত করতে হবে। পাশ্চাত্যের সামরিক শক্তি কমানোর বিষয়টি সীমিত করা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক প্রাধান্য বজায় রাখা। কনফুসিয়ান ও ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার মত-পার্থক্য ও সংঘাতসমূহকে কাজে লাগানো। পশ্চিমা স্বার্থ ও মূল্যবোধের প্রতি সহানুভূতিশীল অন্যান্য সভ্যতা ও গোষ্ঠিসমূহকে সমর্থন দান করা। পশ্চিমা স্বার্থ ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায় এবং বৈধতা দান করে এবং অপশ্চিমা রাষ্ট্রের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এমন সব আন্ত র্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ।)

১৫. রাজনৈতিকভাবে ইহুদীবাদ-খৃষ্টবাদ এবং উগ্র হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ ইসলাম তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছে। ইউরোপের বুকে বসনিয়ায় মুসলিম নিধন, প্যালেস্টাইনের জনগণের বিরুদ্ধে ইহুদী নিপীড়ন এবং ভারতে মুসলিম গণহত্যা কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বর্বরোচিত অভিযান একসূত্রে গাঁথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, ইসরাইল, ভারতের অবস্থান ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে। পাশ্চাত্য একটি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এই বলে যে, "তারা ইসলাম ও তার অনুসারীদের শ্রদ্ধা করে থাকে। ইসলাম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষগুলোকে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে তাদের নিয়ে যারা ধর্ম, জাতীয়তা বা গোষ্ঠিগত উৎস নির্বিশেষে সহিংসতা ও

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত হচ্ছে। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার কারণেই অনেক দেশেই সহিংসতা ও বিয়োগান্তক ঘটনায় লিপ্ত হয়েছে।" (সম্পাদকীয় ভয়েস অব আমেরিকা ২৫ আগস্ট ১৯৯০।) কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের কোন সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার কারণে তাদেরকে নিজস্ব ভিটেবাড়ি থেকে উৎখাত করে ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছিলো? মিসরীয় মুসলমানদের কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য মুসলমানদের প্রিয় সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমীনের হাজার হাজার নেতা ও কর্মীর উপর ইতিহাসের নির্মম নির্যাতন চালানো হয়? কাশ্মীরের মুসলমানরা জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করে কোন্ সন্ত্রাস করেছিলো ফলে তাদের উপর আজ চার যুগ যাবত যুলুম চলছে? আফগানিস্তানের মুসলমানরা কি অপরাধ করেছিলো যে কারণে ১৪টি বছর সংগ্রাম করে ১০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হলো? আলজিরিয়ার মুসলমানরা ইসলামিক ফ্রন্টকে ভোট দিয়ে কি সন্ত্রাস করেছিলো যার কারণে তাদের নির্বাচন বিজয় নস্যাৎ করে দিয়ে পশ্চিমাদের গোলাম শাসকগোষ্ঠি চালাচ্ছে যুলুম ও নির্যাতন? ফিলিস্তিনের ৪১৫ জন মুসলমান কি সন্ত্রাস করেছিলো যার কারণে তাদেরকে নিজ ভিটাবাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে? মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য যে আজ নির্মূল অভিযানে নেমেছে এসব ঘটনা প্রবাহ থেকেই তা পরিষ্কার।

## চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

### ১. ব্যাপক দাওয়াত

পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই মুসলমানদের টিকে থাকতে হবে। ইসলাম পাশ্চাত্যের মানুষগুলোর বিরুদ্ধে নয়। "তারা কি আল্লাহর দীন ছাড়া কিছু তালাশ করে? অথচ আসমান ও পৃথিবীর সবকিছু স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাঁর অধীনতা মেনে নিয়েছে। তার দিকেই সবাইকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।" *(সূরা আলে ইমরান)*

"ইসলামি জীবন ব্যবস্থা একটা সাময়িক ব্যবস্থা নয়। ইতিহাসের কোনো এক অধ্যায়ের জন্য তা অবতীর্ণ হয়নি। কোনো একটি সংকীর্ণ পরিসরের জন্যেও তা প্রেরিত হয়নি। কোনো বিশেষ পরিবেশ বা জেনারেশনের জন্যও তা নির্দিষ্ট হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে গতিশীল মানব জীবনের জন্য একটা মৌলিক বিধান। মানব সভ্যতার সর্বশেষ অধ্যায় পর্যন্ত মানুষ তার জীবনকে যাতে অবতীর্ণ বিধানের আলোকে পরিচালিত করতে পারে এমনি এক বৈশিষ্ট্য দিয়েই ইসলামকে প্রেরণ করা হয়েছে। এই সত্য পথের অনুসৃতির মাধ্যমেই মানুষ মর্যাদাবান হতে পারে। নির্ভেজালভাবে আল্লাহর ইবাদত করেই মানুষ সম্মানিত হতে পারে।" (আগামী দিনের জীবন বিধান-সাইয়েদ কুতুব) সুতরাং ইসলামি

www.pathagar.com

আন্দোলনের জন্য আজ এটাই সবচাইতে বড় কাজ যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের গোটা মানবজাতির সামনে ইসলামের সার্বজনীন দাওয়াত তুলে ধরতে হবে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ব্যাপক তাফসির বিশ্বব্যাপী ছড়াতে হবে। হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রের প্রচারে ব্যাপক পরিকল্পনা নিতে হবে। মানবজাতির সামনে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

## ২. জিহাদ ও ইজতিহাদের ঝাণ্ডা

আধুনিক সমস্যার যথাযথ উপলব্ধি এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ আজকে সময়ের দাবি, "নিরেট বস্তুতান্ত্রিকতার ক্রোড়ে লালিত এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি এসে আমাদের উপর চেপে বসেছে। তাই সভ্যতার চিন্তা পদ্ধতি ও কর্মকৌশল উভয়েরই ইমারত গড়ে উঠেছে ভ্রান্ত বুনিয়াদের উপর। এর দর্শন, বিজ্ঞান, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি, আইন-কানুন ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিসই এক ভ্রান্ত জায়গা থেকে যাত্রা করে এক ভ্রান্ত পথে উৎকর্ষ লাভ করে এসেছে। আর বর্তমানে সে এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, তার ধ্বংসের শেষ প্রান্ত খুবই নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে।" (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব : মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী) পাশ্চাত্য সভ্যতার ভ্রান্তি থেকে মানবজাতিকে মুক্তির পথে পরিচালিত করতে হলে মুসলমানদের জিহাদী ও ইজতেহাদী শক্তি উজ্জীবিত করতে হবে। জিহাদ ও ইজতেহাদের যে ঝাণ্ডা মুসলমানরা দূরে নিক্ষেপ করেছিলো তা আবার হাতে তুলে নিতে হবে।

## ৩. মুসলমানদের শক্তির উৎস

কুরআন মজিদ মুসলমানদের উন্নতি, তাদের শক্তি বৃদ্ধি, তাদের শক্তি ও কর্তৃত্ব লাভ এবং অন্য সকল জাতির উপর বিজয়ী হবার জন্য শুধু ঈমান ও সৎ কর্মকেই একমাত্র উপায় বলে ঘোষণা করেছে। আজকের দুনিয়ায় যে জিনিসগুলোকে উন্নতির হেতু বলে গণ্য করা হয় তার অভাবকে কোথাও পতনের হেতু বলে উল্লেখ করা হয়নি। ঈমান ও সৎ কর্মের অধিকারীদের আল্লাহ দুনিয়ায় খিলাফত দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। অবশ্য এর অর্থ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা ও বস্তুগত উন্নতির অন্যবিধ উপায়-উপকরণের গুরুত্ব না দেয়া নয়। বরং ঈমানী শক্তির পাশাপাশি মুসলিম জাহানকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তির শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। ইসলামি আন্দোলনকে যেসব বিষয় অগ্রাধিকার দিতে হবে এটি তাদের মধ্যে অন্যতম। মনে রাখতে হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানরা যখন পিছিয়ে পড়ে তখন থেকেই বিশ্ব নেতৃত্ব তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়।

## ৪. ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা

বিশ্বের মানবজাতির জন্য ইসলামের প্রয়োজনীয়তা যে আজ অনিবার্য এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামি সরকার কায়েম করা ছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

www.pathagar.com

ইসলামি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তার সুফল মানবজাতি পেতে পারে না। অর্থাৎ ইসলামকে রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করতে না পারলে ইসলামি আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। কারণ বর্তমানে রাষ্ট্রশক্তি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামি সরকার গঠনের জন্য বিশেষ করে মুসলিম দেশের ইসলামি আন্দোলনসমূহকে রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করতে হবে। কোনো কোনো দেশে দীর্ঘ দিন যাবত ইসলামি আন্দোলন চলা সত্ত্বেও ইসলামি সরকার গঠনে তেমন কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় আন্দোলনের কার্যকারিতা নিয়ে কোনো কোনো মহল প্রশ্ন তুলছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে দীর্ঘদিন যাবত ইসলামি আন্দোলন চলার ফলেই আজ গোটা বিশ্বে ইসলাম একটি শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ইসলামি সরকার গঠন এখন অনেক দেশেই সময়ে ব্যাপার মাত্র। যেসব সরকার ইসলামি আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভূমিকায় লিপ্ত তাদেরকে গণবিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে।

### ৫. ঐক্য

অনৈক্য মুসলিম বিশ্ব এবং ইসলামি আন্দোলনের অন্যতম সমস্যা। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য বজায় রেখেছে কূটকৌশলের মাধ্যমে। মুসলিম দেশগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করছে। মুসলিম দেশের অভ্যন্তরেও ইসলামি শক্তিসমূহ ঐক্যের অভাবে যেমন জনতার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ইসলামি সরকার এবং সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সাফল্য লাভ করতে পারছে না তেমনি মুসলিম দেশগুলোও কার্যকর ঐক্যের অভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে অথবা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে পারছে না। মুসলমানদের যে জনসম্পদ, তেল সম্পদ, খনিজ সম্পদ রয়েছে তার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতিতে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনের জন্য ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই।

### ৬. ওআইসিকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা

যে প্রত্যাশা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে ওআইসি (Organisation of Islamic Conferance বা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো তা পূরণ হয়নি। ওআইসিকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালনের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। মুসলিম সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্য তার স্বার্থের বিনিময়ে কোনো মুসলিম দেশ বা শাসককেই আনুকূল্য প্রদর্শন করবে না। তুরস্কের মরহুম প্রেসিডেন্ট তুরগুত ওজাল ইউরোপিয়ান কমিউনিটিতে তুরস্ককে কেন নেয়া হলো

www.pathagar.com

না এ প্রসঙ্গে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন– "The real reason is that we are Muslims and they are christians." যেসব মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ তাদেরও বিপদকালে পাশ্চাত্য তাদের পাশে দাঁড়াবে না। মুসলিম বিশ্বের জনগণই তাদের বড় সম্বল। সুতরাং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা এখনও পাশ্চাত্যের অনুসরণ করছেন তাদের বোধোদয় হওয়া উচিত। শুধু ওআইসি নয় বরং ওআইসির অধীন বিভিন্ন সংস্থাগুলোকে কার্যকর ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা আজকের বিশ্ব মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, দারিদ্র ও বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।

## ৭. সামরিক শক্তিতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলিম বিশ্ব তার সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ করতে পারে। পাশ্চাত্য সামরিক শক্তি অর্জনের পর অন্যদের পিছিয়ে রাখার জন্য যে প্রচারণা চালাচ্ছে তাতে বিভ্রান্ত হবার কোনো অবকাশ নেই। "The West in effect is using international institutions, military power and economic resources to run the world in ways that will maintain Western predominance, protect Western interests and promote Western political and economic values." [Foreign Affairs Vol 72 No. 3] (**ভাবানুবাদ** : পাশ্চাত্য কার্যত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সম্পদসমূহকে ব্যবহার করছে বিশ্বকে এমনভাবে পরিচালিত করতে যাতে পাশ্চাত্যের প্রাধান্য, পাশ্চাত্যের স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং পশ্চিমা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের অগ্রগতি সাধিত হয়।)

সুতরাং মুসলমানদের সামরিক ও প্রতিরক্ষা শক্তিকে অবশ্যই জোরদার করতে হবে।

## ৮. পাশ্চাত্য বিরোধী জোট

মুসলিম বিশ্বের জনগণ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। উপসাগরীয় যুদ্ধে এটা প্রমাণিত হয়েছে। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর ও বিশেষ করে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ঘটনাবলীর পর মুসলিম জাহান বিক্ষুব্ধ অগ্নিগিরিতে পরিণত হয়েছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও প্রাচ্যের অন্যান্য অমুসলিম দেশের জনগণও মূলত: পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। চীনের ভূমিকা আগামী দিনের বিশ্ব রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে ধরে নেয়া যায়। চীনের সাথে মুসলিম দেশগুলোর সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে আশাব্যঞ্জক। এই মৈত্রীকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি অর্জন করেছে। ইরান, ইরাক, লিবিয়া, সৌদি আরব, আলজিরিয়া, মিশরসহ যেসব মুসলিম দেশ পরমাণবিক

www.pathagar.com

শক্তি অর্জনে আকাঙ্ক্ষী তাদের প্রয়াসকে আরও জোরদার করতে হবে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াও এ সামর্থ অর্জনে সফল হতে পারে। পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় কনফুসিয়ান-ইসলামিক জোট খুবই কার্যকর হতে পারে বলে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরাও বিশ্বাস করেন। ইতোমধ্যে পাশ্চাত্য এ অভিযোগ করছে।

## ৯. বিদেশ নির্ভরতা পরিহার

মুসলিম দেশগুলোকে যতো শীঘ্র সম্ভব বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। পশ্চিমা ঋণদাতা দেশসমূহ এবং বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের শর্তাধীন ঋণ গ্রহণের ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এ জন্য মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক বিনিময় ও বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। আমেরিকা নিজেই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্ত দেশ। আমেরিকার বর্তমান বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৩০০ বিলিয়ন ডলার। তার ঘাটতি অর্থনীতিকে শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনা অতো সহজ নয়। তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর উচিত হবে ক্রমান্বয়ে তাদের ব্যাংক আমানত পশ্চিমা দেশগুলো থেকে স্থানান্তর করা। পশ্চিমা এনজিওসমূহ দরিদ্র মুসলিম দেশে যে অবাধ বিচরণ করছে তার মোকাবিলায় মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য ও সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং মানুষে মানুষে ধন– বৈষম্য ও সম্পদ বৈষম্য দূর করতে হবে।

## ১০. নিজস্ব গণমাধ্যম ও প্রচার কৌশল

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবন ধারা ও সংস্কৃতি মুসলিম জাহানের নৈতিক অবক্ষয় নিয়ে আসছে। মুসলমানদের পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। পাশ্চাত্যের 'গণমাধ্যম সাম্রাজ্যবাদ' ও 'মানবাধিকার সাম্রাজ্যবাদ' প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের শক্তিশালী গণমাধ্যম গড়ে তুলতে হবে এবং পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী প্রচারণার মোকাবিলায় নিজস্ব প্রচার কৌশল গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নীতির মুখোশ খুলে দিতে হবে। পাশ্চাত্যের বিবেকবান মানুষ যারা আছেন তাদের সামনে পাশ্চাত্যের ন্যাক্কারজনক ও মানবতা বিরোধী কার্যক্রমের খতিয়ান তুলে ধরতে হবে। মুসলমানরা সন্ত্রাসী নয়, ওরাই সন্ত্রাসী– এই সত্যটি তুলে ধরতে হবে।

## ১১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা

উন্নয়নের শর্ত স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা। মুসলিম দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতা এক বড় ধরণের সমস্যা। মুসলিম দেশসমূহের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থাই যে, সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এটাও পরিষ্কার করতে হবে। পাশ্চাত্যই



www.pathagar.com

এখন গণতন্ত্রকে ভয় করছে। মুসলমানদের জন্য গণতন্ত্র ইসলামি বিপ্লবের জন্যই সহায়ক হবে। সামরিক শাসন, একনায়কত্ব, পারিবারিক বা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের স্বার্থ-রক্ষা করতে পারে। কিন্তু এতে ইসলামের স্বার্থ নেই। তাই ঐসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলিম জনগণকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং জনসমর্থন অর্জন করেই ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

## উপসংহার

বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের মুখোমুখি সংঘাত অনিবার্য। ইতিহাসের পথপরিক্রমায় এ সংঘাত এক সর্বগ্রাসীরূপ নিতে বাধ্য। পাশ্চাত্য সাজ সাজ রবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইহুদী-খৃস্টান-হিন্দু উগ্রবাদী শক্তি একজোট হয়েছে। বেসামাল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীরা ইসলামের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য 'মৌলবাদের উত্থান' বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং ইসলামি আন্দোলনকে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করছে। মুসলিম দেশগুলোতেও সাম্রাজ্যবাদ তাদের অনুগ্রহভাজন এজেন্টদের নিয়োগ করেছে। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ইসলামি শক্তিকে অস্ত্র বলে শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত করছে। মুসলিম দেশের অভ্যন্তরেই এক রাজনৈতিক দলকে অন্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। হিংসা-বিদ্বেষ ও জিঘাংসার সৃষ্টি করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করছে। ধ্বংস করছে মুসলিম সমাজের ঐক্য, সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ ও জাতিসত্তা। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের আর ঘুমিয়ে থাকার বা এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করার সুযোগ নেই। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষের এ লড়াইয়ে জিততে হবে। আমার বিশ্বাস এতে বিশ্বের রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে যাবে। এই গ্রহের অধিবাসীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

www.pathagar.com

২

# একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যবস্থা ও ইসলাম

মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম*

একটি নতুন শতাব্দীকে সুস্বাগতম বলার প্রস্তুতি চলছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একটি অনিবার্য পরিবর্তনের অপেক্ষা করছে এই পৃথিবী ও তার উপরিভাগে বসবাসরত সাড়ে ছয়শত কোটি মানুষ। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে পৃথিবীর। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার প্রতি মোহভঙ্গ ঘটেছে মানব জাতির। সকলেরই প্রত্যাশা একবিংশ শতাব্দীর শুভ সুর্যোদয় বিশ্বমানবের জন্য কল্যাণকর এক নতুন ব্যবস্থা উপহার দেবে। একটি পরিবর্তন খুবই প্রয়োজন কিন্তু প্রত্যাশিত সেই পরিবর্তনের সম্পূর্ণ রূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষেরই কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। অবশ্যম্ভাবী সেই নতুন বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে বক্ষমান নিবন্ধে।

## নতুন শতাব্দীর বিশ্বব্যবস্থা : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব পরবর্তী পুঁজিবাদের জনপ্রিয়তা যে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের রূপ নিয়েছিলো এক শতাব্দী না যেতেই তাতে ভাটা পড়ে। পুঁজির অপ্রতিরোধ্য বিকাশ বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা, দারিদ্র ও মন্দার যে আশঙ্কাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে শঙ্কিত হন চিন্তাশীল মানুষেরা। পুঁজিবাদ পৃথিবীর মানুষকে 'হ্যাভ' এবং 'হ্যাভ নট' এই দুইভাগে বিভক্ত করে ফেলে। শ্রমিক ও উদ্যোক্তার ক্লান্তিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ অবদানকে প্রায় অস্বীকার করার মাধ্যমে পুঁজি বাজার অর্থনীতির স্বঘোষিত মোড়লের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাজার অর্থনীতির অন্ধ হাতির পায়ের নীচে পিষ্ঠ হয় নীতি, মূল্যবোধ ও মানবতা। পুঁজিবাদের শোষণ নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের শতাব্দীর পুঞ্জিভুত ক্ষোভ আর বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটল মার্কস্‌বাদ তথা কম্যুনিজমের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথিসিস তত্ত্বের আবরণে মার্কস ও তার সতীর্থরা 'পুজিবাদ' নামক থিসিসের বিপরীতে দাঁড় করালেন 'সমাজতন্ত্র' নামক এন্টিথিসিস যাকে কম্যুনিজমের সহজ ও সুলভ সংস্করণ বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। তত্ত্ব যাই হোক প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদ ছিলো পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এক ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া।

---

* মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, প্রফেসর, ব্যাংকিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কালজয়ী হবার মতো উপাদান থাকেনা। প্রতিক্রিয়াশীলতা সভ্যতাকে সামনে এগিয়ে নেবার পরিবর্তে পেছনের দিকে নিয়ে যায়। সমাজতন্ত্রও তাই করেছে এবং এটাই সভ্যতার ললাট লিখন ছিলো। মাথার ব্যথা সারাতে ওষুধ ব্যবহারের পরিবর্তে মাথা কেটে ফেলার প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে বিশ্বাসী মার্কসবাদ পুঁজিবাদের প্রত্যেকটি নীতি ও আদর্শ সমুলে উপড়ে ফেলতে চাইলো। যেমন, পুঁজিবাদের অবাধ ব্যক্তিমালিকানার নীতি সমাজে ধনবৈষম্য সৃষ্টি করে বলে মার্কস্‌বাদ ব্যক্তি মালিকানাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলো। একবারও ভেবে দেখলো না যে, ব্যক্তি মালিকানা আসলে ব্যক্তি স্বাধীনতারই সমার্থক তথা রক্ষাকবচ। ব্যক্তি মালিকানার অনুপস্থিতি যে মানুষের সমস্ত ভালো গুণগুলি একে একে নিঃশেষ করে তাকে যন্ত্রে পরিণত করবে এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা যে আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাবে সেকথা মার্কস্‌বাদীরা একটিবারও ভেবে দেখার প্রয়োজনবোধ করলো না।

রূপকথার দৈত্যের মতোই সমাজতন্ত্র তার জীবন-মৃত্যুর যাদু লুকিয়ে রেখেছিলো 'থিসিস-এন্টিথিসিস-সিনথিসিস' তত্ত্বের কৌটার মধ্যে। নিজের তৈরি মরণ ফাঁদেই আত্মাহুতি দিয়েছে সমাজতন্ত্রের সর্বনাশা দৈত্য। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের চমক দিয়ে সমাজতন্ত্র তার বাগাড়ম্বরের যাত্রা শুরু করলেও স্থায়িত্ব পায়নি তার অন্তর্গত দুর্বলতার কারণে। ৭০ বছর অসুস্থ জীবন যাপনের যন্ত্রণাক্ষুব্ধ অনুভূতি নিয়ে অবশেষে বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে নিজের দেশেই আত্মহত্যা করলো মানব মুক্তির মন ভুলানো মতবাদ সমাজতন্ত্র তথা মার্কসবাদ। এই অনিবার্য অথচ অসময়োচিত আত্মহত্যা স্বপ্নভঙ্গ ঘটালো পৃথিবীর কোটি কোটি দরিদ্র অসহায় বনি আদমের। আশাহত করলো সেইসব স্বপ্নবিলাসী বাম তাত্ত্বিকদের যারা বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বের দুর্বলতর জনগোষ্ঠির দারিদ্র ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে মার্কসবাদ লেলিনবাদের 'সোনার পাথর বাটি' ফেরি করে বেড়াতেন। পুঁজির হিংস্র ও বিষাক্ত থাবা থেকে মানবতাকে উদ্ধারের গালভরা শ্লোগান নিয়ে একদা স্বঘোষিত ত্রাণকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত সমাজতন্ত্র হঠাৎ করে রণ ভঙ্গ দেয়ায় প্রমাদ গুনলো মানব সমাজ। পুঁজিবাদের বৃদ্ধ বাঘের কাছে সমাজতন্ত্রের সতেজ শার্দুলের এই নিঃশর্ত, ক্ষমাহীন ও ষড়যন্ত্রমূলক আত্মসমর্পণ নাটক দেখে হতচকিত হলো হৃদয়বান মানুষেরা। ভূপৃষ্ঠে শক্তি ও ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হলো। পুঁজির দম্ভ মাত্রাজ্ঞান হারালো। ঘোষণা দিলো 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বা নতুন বিশ্বব্যবস্থার। এ বিশ্বব্যবস্থায় সকল আধিপত্য কেবলমাত্র পুঁজির মোড়লদের। আর সব নস্যি। বাকি পৃথিবী কি মেনে নেবে পুঁজি নির্ভর এই একক বিশ্বব্যবস্থার দর্পভরা শ্লোগান? মানুষের ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, যুক্তি-দর্শন ও বিরাজমান বাস্তবতার জবাব একটাই 'না'।

www.pathagar.com

এই পৃথিবী পুঁজির শোষণ দেখেছে, দেখেছে পুঁজিবাদ সৃষ্ট অন্তহীন বৈষম্য, বেকারত্ব, শ্রমশোষণ, মন্দা ও দুর্ভিক্ষের ভয়াল চিত্র। পুঁজির অত্যাচারে পর্যুদস্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে ব্যক্তি পুঁজির শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তির নাম করে সমাজতন্ত্রবীদরা কিভাবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রলেতালিয়েতদের রক্তমাংসে গড়া সোনার সিংহাসনে বসে শ্রেণীচ্যুৎ পুঁজিবাদী, মহাজন জোতদাররা রাষ্ট্রীয় পুঁজির যন্ত্রণাদায়ক সিরিঞ্জ দিয়ে কিভাবে গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের সমস্ত রক্ত ও ঘামের ফসল দিয়ে তাদের গদি রক্ষার স্বার্থে মারণাস্ত্র তৈরি করেছে। পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ দেখেছে কিভাবে সমাজতন্ত্র অনুৎপাদনশীলতা, উদ্যোগহীনতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছে। পুঁজিবাদের ব্যক্তি শোষণ ও সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় শোষণ ও অব্যবস্থা থেকে মানুষ পরিত্রাণ চায়। মানবতার মুক্তির জন্য প্রয়োজন এমন এক বিশ্বব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং পরিপূরক। নিঃসন্দেহে সেই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ঐশী ব্যবস্থাটির নাম ইসলাম। ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তবে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে একেবারে অস্বীকার করেনা। তার চেয়ে বড় কথা ইসলাম ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্র কাউকেই সম্পদের মালিক মোখতার বানায়না বরং জিম্মাদারি দেয় মাত্র। পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

"বল, হে আল্লাহ, সকল রাষ্ট্র সম্পদের মালিক; তুমি যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্র ও সম্পদ দান করো এবং যার থেকে ইচ্ছা রাষ্ট্রও সম্পদ ছিনিয়ে নাও। তোমার হাতেই সকল কল্যাণ নিহিত।" *(সূরা আলে ইমরান, আয়াতাংশ : ২৬)*

সকল সম্পদের খোদায়ি মালিকানা এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জিম্মাদারীর এই অতিবাস্তব ইসলামি ধারণাই ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়কেই জবাবদিহিতার মুখোমুখী দাঁড় করায়। ব্যক্তিমালিক ও রাষ্ট্র কেউই এখানে সীমালংঘন করে না বা করতে পারে না। ফলে শোষণ বঞ্চনা থাকে না; বৈষম্যের পাহাড় গড়ে ওঠে না; মানবতা ডুকরে কাঁদে না। সুতরাং পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মার্কসবাদী দ্বান্দিক ব্যাখ্যা মেনে নিলে ও ইসলামের পুনর্জাগরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদ যদি থিসিস হয়, সমাজতন্ত্র যদি হয় এন্টিথিসিস তাহলে ইসলাম নিঃসন্দেহে এই দুই প্রান্তিক মতবাদের মধ্যখানে সিনথিসিস হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। কিন্তু না, আমরা মার্কসবাদী সিনথিসিস হিসাবে ইসলামের উত্থান কামনা করি না। আমরা প্রিয়নবী সা. এর সেই অমর বাণীর সত্যে পরিণত হবার ব্যাপারে শতকরা একশত ভাগ আস্থাশীল যেখানে তিনি কিয়ামতের পূর্বে পুনর্বার 'নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মুসলিম, তিরিমিযি, ইবনে মাজা, মুসতাদরাক প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থের বহুস্থানে সংকলিত হয়েছে। ইমাম শাতবীর রহ. 'মাওয়াফিকাত' এবং মাওলানা ইসমাইল শহীদ রহ.

www.pathagar.com

এর 'মানসবে ইমামত' গ্রন্থের বরাত দিয়ে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলন' গ্রন্থে হাদিসটি যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন তা নিম্নরূপ :

"তোমাদের দীনের আরম্ভ নবুয়ত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে– যতোক্ষণ আল্লাহ চান। অত:পর মহান আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত পরিচালিত হবে– যতোদিন আল্লাহ চান। অত:পর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। তারপর শুরু হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের জামানা এবং যতোদিন আল্লাহ চাইবেন তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। তারপর জুলুমতন্ত্র শুরু হবে এবং যতোদিন আল্লাহ চাইবেন ততোদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অত:পর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন। অত:পর আবার নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নাত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের উপর আকাশবাসী এবং দুনিয়াবাসী সবাই খুশি থাকবে।. আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী তার পেটের সমস্ত সম্পদ উদগীরণ করে দেবে।"

এ হাদিসটি সম্পর্কে মরহুম মাওলানা মওদূদী মন্তব্য লিখেছেন,

"এ হাদিসটিতে ইতিহাসের পাঁচটি পর্যায়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং চতুর্থ পর্যায়টি বর্তমানে চলছে। শেষের যে পঞ্চম পর্যায়টি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সমস্ত আলামত একথা ঘোষণা করছে যে, মানুষের ইতিহাস দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের গড়া সমস্ত মতবাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং সেগুলি ভীষণভাবে ব্যর্থও হয়েছে। বর্তমানে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মানুষের ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।" *(ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলন, পৃ. ২১-২২)*

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মাওলানা মওদূদী রহ. এই মন্তব্য করেন আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে যখন সমাজতন্ত্র একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী মতবাদ হিসাবে তার প্রভাব বলায় বৃদ্ধি করে চলছিলো। কি আশ্চর্য! তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর অর্ধশতাব্দীকাল না পেরুতেই সমাজতন্ত্র আত্মহত্যা করেছে এবং সর্বশেষ জুলুমতন্ত্র পুঁজিবাদ আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় অস্তিত্বের সর্বশেষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, পুঁজিবাদের যা কিছু সুন্দর এবং সমাজতন্ত্রের যা কিছু কল্যাণকর তা সবই ইসলামের রয়েছে বরং আরো বেশি কিছু রয়েছে। আর সেটি হলো আখিরাত; পারলৌকিক মুক্তি। পক্ষান্তরে, পুঁজিবাদের যা কিছু অসুন্দর এবং সমাজতন্ত্রের যা কিছু অকল্যাণকর তা থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য কথা হলো, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সিনথিসিস হিসাবে

www.pathagar.com

ইসলামের জন্মও হয়নি পূনর্জাগরণ ও হবে না। ইসলাম আদি-আসল অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যুগে যুগে দেশে দেশে ইসলাম অভিন্ন আদর্শ ও জীবন দর্শন মানুষকে উপহার দিয়েছে।

অর্থনীতির গণ্ডি পেরিয়ে যদি রাজনীতির চৌহদ্দিতে প্রবেশ করি তাহলেও আমরা ইসলামের কোনো বিকল্প দেখিনা। পুঁজিবাদ তার আত্মরক্ষার জন্য গণতন্ত্র নামক একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে যার কাজ হলো পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা এবং সংখ্যালঘুর শাসন স্থায়ী করা। অল্প দামে জনগণের ভোট কিনে ক্ষমতার মগডালে উঠে জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের ইজারা গ্রহণের পরিশীলিত পদ্ধতির নাম গণতন্ত্র। এই জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো দরিদ্র ও সৎ লোক নির্বাচিত হয় না। বুর্জোয়ারাই গণতন্ত্রের নিয়ামক। মার্কস তাই একদা পার্লামেন্টকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলেছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতারণা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে তিনি যে নোস্‌খা পেশ করেছিলেন তা ছিলো আরো ভয়াবহ। প্রলেতারিয়েতদের ডিকটেটরশীপের নামে এক পার্টির শাসন কায়েম করে সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে বাক স্বাধীনতা হরণের পাশাপাশি জুলুম-নিপীড়নের এমন ভীতিকর ও বীভৎস পরিবেশ সৃষ্টি করা হলো যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রত্যেকটি এক একটি বড় কারাগারে পরিণত হলো এবং সাধারণ জনগণের অবস্থা হলো সশ্রম কারাদণ্ডভোগী তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদির মতো। এই জুলুমের বিরুদ্ধে জনবিদ্রোহ সমাজতন্ত্রের দু:শাসনকে উপড়ে ফেললো। কিন্তু বিকল্প কি? আবার পুঁজিবাদের পদলেহী গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন? সেটা হবে ভুল। মানুষকে প্রকৃত মুক্তির জন্য ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থার কাছে ফিরে আসতেই হবে। কারণ, ইসলামে সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ। মানুষ ক্ষমতার জিম্মাদার মাত্র। আল্লাহর নির্দেশিত পথে ক্ষমতাচর্চা করাই খলিফার কাজ। এ প্রসঙ্গে ১৯৮৯ সালের ৪ জানুয়ারি ইসলামি ইরানের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেবকে যে ঐতিহাসিক পত্র প্রেরণ করেছিলেন তার কিছু উদ্বৃতি প্রদান করতে চাই।

"জনাব গর্ভাচেভ, সত্যের দিকে সবারই প্রত্যাবর্তন করা উচিত। ব্যক্তি মালিকানা, অর্থনৈতিক (সমস্যা) ও স্বাধীনতা (হীনতা) আপনাদের প্রধান সমস্যা নয়। এটি হচ্ছে সত্যিকারের খোদাবিশ্বাসের অনুপস্থিতি। এটি এমন এক সমস্যা যা পাশ্চাত্যকে অশ্লীলতা ও সামাজিক অচলাবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে বা ভবিষ্যতে সে পথে ঠেলে দিবে। সকল সত্তা ও সৃষ্টির উৎস যে খোদা তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও অর্থহীন সংগ্রামই আপনাদের প্রধান সমস্যা। জনাব গর্ভাচেভ, এটা আজ সবার নিকট সুস্পষ্ট যে, এখন থেকে কম্যুনিজমকে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের যাদুঘরগুলোতে খোঁজ করতে হবে। কেননা, মানুষের সত্যিকারে প্রয়োজনের ব্যাপারে কোনো সদুত্তর মার্কস্‌বাদের নেই। কারণ, এটি একটি বস্তুবাদী

www.pathagar.com

মতবাদ। আর ঈমান ও অধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতির কারণে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, বস্তুবাদ মানব জাতিকে তা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। অথচ এটাই হচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানব সমাজের মৌলিক সমস্যা।

জনাব গর্ভাচেভ, মার্কস্‌বাদের কোন্ কোন্ বিষয়ের আপনি এখনও আপনার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি এবং হয়তো বা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ওসবের প্রতি আপনার পূর্ণ বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করে যাবেন। কিন্তু আপনি জানেন যে, বাস্তব অবস্থা তা নয়। সাম্যবাদের উপর প্রথম আঘাত হেনেছেন চীনের নেতারা তার দ্বিতীয় আঘাত এসেছে আপনার থেকে এবং সম্ভবত: এটিই চূড়ান্ত আঘাত। আজ বিশ্বে কম্যুনিজম নামক কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আমি আপনাকে গুরুত্ব সহকারে বলতে চাই যে, মার্কস্‌বাদী কুহেলিকার প্রাচীর ভাঙ্গতে গিয়ে পাশ্চাত্য ও বড় শয়তানের জিন্দানখানায় ধরা দেবেন না। আমি আশা পোষণ করি যে, বিশ্ব সাম্যবাদের বিচ্যুতি ও অবক্ষয়ের বিগত ৭০ বছরের স্তরগুলোর সর্বশেষ স্তরটি ইতিহাস ও দেশ থেকে মুছে ফেলার সম্মান ও গৌরব আপনি অর্জন করবেন। অভিন্ন লক্ষ্যের অনুসারি আপনাদের সহগামি সরকারগুলো যারা তাদের মাতৃভূমি ও জনতার জন্য অন্তরে বেদনা অনুভব করে তারা এমন এক কম্যুনিজমের সফলতা প্রমাণের জন্য আর তাদের ভুগর্ভস্ত ও বহি:স্থ কোনো সম্পদ ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়।"

"আপনি যদি বর্তমান সন্ধিক্ষণে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের কেন্দ্রকে স্বর্গ জ্ঞান করে সেখানে আশ্রয় নেয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী অর্থনীতির জটিল গিটগুলিকে মুক্ত করতে অভিলাষী হন তবে শুধু যে আপনি আপন সমাজের কোনো রোগই উপশম করতে সক্ষম হবেন না তাই নয়, পরবর্তীকালে এটা আপনার ভুলগুলো শোধরাতে অন্যদের এগিয়ে আসার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, মার্কসবাদ ও মার্কস্‌বাদ ভিত্তি অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়া অচলাবস্থার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। পশ্চিমা জগতও একইভাবে (অচলাবস্থার এ প্রক্রিয়ায়) জড়িয়ে পড়েছে, অবশ্য ভিন্ন পথে অন্য বিষয়কে কেন্দ্র করে।"

ইমাম খোমেনীর এই ভবিষ্যৎবাণী মাত্র ১ বছর না পেরুতেই সত্য প্রমাণিত হলো। অবিশ্বাস্যভাবে ভেঙ্গে পড়লো সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ ও ব্যর্থ সমাজতন্ত্রের বাইরে আগামী সভ্যতার কাছে গ্রহণযোগ্য মত ও পথ একটাই আর তার নাম ইসলাম।

## বিশ্বজুড়ে নৈতিক ধ্বংস, দেউলিয়া বিশ্বনেতৃত্ব ও ইসলামি পুনর্জাগরণ

বিশ্বনেতৃত্বের জন্য যে অসাধারণ মৌলিক মানবীয় ও নৈতিক গুনাবলী প্রয়োজন বর্তমান বিশ্বনেতাদের তা নেই। বিশ্বনেতৃত্বের মধ্যমনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন এতোদিন যৌন কেলেঙ্কারীর দায় বয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এখন তার সাথে যুক্ত

www.pathagar.com

হয়েছে নতুন উপসর্গ। তিনি নাকি ক্ষমতায় থাকাকালে বিগত নির্বাচনে চাঁদাবাজির কাজে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তার পুর্বসূরীদের কেউ কেউ নৈতিক স্খলনের দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পতন হয়েছিলো 'ওয়াটার গেট' কেলেংকারীর ফলে। অর্থ ও বিত্তে পৃথিবীর দুই নম্বরের দেশ জাপানে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঘুষ ও দুর্নীতি একের পর এক সরকার পরিবর্তনের মূখ্য কারণ হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমান হাসিমুতো সরকার গত সেপ্টেম্বর মাসেই একজন ঘুষখোর মন্ত্রীকে বাদ দিয়েছেন এবং তাকে নিয়োগ দানের অপরাধের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। সম্প্রতি জাপানে আরো একজন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ উঠেছে। বৃটেনে জন মেজরের শাসনকালে কমপক্ষে ১৫ জন মন্ত্রীকে হয় বাদ দেয়া হয়েছে নয়তো পদ ত্যাগের বাধ্য করা হয়েছে। দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির মরণব্যাধিতে গোটা সোভিয়েত রাশিয়া এতোটাই আক্রান্ত হয় যে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু অবধারিত হয়ে পড়ে। জাতিসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল কূট ওয়ার্ল্ডহাইম যুদ্ধাপরাধী হিসেবে নিজ দেশে নিন্দিত হন। রুমানিয়ার এককালের লৌহ মানব চচেস্কুর স্ত্রী যখন স্বর্ণ আর হীরকের খড়ম পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তখন দেশের মানুষ শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বালাতে কয়লাও পেত না। একই ইতিহাস ফিলিপাইনের মার্কোস পরিবার এবং ইরানের মার্কিন পদলেহী পাহলবী পরিবারের। এমনকি পাকিস্তানের ভূট্টো পরিবারও এর থেকে দূরে নেই। বোফর্স অস্ত্রক্রয় কেলেংকারীতে জড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের বিরুদ্ধে এক আস্থা ভোটের সময় ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার এম, পি দের ঘুষদানে ভশীভূত করার অভিযোগের চার্জশীট দানের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে সে দেশের আদালতের সাম্প্রতিকতম রায়। এর আগে নরসীমা রাও সহ মন্ত্রীসভার কয়েক গণ্ডা সদস্য সহ প্রায় শতাধিক রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ বহুদিন ধরে ভারতের রাজনীতিকে সরগরম করে রেখেছিলো। বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তো অর্থ নারী দুই কেলেংকারীতেই রেকর্ড গড়েছেন।

ফ্রান্সের দুই তৃতীয়াংশ জনগণের অভিমত হলো, সেদেশের রাজনীতি এখন কোনো সম্মানজনক পেশা নয়। দুর্নীতির দায়ে ফ্রান্সের নতুন সরকারের তিন জন মন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। ফ্রান্সের লিওন ও নাইস শহরের মেয়রদ্বয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অপব্যবহারের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। বেলজিয়ামের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ন্যাটো জোট প্রধান উইলিক্লায়েস দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে পদত্যাগ করেছেন। ঘুষের অপরাধে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে বেলজিয়ামের লিয়েজ শহরের মেয়র এডওয়ার্ড ক্লাউসকে। ব্রাসেল্‌স এর মেয়রকে সংবাদপত্রগুলো 'মি.

www.pathagar.com

১০%' বলে আখ্যায়িত করে থাকে। ব্রাসেল্‌সে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অসাধু কর্মকর্তারা মোটা অংকের কমিশনের বিনিময়ে খোদ ইউনিয়নের বিধি বিধান বিকৃত করে। গত ১৯৯৫ সালের দিকে এ ধরনের অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৮০ লাখ পাউন্ড ক্ষতির শিকার হতে হয়। যার কারণে ইউরোপবাসী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, রাজনীতিকরা হচ্ছে অসাধু এবং অপরাধী এক গোষ্ঠি মাত্র।

১৯৯২ সালে বহু শিল্পপতিকে গ্রেফতার করা হয়। রাজনীতিবিদরা জানতেন ৭% হারের ঘুষ ২০% এ উঠেছে। ইতালিতে তো কাউকে ঘুষ না দিয়ে কোনো কাজই হয় না। এমনকি কম্যুনিষ্ট ও সামরিক পুলিশ পর্যন্ত ঘুষ খায়। 'ডার স্পাইজেল' নামক এক জার্মান সাপ্তাহিক প্রচ্ছদ কাহিনীতে জানানো হয়েছে যে, 'দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের জগতে' ঘুষ ব্যবস্থা মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। একজন স্থানীয় সরকারি এটর্নী জার্মানিতে ৬০ জন পুলিশ কমিশনারের এক কনফারেন্সে বলেন, তার শহরের একজন কর্মকর্তা প্রতিটি ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করার জন্য ২ হাজার পাউন্ড (ঘুষ) গ্রহণ করে থাকেন। ফ্রান্সে ১৫% কমিশন প্রদান সাধারণভাবে স্বীকৃত আচরনে পরিণত হয়েছিলো। মোট কথা স্ক্যান্‌ডিন্যাভিয়া থেকে গ্রীস পর্যন্ত সকল ইউরোপীয় দেশ দুর্নীতি সমস্যা মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে। সাংস্কৃতিক দুর্নীতি, লাগামহীন চালচলন, মাদকাসক্তি এবং বিশেষ করে ধর্মহীনতাই পাশ্চাত্যকে একেবারে রসাতলে নামিয়ে দিয়েছে।

সম্প্রতি এ, এফ, পি খবর দিয়েছে যে, দুর্নীতির কারণে চীন সহ পূর্ব এশিয়ায় বিনিয়োগ প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেছেন যে, তাদের নানা উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতি এখন অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি অতঃপর যাদের দুর্নীতি প্রমাণিত হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ৩২ জাতির ইউরোপীয় পরিষদের মহাসচিব পিটার লিউপ্রেচ্‌ট বলেন, "আমাদের কোনো দেশই দুর্নীতি রোগমুক্ত নয় এবং এই পচনশীল ক্ষত ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে।" বস্তুত এ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত জাতিসমূহের বিশ্বনেতৃত্বের দিকপালদের কীর্তিকাণ্ডের একটি ঝলক মাত্র। এই ধরণের নৈতিকতা বিবর্জিত নেতৃত্ব যে বিশ্বমানের হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। একারণেই প্রখ্যাত বৃটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'The Observer' লিখেছে :

"বহু সমাজ সমালোচকের মতে যদি দুর্নীতির মতো সমস্যার সমাধান ও এর বিস্তার রোধ করা না হয় তবে আপাতঃ দৃষ্টিতে শক্তিশালী ইউরোপীয় শক্তিবর্গ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এই মহাদেশে জননেতা আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত হবে।"

www.pathagar.com

বৃটিশ পত্রিকার এই মন্তব্যের সাথে দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়গুলিই তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে যদি পাশ্চাত্য সমাজ স্বীকৃত সেই সব যৌন আচরণ যাকে ইসলাম মারাত্মক নৈতিক স্খলন বলে মনে করে– যোগ করা হয় তবে তো ছিঃ ছিঃ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। বিবাহ বিমুখতা, বিবাহ বিচ্ছেদ, ডেটিং, লিভ টুগেদার, বিবাহপূর্ব সন্তানের বৈধতা ও সমকামিতাসহ এমন সব যৌন অনাচার তথাকথিত উন্নত বিশ্বকে গিলে খেয়েছে যা একজন মুসলমান চিন্তাও করতে পারে না। আসলে পরিবার হচ্ছে মার্জিত পরিবেশে জীবন যাপনের ঐশী বন্দোবস্ত। কিন্তু ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যৌন স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর সুবিধার্থে ইচ্ছে করেই পরিবার ব্যবস্থা উপড়ে ফেলেছে। ফলে সার্বিক উচ্ছৃংখলতা পৌঁছে গেছে চরমে। যৌন স্বেচ্ছাচারিতা সেখানে যে কি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে তা বুঝার জন্য এই একটি খবরই যথেষ্ট যে বিশ্বনন্দিত প্রয়াত ডায়ানা তার বিবাহ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও মৃত্যুকালে ছয় সপ্তাহের অন্তসত্ত্বা ছিলেন। পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকা খবরটি গুরুত্বের সাথে ছাপালেও এর কোনো নিন্দা করেনি। কারণ এটি তাদের কাছে কোনো অনৈতিক কাজ নয়। অথচ ইসলাম এটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করে।

সমকামিতা সর্বযুগে মানবসমাজে একটি জঘন্য কু-অভ্যাস হিসাবে ঘৃণা কুড়িয়েছে। যৌন সম্পর্কের অস্বাভাবিক ক্রিয়া সমকামিকে দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে, মানসিকভাবে অস্থির করে এবং নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করে। জীবন যাপনের স্বাভাবিক ছন্দ যাদের অপছন্দ এবং সব ব্যাপারেই নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করে যারা পৈশাচিক আনন্দ লাভে অভ্যস্ত সমকামিতা তাদেরই আবিষ্কার। এই বিকৃত রুচি কখনোই সভ্য সমাজের স্বীকৃতি পায়নি। আল্লাহ পাক এই জঘন্য পাপের দায়ে একদা কওমে লুতকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেছিলেন বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ সদোম ও ঘোমেরাহ নামক দুটি মহানগরীকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিলেন। সেই ধ্বংসাবশেষ পর্যায়ে পাপের স্বাক্ষী হয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বিশেষ করে পাশ্চাত্য সমাজে রুচি বিকৃতি এখন এমন এক নাজুক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, নির্লজ্জ ও জঘন্য এই কাজের প্রতি সামাজিক স্বীকৃতি ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আদায়ের লক্ষ্যে এখন রীতিমতো আন্দোলন চলছে। সবচেয়ে বেশি অবাক করার মতো কাণ্ড হচ্ছে, এমন একটি বিবেক বিরোধী তৎপরতায় খোদ মার্কিন মুলুকের প্রেসিডেন্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। অথচ এই প্রেসিডেন্ট তার ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উপর হাত রেখেই তার শপথবাক্য পাঠ করেছিলেন। বাইবেল নিশ্চয়ই সমকামিতাকে সমর্থন করেনা। তাহলে বাইবেলে বিশ্বাসী এবং গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ বলে

www.pathagar.com

বিশ্ববাসীর কাছে সম্মানিত এই প্রেসিডেন্ট কেমন করে সমকামিতার মতো জঘন্য ও মানবপ্রকৃতি বিরুদ্ধ কুঅভ্যাসের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলতে পারেন? অথচ যৌন বিকারগ্রস্থ এই প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি 'হিউম্যান রাইট ক্যাম্পেইন' নামক মার্কিন সমকামিদের এক সমাবেশে সশরীরে যোগদান করে ঘৃণিত এই যৌন বদভ্যাসের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণা করেছেন। আগামী প্রজন্মের জন্য এর চেয়ে দু:সংবাদ আর কি হতে পারে? সমকামিতার এই আন্দোলন ও ব্যাপকতা পাশ্চাত্যকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে টেনে নিয়ে যাবে এবং হয়তো আল্লাহর গজবের মুখোমুখি দাঁড় করাবে। ইতোমধ্যে 'এইডস' নামক যে মরণব্যাধি আল্লাহর গজবরূপে পৃথিবীতে নেমে এসেছে তার প্রধান কারণ হিসাবে চিকিৎসকগণ সমকামিতা সহ অবাধ যৌনমিলনকে দায়ি করেছেন এবং মানবজাতিকে যৌন সম্মিলনের ব্যাপারে পবিত্রতাসহ ধর্মীয় বিধি বিধান মেনে চলার সুপরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু বিকৃত রুচির সমকামিগণ প্রথম দিকে একটু ভড়কে গেলেও ইদানিং আবার তাদের এই বদভ্যাসের পক্ষে আইনগত স্বীকৃতি আদায়ের অপতৎপরতা জোরে শোরে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় মানব জাতিকে হয় কওমে লুতের মতো একটি মহাবিপর্যয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে নয়তো আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাপের এই চিরধিকৃত পথ পরিত্যাগ করে সত্য ও সুন্দরের পথে ফিরে আসতে হবে।

যে হিজাব বা পর্দাকে (modest dress) ইসলাম ভদ্রতা, শালীনতা, মার্জিত রুচিবোধ, মর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রকাশ সর্বোপরি, নারীমুক্তির প্রতীক হিসাবে মানব সভ্যতাকে উপহার দিয়েছে; ইসলাম বিদ্বেষীরা অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে তাকেই অভিহিত করে নারীর বন্দিনী হিসাবে এবং এ কারণেই তারা এর নাম দিয়েছে অবরোধ প্রথা। নারীর সবচেয়ে বড় সম্পদ তার সম্ভ্রম ও সৌন্দর্য অযাচিতভাবে নষ্ট পুরুষদের সামনে ফেরি করা এবং পোষাক সংক্ষিপ্ত করার সাথে নারীমুক্তির কি সম্পর্ক তা আজো দুর্বোধ্যই রয়ে গেলো। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে তীব্র শীতের মধ্যে মোটা লোমশ কোট-প্যান্টে সারাদেহ আবৃত এক সুঠাম পুরুষের পাশে হালকা এবং অর্ধেক পোষাক আবৃত কোনো নারীকে দেখে স্বত:ই মনে হয় একশ্রেণীর অবিশ্বাসী, লম্পট ও নষ্ট পুরুষের নারীলিপ্সার কাছে কতো অসহায় পাশ্চাত্যের নারী সমাজ! চরিত্রহীন কিছু লোকের নি:খরচায় পরনারীর সৌন্দর্য পিপাসা মিটাবার নিকৃষ্ট চেষ্টায় নারীকে কি ভয়ানকভাবে প্রতারিত করা হচ্ছে! কাপড় পরাবার নাম করে গল্পের সেই বোকা রাজাকে সবার সামনে নেংটা করার মতো এই ন্যাক্কারজনক কাজটি আধুনিক যুগেও যে নির্বিবাদে চলতে পারছে এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। একারণেই ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী কোনো মানুষ যখন নারী শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতির স্বার্থে নারীদের জন্য পৃথক স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

দাবি তোলেন তখন ইসলাম বিরোধী শক্তি সেই দাবির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতার ভূত দেখেন। নারীদের সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষা করে চলার স্বার্থে যখন তাদের জন্য পৃথক যানবাহনের দাবি তোলা হয় তখনই পরনারীসঙ্গ পিয়াসী সুযোগ সন্ধানীরা তাকে আধুনিকতার পরিপন্থী বলে উড়িয়ে দেন। আর যদি নারীদের জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্রের দাবি তোলা হয় তবে তো 'লেডী কিলার'দের হুশই থাকেনা। কারণ, তারা ভালো করেই জানেন, নারীদের পৃথক কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি হলে কর্মসংস্থানের নামে অবাধে নারীর সৌন্দর্য ও সম্ভ্রমলুটার অবাঞ্ছিত সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। কে না জানে কর্মস্থলে নারী পুরুষের অকারণ ঘনিষ্ঠতা কতো শত দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরিয়েছে। সৃষ্টি করেছে অবাঞ্ছিত সংশয় এবং অবশেষে ভেঙ্গে গেছে কতো সুখের নীড়।

নারী পুরুষের সম্পর্কে ও সংশ্লিষ্টতার ইসলামি বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার পরিণতি মানব সভ্যতার জন্য আদৌ শুভ হয়নি। গোটা পাশ্চাত্য সমাজে পরিবার ব্যবস্থা বলতে গেলে একরকম ভেঙ্গেই পড়েছে। ডেটিং এর উচ্ছৃংখলতা আর লিভ টুগেদার এর অপবিত্রতা শেষ করে দিয়েছে নারী পুরুষের মধ্যকার মহব্বতের সম্পর্ক। জীবন জীবিকার তাকিদে অসংখ্য নারী নিজ কর্মস্থলে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নে শিকার হচ্ছেন অহরহ। সাধারণ 'বস'রা তো বটেই এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের মতো বসরা ও রেহাই দিচ্ছেন না তাদের লেডী সেক্রেটারিদের। বোধদয় যে একেবারে হচ্ছেনা তা নয়। সম্প্রতি জাপান সরকার সে দেশের কোনো কোনো এলাকায় নারী পুরুষের জন্য পৃথক ট্রেনের ব্যবস্থা করেছেন। এর কারণ হিসাবে বি.বি.সির খবরে বলা হয়েছে যে, নারী পুরুষ একসাথে যাতায়াত করলে ভীড়ের সময় দুষ্ট লোকেরা নারীদের শরীর স্পর্শ করে এবং উত্যক্ত করে। এই নিপীড়ন থেকে নারীকে বাঁচাবার লক্ষ্যেই জাপানে নারীদের জন্য পৃথক ট্রেনের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে নারী পুরুষের অভিন্ন যানবাহনের ফলে নারীদের শ্লীলতা হানির এই সমস্যা পৃথিবীর সব দেশেই রয়েছে। এমনকি আমাদের এই বাংলাদেশ ও এর থেকে মুক্ত নয়। আজ জাপান এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে কাল অন্যরা আসবে এবং ধীরে ধীরে সকলকে অভিন্ন সমাধানের পথ ধরতেই হবে। আর এটাই ইসলামের পথ।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ধর্মহীন সমাজ ও নেতৃত্বে এই সর্বব্যাপী নৈতিক ধ্বস যে ধর্ম থেকে বিচ্যুতির বিষফল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আসলে আল্লাহ ও পরকালের ভয় যাদের থাকে না তাদের উচ্ছৃংখল না হবার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। এ বিষয়ে তাত্বিক আলোচনার দরকার নেই। তবে একটি বাস্তব তুলনা দিয়ে এই সম্পর্কিত আলোচনার ইতি টানতে চাই। প্রায় দুই দশক প্রাচ্যের একটি দেশে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জননন্দিত ও স্বতস্ফূর্ত এক বিপ্লব ঘটে গেলো।। দেশটির নাম ইরান। মার্কিন সাম্রাজ্যের নিশানবর্দার রেজা শাহ পাহলবীর

www.pathagar.com

সীমাহীন অত্যাচার, নির্যাতন আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মোকাবিলায় চরম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে ঈমান ও আমলকে সম্বল করে সর্বোপরি আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা রেখে ইরানের মুসলমানগণ ইসলামি হুকুমাত কায়েম করলেন। তাঁদের কর্মসূচীর জনসম্পৃক্ততা ছিলো ঈর্ষণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক। সন্ত্রাসের মোকাবিলায় সন্ত্রাস নয়, মানব বন্ধনই ছিলো তাদের প্রধান হাতিয়ার। এই সফল বিপ্লবে অবাক হয়েছে বিশ্বব্যাপী, আশাবাদী হয়েছে দেশে দেশে নির্যাতিত মানবগোষ্ঠি, আর হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছে বিশ্ব মোড়লেরা। এই বিপ্লবের পুরো ভাগে ছিলেন প্রজ্ঞাবান ধীশক্তি সম্পন্ন একদল আলিম যাঁদের সারাক্ষনের সাথি ছিলেন বুদ্ধিজীবি সমাজ তথা সর্বস্তরের জনগণ। এই বিপ্লবের প্রধান পুরুষ ছিলেন ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী রহ. দুই দশক পূর্ণ হতে চললো কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ইসলামি বিপ্লবের প্রথম কাতারের নেতাদের অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা যৌন কেলেংকারির কোনো উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা আবিস্কৃত হয়নি। পাশ্চাত্য তার আধুনিক প্রচার মাধ্যম ও গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়েও ইসলামি বিপ্লবের নেতাদের উল্লেখযোগ্য কোনো অপরাধ আবিষ্কার করতে পারেনি। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো বিপ্লবের আগে ও পরে ইরানে নারী ও পুরুষ পাশাপাশি আন্দোলন, সংগ্রাম ও দেশ পরিচালনায় ভূমিকা রেখে চলেছেন। অথচ আশ্চার্যের বিষয় হলো এতে ঘনিষ্ঠ অবস্থান সত্ত্বেও যৌন কেলেংকারীর কোনো ঘটনা ঘটতে দেখা যায়নি। ইসলামি পোশাক ও ইসলামি পরিবেশ রক্ষা করার ফলেই যে নারী পুরুষ এভাবে পাশাপাশি ভূমিকা পালন করেও মার্জিত ও নিষ্কলুষ থাকতে পেরেছেন তা বলাই বাহুল্য। একইভাবে সুদান, আলজিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি যেসব দেশে ইসলাম হয় আংশিক বিজয় লাভ করেছে নয়তো বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত সেখানকার ইসলামি নেতৃত্বের চারিত্রিক দৃঢ়তা নিঃসন্দেহে ইসলামের মহান দীক্ষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আগামি শতাব্দীতে পারস্পরিক মর্যাদাবোধে বিশ্বাসী বিশ্বের মানুষের জন্য মর্যাদা হানিকর সকল দুষ্কর্ম থেকে রেহাই পাবার জন্যে ইসলামের কাছে ফিরে আসতেই হবে।

## বিজ্ঞানের সন্দেহাতীত উপলব্ধি এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থা

আধুনিক বিজ্ঞান যতো বেশি উৎকর্ষ লাভ করছে, মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে ইসলামের বিজ্ঞানদৃষ্টি এবং বাস্তবানুগতা ততোই পরিষ্কার ও ভাস্বর হয়ে উঠছে। পৃথিবীর কোনো ধর্মই কোনো কালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনকে পৃষ্ঠপোষকতা দানের সাহস করেনি। আসলে অবৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও অযৌক্তিক 'মিথ' সর্বস্ব কোনো ধর্মেরই পক্ষে বিজ্ঞানের স্বপক্ষে দাঁড়ানোর প্রশ্নই ওঠেনা। বরং প্রায়শঃ বিভিন্ন ধর্মের পুরোধাগণ বিজ্ঞানের সাথে একটি স্থায়ী যুদ্ধ বাঁধিয়ে রেখেছেন। বিজ্ঞানবিমুখ ধর্মবিশ্বাসীদের সাথে বিজ্ঞানমনস্কদের

www.pathagar.com

সুদীর্ঘকালের বিরোধই যে পাশ্চাত্য জগতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মতো একটি ধ্বংসাত্মক মতবাদের জন্ম দেয় এবং গীর্জা ও জীবনের মাঝে দেয়াল রচনা করে সেকথা সবারই জানা। ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা সকল যুগে বিজ্ঞানের সাথে ধর্ম ও জীবনের সেতুবন্ধ রচনা করেছে। আসলে জীবন ও জগতের সকল রহস্য ও বিজ্ঞানময়তাকে ধারণ করে আছেন যে মহান সত্তা ইসলাম তাঁরই অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থা। সে কারণেই বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার বা উদ্ভাবন ইসলামের অবস্থানকে আদৌ দুর্বলই করেনা বরং প্রতিটি আবিষ্কার ইসলামের উপস্থাপিত নানা ধারণা ও প্রস্তাবনার স্বপক্ষে নতুন প্রমাণ উপস্থাপন করে এবং অবতীর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবু অতি সংক্ষেপে কিছু উদাহরণ দেয়া যাক।

**এক.** পৃথিবী ঘোরে না সূর্য ঘোরে এ বিতর্ক এক সময়ে দুনিয়াকে আলোড়িত করেছে এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞান একাধিক ডিগবাজী ও খেয়েছে। গ্যালিলিওর আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। গ্যালিলিও প্রথম আবিষ্কার করলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এই মহাসত্য আবিষ্কারের অপরাধে (?) ইউরোপের যাজকতন্ত্র প্রভাবিত শাসক সম্প্রদায় তাকে জানে মেরে ফেলতে উদ্যত হলো। যাহোক, ধীরে ধীরে পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ গ্যালিলিওর তত্ত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলো। তারও পরে এসে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করলেন যে আসলে মহাশূন্যে কোনো গ্রহ নক্ষত্রই স্থির নয়। প্রত্যেকেই তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রতিনিয়ত ঘুরছে। বিজ্ঞানের এই সর্বশেষ আবিষ্কার আশ্চর্য সুন্দরভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সত্যকেই স্বীকার করে নিয়েছে মাত্র। আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে ধুসর মরুর এক নিরক্ষর নবীর (যিনি অবশ্যই শুদ্ধতম মানুষ এবং শ্রেষ্ঠতম নবী) নিকট অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়; "(গ্রহ নক্ষত্রের) প্রত্যেকেই তার জন্য নির্ধারিত কক্ষপথে ঘুরছে।" *(আল কুরআন, সূরা ইয়াসিন, আয়াতাংশ : ৪০)*

**দুই.** মানুষ প্রথম যেদিন চাঁদে পা রেখেছিলো সেদিন অশিক্ষিত লোকেরা এই ঐতিহাসিক সাফল্যকে ইসলামের জন্য চ্যালেঞ্জ ভেবে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলে ও ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা মানুষের এই চন্দ্রবিজয়কে ইসলামের জন্য আশির্বাদ হিসাবেই গণ্য করেছেন বরাবর। তাৎক্ষণিকভাবে এই বৈজ্ঞানিক অভিযান ইসলাম ও তার অনুসারীদের জন্য যে সুসংবাদ বয়ে আনলো তা হলো, প্রথম চাঁদে অবতরনকারী তিন নভোচারী নিল আর্মস্ট্রং এডুইন ই-অলড্রিন ও মাইকেল কলিনস্ চাঁদের বুক চিরে এক বিভক্তিকরণ রেখা দেখতে পান। আমরা জানি, আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ সা. কাফিরদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে একদা তার আংগুলি নির্দেশে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। এতোদিন এ বিষয়টি ছিলো

www.pathagar.com

মুসলমানদের বিশ্বাসের অঙ্গ। কিন্তু মানুষের চন্দ্রজয় মুসলমানদের দেড় হাজার বছরের লালিত বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে প্রমাণ করে দিলো। সবাই জানেন এই মহাসত্য আবিষ্কারের পর অন্যতম নভোচারী নিল আর্মস্ট্রং এর সত্যানুসন্ধিৎসু মন উতলা হলো; তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তার আত্মাকে প্রশান্তি দিলেন।

**তিন.** পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালের ছয়টি ভাগে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন। বাইবেল ও একই কথা বলা হয়েছে তবে সেখানে যে বাড়তি কথা বলা হয়েছে তা হলো, সপ্তম দিবসে আল্লাহ বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। এই উদ্ভট কথাটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়নি। ইসলামের খোদার আহার, নিদ্রা বিশ্রামের দরকার হয়না; তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। আয়াতুল কুরসীতে এমন এক চিরন্তন, শাশ্বত ও সদা ক্রিয়াশীল স্রষ্টার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। যাহোক, কালের ছয়টি ভাগে বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারটি এখন বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছেন। কোনো কোনো বিজ্ঞানী পাঁচটি অধ্যায়ের কথা বলছেন আবার অন্য বিজ্ঞানীরা ছয়টি অধ্যায়ের সৃষ্টির ইসলামি ভাষ্যকেই যথার্থ বলে দাবি করছেন। বিজ্ঞানের এই সর্বশেষ স্বীকৃতির ফলে আল কুরআনের ঐশী গ্রন্থ হওয়ার স্বপক্ষে আরো একটি জাগতিক প্রমাণ সংযোজিত হলো।

**চার.** মানুষের প্রজনন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আল কুরআনে দেড় হাজার বছর পূর্বে যে স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার তার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করেছে। পবিত্র কুরআনের সূরা আল মুমিনুন এর ১২-১৪ আয়াতে এ বিষয়ে পরিষ্কার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অত:পর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অত:পর জমাট মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্তি সৃষ্টি করেছি। অত:পর অস্তিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষ তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি।" *(সূরা আল মুমিনুন : আয়াত ১২-১৪)*

আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় স্তর বীর্য, তৃতীয় স্তর জমাট রক্ত, চতুর্থ স্তর মাংসপিণ্ড, পঞ্চম স্তর অস্তি-পিঞ্জর, ষষ্ঠ স্তর অস্তিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম স্তর সৃষ্টির পুর্নত্ব অর্থাৎ রূহ সঞ্চারকরণ। প্রথম পর্যায়ে কুরআনে বর্ণিত মানব সৃষ্টির এই স্তরসমূহ বুঝা সাধারণ মানুষের জন্য খুব কঠিন হতো। কিন্তু বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে প্রজনন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, প্রতিটি মানব শিশুর জন্মের জন্য সত্যি সত্যিই কুরআনে বর্ণিত স্তরগুলি অতিক্রম করতে হয়। একজন উম্মী নবীর উপর দেড় হাজার বছর পূর্বে অবতীর্ণ প্রজনন বিষয়ক এই

www.pathagar.com

সূক্ষ্ম তত্ত্বকে অস্বীকার করার সাধ্য আধুনিক বিজ্ঞানের নেই, কখনো ছিলোনা এবং ভবিষ্যতেও হবেনা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী সা. এর পেশকৃত প্রজনন তত্ত্বের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানীদের গবেষণার এই অদ্ভুত মিল নিঃসন্দেহে অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের ভাবমূর্তিকে আরো উজ্জ্বল করে এবং অত:পর মানব মনের স্বত:স্ফূর্ত অভিব্যক্তিই হবে আল্লাহর বিধানের কাছে নি:শর্তে আত্মসমর্পণ।

আলটাসনোগ্রাফীর মাধ্যমে হাল আমলে যখন গর্ভাবস্থায়ই ভ্রুণের লিঙ্গ জানার সুযোগ সৃষ্টি হলো তখন এমনকি অনেক মুসলমানও এই ভেবে চিন্তিত হলেন যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের ঘোষণা "এবং তিনি জানেন সে সম্পর্কে যা গর্ভে থাকে" এর ব্যাখ্যা তাহলে কি? এই সংশয় তাদেরকে স্পর্শ করবে না যারা সর্বশেষ গবেষণালব্ধ তথ্য সম্পর্কে জানে। আর তা হলো, ভ্রুণের বয়স ৪২তম দিন অতিক্রম হওয়ার আগ পর্যন্ত ভ্রুণের লিঙ্গ (gender status) সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভব হয়না। এই তথ্য রসূল এর সেই হাদিসের সত্যতা প্রমাণ করে যে হাদিসে তিনি বলেছেন যে, ভ্রুণের বয়স ৪২ দিন পূর্ণ হলে আসমান থেকে একজন ফিরিশতা নেমে আসেন এবং গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ঘোষণা প্রদান করেন।

**পাঁচ.** মানুষ সৃষ্টির আদি উৎস নিয়ে ইসলামের উপস্থাপিত সত্যের সাথে বিজ্ঞানের অনাকাঙ্ক্ষিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রয়াস চলছে বহু শতাব্দী ধরে। মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে এ যাবৎ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যেমন বক্তব্য রেখেছে তেমনি বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও তাদের গবেষণালব্ধ মতামত উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু মানবজাতির জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর কেউ-ই মানব সৃষ্টি সম্পর্কে কোনো মর্যাদাবান উৎসের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে নবী রসূলদের মাধ্যমে মানব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন। নবী রসূলদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, মানুষের সৃষ্টি কোনো বিবর্তনের ফসল নয়। মানুষ না কোনো বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছে না কোনো ইতর প্রাণী থেকে। আসলে মানুষের সৃষ্টি মহান রব্বুল আলামীনের মহাপরিকল্পনার অংশবিশেষ। আল্লাহ পাক মাটি দিয়ে মানুষের আদি পিতা আদম আ.-কে তৈরি করেন এবং তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন। মানুষকে তিনি পৃথিবীতে আপন খলিফা (প্রতিনিধি) হিসাবে ঘোষণা করেন এবং প্রথম মানুষ হযরত আদম আ.-কে তিনি নবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। জন্মের উৎস সম্পর্কে এই মর্যাদাপূর্ণ সংবাদ পাবার পর ও একদল উদ্ভ্রান্ত মানুষ শান্ত থাকতে পারেনি। উৎসের সন্ধানে মানুষের দিকভ্রান্ত প্রয়াসের সবচেয়ে সাড়া জাগানো আবিষ্কার ছিলো ডারউইনের বিবর্তনবাদ। এই সংশয়পূর্ণ মতবাদের মাধ্যমে ডারউইন খুব কষ্ট করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, মানুষের আদিপুরুষ ছিলো



www.pathagar.com

বানর। বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বানর থেকে মানুষের বর্তমান অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। শুধুমাত্র আল্লাহকে অস্বীকার করার মানসে একদল কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ আপন অস্তিত্বের এই লজ্জাজনক ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যা নির্বিচারে গলধকরণ করলো এবং এই ভেবে মিছে সান্ত্বনা পেতে চাচ্ছিলো যে এইবার বুঝি সৃষ্টিতত্ত্বের ইসলামি ধারণা নাকচ করে দেয়া সম্ভব হবে। কিন্তু ডারউইনের এই ব্যাখ্যা অচিরেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো। বানর থেকে ঠিক কয়টা ধাপ কিভাবে অতিক্রম করে মানুষ বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে 'জ্বিন তত্ত্বের এই ব্যাখ্যা দিতে ডারউইনবাদীগণ অপারগ হলেন। এই ব্যাখ্যাও তারা দিতে পারেননি যে ঐতিহাসিক কালের পরিসীমায় মানুষের কোনো বিবর্তনের কোনো প্রমাণ কেন্ পাওয়া যায়না এবং বর্তমান মানুষ বিবর্তিত হয়ে কোন্ রূপ পরিগ্রহ করবে। ডারউইনের এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত ও পরিত্যক্ত হলো যখন আধুনিক বিজ্ঞানীরা 'ডাইনোসর' আবিষ্কার করলেন। ডাইনোসরের দেহ কাঠামোর সাথে আধুনিক বিজ্ঞানীগণ মানব দেহের অনেক বেশি মিল খুঁজে পেলেন। আর সর্বশেষ মঙ্গল গ্রহে অভিযান চালাতে গিয়ে মাত্র কিছুদিন আগে বিজ্ঞানীগণ এমন কিছু আলামত লাভ করেছেন যার ভিত্তিতে এ কথা এখন নি:সন্দেহে মনে করা হচ্ছে যে, এই পৃথিবীতে আদৌ মানুষের জন্ম হয়নি। মানুষ অন্য কোনো জগৎ থেকে এই পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের এই সর্বশেষ উপলব্ধির সাথে আল কুরআনের সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতের কি অদ্ভুত মিল। "অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিলো। পরে তারা যে সুখ সাচ্ছন্দে ছিলো সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দিলো এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু হয়ে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও জীবিকা সংগ্রহ করতে হবে।" *(সূরা আল বাকারা : আয়াত ৩৭)*

"আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও। অত:পর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তাগ্রস্তও হবেনা। *(সূরা আল বাকারা : আয়াত ৩৯)*

**ছয়.** মদ সহ যাবতীয় নেশাদ্রব্য সম্পর্কে ইসলাম আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে বিশ্বমানবকে সতর্কই শুধু করেনি বরং এসবের ব্যবহার শর্তহীনভাবে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আরবে তখন ২০০ প্রকারের মদ তৈরি হতো। সুদীর্ঘকাল মদ্যপানে অভ্যস্ত একটি জাতির কাছে পবিত্র কুরআন অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও অনুপম ভঙ্গিতে এই নিষেধাজ্ঞার প্রথম প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে।

"হে রসূল সা. তোমার কাছে তারা মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতা ও

www.pathagar.com

রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।" *(সূরা আল বাকারা : আয়াত ২১৯)*

মদসহ নেশাজাতীয় সকল দ্রব্যের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক ক্ষতির ও অধিক সামাজিক ক্ষতির সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দিয়ে সূরা মায়েদায় বলা হয় :

"শয়তান শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়।"

একশ্রেণীর নামধারী মুসলমানের নির্লজ্জ হীনমন্যতা মদ নিষিদ্ধকরণের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে অবাক ও বিস্ময় হতে হয়। অথচ অনেক অমুসলিম মনীষী শুধু মদ নিষিদ্ধকরণের জন্যই ইসলামের প্রশংসা করে ধন্য হতে চেয়েছেন। যেমন করেছেন বিখ্যাত বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্টাম। তিনি লিখেছেন।

"ইসলামি শরিয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে তখন থেকেই তাদের বংশে 'উন্মাদনা' সংক্রমিত হতে শুরু করেছে। আর ইউরোপের যেসব লোক এই পদার্থটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে, তাদের জ্ঞান বুদ্ধির ও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রিকার লোকদের জন্য যেমন এর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন তেমনি ইউরোপের লোকদের জন্য এ কারণে কঠিন শাস্তি বিধান করা দরকার। *(মা'রেফুল কুরআন পৃ. ১১৬)*

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই উপলব্ধি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য কেনো এতোদিন মদকে এতোটা পৃষ্ঠপোষকতা দিলো আবার কেনোইবা এখন মদ, চোড়স, হেরোইন সহ সকল নেশার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য এতো সোচ্চার? উত্তরটা খুব স্পষ্ট কিন্তু দীর্ঘ। সংক্ষেপে এখানে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে, পাশ্চাত্যে ধুরন্ধরেরা নিজের নাক কেটে মুসলমানদের যাত্রা ভঙ্গ করতে চেয়েছিলো। এক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের ঈর্ষণীয় না হলেও অনুল্লেখযোগ্য নয়। পাশ্চাত্যের এই বিধ্বংসী পরিকল্পনার কথা তাদেরই এক পণ্ডিতের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি। মুফতি শফি রহ. তাঁর তাফসির গ্রন্থ মা'রেফুল কুরআনে ফ্রান্সের বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরীকে উদ্ধৃত করেছেন এভাবে :

"প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য নির্মিত দু'ধারী তলোয়ার ছিলো এই শরাব। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত এ পথে আমাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিতো, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক

www.pathagar.com

গোষ্ঠি তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্ত হয়ে পড়তো। আজ যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতোই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।"

একথা আজ সবার জানা যে ইতিহাসের সকল অধ্যায়ে সম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ অবশিষ্ট বিশ্বকে পদানত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সেনা কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি সহ সমাজ পরিবর্তনের শক্তিসমূহের একটি স্বার্থান্বেষী অংশকে নানা প্রলোভন দিয়ে বশীভূত করে থাকে। এই বশীকরণের মূলমন্ত্র হিসাবে 'তিন ডাব্লিউ' (wine, women and wrath) এর জুড়ি নেই। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে ক্রুসেড যোদ্ধা মুসলিম শক্তিকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে ইসলামের শত্রুদের ব্যবহৃত মদ-নারী-বিত্তের চিরাচরিত কৌশল তাদের প্রত্যাশিত সাফল্যের সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক পূরণ করতে পেরেছে অবশ্যই। এ প্রসঙ্গে অধপতিত মুসলিম রাজা বাদশাহদের 'হেরেম' ও 'বাইজী' কালচারের পাশাপাশি সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। এর একটি এক ইহুদী সুন্দরীর প্রেমাসক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র কর্তৃক বাদশাহ ফয়সালের নির্মম শাহাদাতবরণ এবং অপরটি এক খ্রীস্টান নারীর সাথে ইয়াসির আরাফাতের বিবাহ বন্ধন। যাহোক, পাশ্চাত্যের উসকে দেয়া মদ-নারীর কালচার মুসলিম বিশ্বকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু নিজের নিক্ষিপ্ত তীর বুমেরাং হয়ে ধ্বংস করেছে গোটা পাশ্চাত্য সমাজকে। গোটা পাশ্চাত্য জুড়ে মদ-মাতাল মাফিয়া চক্র আজ তাদের সভ্যতাকে গিলে খেতে বসেছে। কি জ্বালায় পড়ে মাফিয়া চক্রকে সহযোগিতা দানের অভিযোগে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে কমান্ডো আক্রমনের মাধ্যমে গ্রেফতার করতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনী পাঠায় তা আজ সবাই বুঝতে পারে। কোন্ প্রয়োজনে বিশ্বব্যাপী মদ-গাঁজা-হেরোইন-চোড়সের চোরাচালান রোধে আমেরিকা আজ কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে তাও ভেবে দেখার মতো বিষয়।

তিরমিযি শরিফে হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সা. মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন : এরা হলো, ১. যে ব্যক্তি নির্যাস বের করে, ২. প্রস্তুতকারক, ৩. পানকারী, ৪. যে পান করায়, ৫. আমদানীকারক, ৬. যার জন্য আমদানি করা হয়, ৭. বিক্রেতা, ৮. ক্রেতা, সরবরাহকারি এবং ১০-এর লভ্যাংশ ভোগকারি।

এখন মাদকাসক্তি সহ মানবতাবিধ্বংসী নানা নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য উৎপাদন ও বিতরণ রোধে পাশ্চাত্য সহ সকল বিশ্বসংস্থার ঘর্মাক্ত প্রচেষ্টা দেখে কি মনে হয়না যে অনেক দেরিতে হলেও বিশ্বসভ্যতা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা.-এর নিষেধবাণীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে? আসলে আল্লাহ ও তার রসূল সা.-এর কাছে ফিরে

www.pathagar.com

আসা ছাড়া মানবমুক্তির আর কোনো পথ নেই। একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বিশ্বমানবের এই সচেতন উপলব্ধি ইসলামি আদর্শের বিজয়েরই ইঙ্গিত দেয়।

**সাত.** নভেম্বর ১৯৯৭-এ বি.বি.সি প্রচারিত এক সংবাদভাষ্যে বলা হয় যে, সম্প্রতি ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় মানসিক ব্যাধি ও আনুসাঙ্গিক বিষয়ে এক গবেষণা পরিচালনা করে। ১৭০০ লোকের উপর পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা যায় যে যারা ধার্মিক তাদের মানসিক রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বেশি। কেন ধার্মিক ব্যক্তিগণ মানসিক রোগে তুলনামূলকভাবে কম আক্রান্ত হন কিংবা কেনইবা তাদের মানসিক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা এতো বেশি গবেষকগণ এ প্রশ্নের দুটি উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। প্রথমত: ধার্মিক ব্যক্তিগণ সব কিছুকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে অভ্যস্ত। এর ফলে জীবনের অনেক জটিলতা ও অনাসৃষ্টি থেকে তারা মুক্ত থাকতে পারেন। দ্বিতীয়ত: ধার্মিক ব্যক্তিগণ এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি লাভ করে থাকেন। পবিত্র কুরআনের কালজয়ী উক্তির সাথে আধুনিক বিজ্ঞানীদের এই সর্বসাম্প্রতিক গবেষণার কি অদ্ভুত মিল। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে :

'আলা বিজিক্‌রিল্লাহি তাতমাইনুল কুলুব' অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ আত্মার প্রশান্তি এনে দেয়।

## প্রযুক্তি ও সমরশক্তির যুজু ও ইসলামের সম্ভাবনা

বিশ্বমোড়ল আমেরিকার সামরিক শক্তির বিশালতাকে অনেকে ভয় করেন এবং অনিবার্য ইসলামি বিপ্লবের পথে একে বড় ধরনের বাধা মনে করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যুদ্ধ করে দেশ জয়ের যুগ শেষ হয়েছে। এই শতাব্দীতেই এই উপলব্ধির স্বপক্ষে প্রচুর প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাশক্তি আমেরিকা বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে যেভাবে নাস্তনাবুদ হয়েছিলো তা মানুষের স্মৃতিতে আজও জ্বল জ্বল করছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকা তার বিপুল অস্ত্র ও সম্পদ খোয়ানোর চেয়েও বড় যে দু:সংবাদ আমেরিকাবাসীকে শুনাতে বাধ্য হয়েছিলো তা হলো কমপক্ষে ৫৭ হাজার সুশিক্ষিত মার্কিন সৈন্যের নিহত হবার খবর। পৃথিবীর সদ্যমৃত এবং এক কালের ২নং পরাশক্তি সোভিয়েট ইউনিয়ন মাত্র দুই দশক আগে আগ্রাসন চালিয়েছিলো মুসলিম দেশ আফগানিস্তানে। কিন্তু ফল ভালো হয়নি। হাজার হাজার সোভিয়েত সৈন্যের লাশ আর অপমানের বোঝা কাধে নিয়ে অবশেষে পালিয়ে বেঁচেছে রাশিয়া। ছোট একটি ভূখণ্ড চেচনিয়া। মাত্র কয়েক লাখ জিহাদী মুসলমানের স্বাধীনতার দাবিকে স্তব্ধ করে দিতে বিশাল বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো শ্বেত ভল্লুকদের দাম্ভিক নেতা বরিস ইয়েলেৎসিন। কিন্তু বুক বুক রক্ত দিয়ে নিজেদের ঈমান ও স্বাধীনতাকে রক্ষা

www.pathagar.com

করেছে চেচনিয়ার সাহসী মুসলমানেরা। আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে পবিত্র কুরআনের সেই শাশ্বত বাণী।

"কাম মিন ফিয়াতিন কালিলাতিন গালাবাত ফিয়াতান কাছিরাতাম বিইজনিল্লাহ"

১১০ কোটি মানুষের মহাভারত। সেই ভারতের বিশাল সেনাবাহিনী গিয়েছিলো শ্রীলঙ্কায় একদা তাদেরই উসকে দেয়া তামিল বিদ্রোহ দমন করতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। পনের হাজার সৈন্যের লাশ ঘাড়ে করে পালিয়ে ফিরেছে রাজীব গান্ধীর ভারত বহর। ফিলিস্তিনিদের ইনতিফাদা ভড়কে দিয়েছে ইসরাইল ও তার মুরুব্বীদের। সুড় সুড় করে নেমে এসেছে শান্তির মুখোস পরে আলোচনার টেবিলে। বিজয়ের জন্য আধুনিক পৃথিবীতে কোনো ফ্যাক্টর যদি আদৌ বিবেচনায় আনতেই হয় তবে তা সামরিক শক্তি নয় অবশ্যই অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান। এর প্রমাণ জাপান। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে বিশ্বমোড়ল আমেরিকা মানব ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ করেছিলো জাপানের উপর আণবিক বোমার আঘাত হেনে। হিরোশিমা নাগাশাকীর ঘুমন্ত মানুষের উপর বিশ্বডাকাত আমেরিকা তস্করের মতো নিক্ষেপ করেছিলো আণবিক বোমা। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিলো আর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো জনপদের পর জনপদ। পৃথিবীর আদালত আমেরিকাকে শাস্তি দিতে পারেনি। কিন্তু প্রকৃতি বড় নির্মম। আজ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পঞ্চাশ বছর আগে কৃত পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধের জন্য জাপানীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বেড়াচ্ছেন। কারণ, পারমাণবিক বোমায় বিধ্বস্ত জাপান বিগত ৫০ বছরে অস্ত্রভাণ্ডার গড়ার পরিবর্তে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে। তাই উদ্ধত মার্কিন সাম্রাজ্য একদিন যাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো আজ তার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে বড় আগ্রহী। অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ ও প্রযুক্তিগত পশ্চাদপদতার কারণে পৃথিবীর দ্বিতীয় পরাশক্তি তার বিশাল অস্ত্রভাণ্ডারসহ একেবারে তলিয়েই গেলো। খাদ্যের পরিবর্তে অস্ত্র তৈরির এই জঘন্য প্রয়াস এই বিশাল শক্তির অস্তিত্বটুকুও রক্ষা করতে পারলোনা।

নি:সন্দেহে আধুনিক পৃথিবীতে অস্ত্রের চেয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রথমটি মুসলমানদের রয়েছে। আর দ্বিতীয়টি রসূল সা. এর ভাষায় মুসলমানদের হারানো সম্পদ।

সারা পৃথিবীকে একদিন যারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছিলো তারা আবার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার মশাল জ্বালাবে এতে অবাক হবার কি আছে? 'আইজেন হাওয়ার' এর ভাষায়:

"Civilization owes to the Islamic world for some of its most important tools and achievements. From the fundamental

www.pathagar.com

discoveries in the medicine to the highest planes of astronomy. The muslim genius has added much to the culture of all people. The genius has been well- spring of science, commerce and arts and provided for all of us many lessons in course and hospitality." *(Eishenhower, Dwight D. speech delivered on June 28, 1957)*

মূলতঃ স্পেনকে কেন্দ্র করে মুসলমানেরা বিজ্ঞানের নানা শাখায় পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ভিত্তিক যে ব্যাপক গবেষণা সম্ভার গড়ে তুলেছিলেন তার অনুসরণ করেই ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চার যাত্রা শুরু হয়। মিঃ ব্রিফেল্ড "The making of Humanity" বইতে লিখেছেন,

"আজকের দুনিয়ায় আরব সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান হলো বিজ্ঞান।... কেবল বিজ্ঞানই ইউরোপকে পুর্নজীবিত করেনি। ইসলামি সভ্যতার অনেক কিছুই ইউরোপকে আলো দান করেছিলো। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ইউরোপ পেয়েছিলো মুসলিমদের কাছ থেকে।"

ব্রিফেল্ড আরো লিখেছেন, "আমাদের বিজ্ঞান শুধুমাত্র বিস্ময়কর আবিষ্কার বা মৌলিক থিউরীর জন্যই আরবদের কাছে ঋণী নয়। বরং সে তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছুর জন্য ঋণী। আর সেটা হলো তার জীবন সত্তা।"

প্রাচীন সমাজে বিজ্ঞান ছিলো না। জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্র গ্রীকদের জন্য বিদেশি শাস্ত্র ছিলো। গ্রীকরা এগুলোকে সমন্বিত করেছে এবং থিউরীর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সচেতন অনুসন্ধান, তথ্যাবলী সংগ্রহ, বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী মনোভাব, সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষন-নিরীক্ষন পদ্ধতি এসব কিছু গ্রীক চিন্তার বাইরে ছিলো। 'বিজ্ঞান বলে যা আজ বুঝানো হয় তা ইউরোপের নতুন অনুসন্ধানী মন, গবেষণা-পর্যবেক্ষণ ও গণিত শাস্ত্রের ক্রমোন্নতির ফল হিসেবে এসেছে। আর এই মানসিকতা গবেষণা পদ্ধতি ইউরোপে আমদানি হয়েছে আরবদের কাছ থেকে।"

তিনি লিখেন, "স্পেনের আরব বিজ্ঞানীদের উত্তরাধিকারীদের কাছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রোজার বেকন আরবি ভাষা ও আরবদের বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। না রোজার বেকন-কে, না পরবর্তীকালের ফ্যান্সিস বেকনকে পরীক্ষন-নিরীক্ষন পদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব দেয়া যায়। মুসলিম বিজ্ঞান ও গবেষণা পদ্ধতি ইউরোপে যারা আমদানি করেছিলেন রোজার বেকন তাঁদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বার বার বলতেন যে, আরবি ভাষা এবং আরবদের বিজ্ঞান চর্চা করেই নির্ভুল জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব। পরীক্ষন-নিরীক্ষন পদ্ধতির উদ্ভাবন সম্পর্কিত ইউরোপীয় দাবি। সেই সভ্যতার ভিত্তিসমূহের অপব্যাখ্যার একটা প্রকৃষ্ট

www.pathagar.com

উদাহরণ। বেকনের সমসাময়িককালে আরবদের পরীক্ষন-নিরীক্ষন পদ্ধতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং গোটা ইউরোপ তা শেখার জন্য উদগ্রীব ছিলো। রোজার বেকন কোত্থেকে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে পরিচিত হন? এই জ্ঞান তিনি পেয়েছিলেন ইসলামি স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে। তাঁর গ্রন্থ Cepus Majusy-এর পঞ্চম ভাগ প্রকৃত পক্ষে ইবনে হায়সামের 'আল মানাজির' গ্রন্থের নকল।"

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্রিইবার তাঁর 'দ্যা ষ্ট্রাগল বিটুইন রিলিজিয়ন এন্ড সাইন্স' গ্রন্থে লিখেছেন, "মুসলিম বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে থিউর‍্যাটিক্যাল পদ্ধতি প্রগতির দিকে পরিচালনা করে না এবং সত্যের অনুসন্ধান ঘটানাবলীর পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। তাই তাঁদের গবেষণা ছিলো পরীক্ষন-নিরীক্ষন পদ্ধতি ভিত্তিক।"

বি.বি.সি টিভি সিরিয়ালের প্রধান ইতিহাস বিষয়ক গবেষক জিওফ্রে তার এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেন,

"From its cradle in Arabia Islam grew into one of the world's great civilizations, bridging for centuries it was an important life line between the Classical World and the European Renaissance. Christian Scholars went to Muslim Spain to copy scientific treatises and transcribe the works of Aristotle and his Moslem interpreters. The Renaissance of Western thought and the rise of the European Universities in the twelfth and the thirteenth centuries owe much to the intellectual legacy of the mighty empire founded fourteen centuries ago by the last of god's prophets, Muhammad.

(Barraclough Geoffrey, Principle historian, B.B.C. TV. Serial (NO. 8) on history (600 A. D. to 1200 AD) entitled Islam)

রজার বেকনের একটি মন্তব্যের অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

"Spain set to all Europe the example of a civilized and shining. Empire.... Whatever O makes a kingdom great and prosperous, Whatever tends to retinement and civilization was found in Muslim Spain." (Bacon, roger, in De, Spiritibus Corporibus, as quoted in Hazrat Muhammad. Tar Shikkhy Abodan by Syed Badrudduja vol. 11. Calcutta. 1969. P. 202)

www.pathagar.com

## অশান্ত বিশ্ব : ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা ও ইসলাম

হানাহানি বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের বিষবাষ্প পৃথিবীর বাতাবরণ মানবের বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে, মানব প্রতিভার এই চরম উৎকর্ষের যুগেও ভাষা-বর্ণ-অঞ্চল ও গোষ্ঠি দ্বন্দ্বের বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্তি পায়নি সাধারণ মানবগোষ্ঠি। বিগত ও বর্তমান শতাব্দীর প্রায় সবটুকু সময় জুড়ে সভ্যতার 'টর্চ বিয়ারার' বলে কথিত ইউরোপ ও আমেরিকা বর্ণবিদ্বেষ, হানাহানি এবং সবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণদাঙ্গা সভ্যতার ইতিহাসে কলংকজনক অধ্যায় হিসাবে ঠাঁই পেয়েছে শুধুমাত্র গায়ের রং কালো হওয়ার অপরাধে (?) অসংখ্য মানুষের সাথে পশুর চেয়েও নির্মম, নিষ্ঠুর ও পাশবিক ব্যবহার করেছে এমন কিছু মানুষরূপী জানোয়ার যাদের গায়ের রং উজ্জ্বল হওয়া ছাড়া আর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো না। গত প্রায় দুই যুগ ধরে গৌতম বুদ্ধের অহিংস নীতির অনুসারী শ্রীলংকায় তামিল ভাষাভাষীদের সাথে সিংহলীদের যে চরম রক্তক্ষয়ী ও লোমহর্ষক সংঘাত অব্যাহত আছে তা কি কেবলই বেদনার নয়? আসামসহ প্রায় সমগ্র ভারত জুড়ে এমনকি বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলেও আদিবাসীদের সাথে সমতলবাসীদের যে সংঘাত, স্থানীয়দের সাথে বসতি স্থাপনকারীদের যে দ্বন্দ্ব তা মানবতার জন্য ধ্বংস ও অপমান ছাড়া আর কি বয়ে আনবে? বৃটিশদের সাথে আইরিশদের দ্বন্দ্ব, ইথিওপিয়া, থাইল্যান্ড, কম্পুচিয়া, চেচনিয়া, জর্জিয়া, মিন্দানাও, কাশ্মীর, ইরিত্রিয়া ও আফগানিস্তান সহ পৃথিবীর দেশে দেশে আজ যে আত্মঘাতী সংঘাত তা নিরসনে আধুনিক সভ্যতার স্বঘোষিত মোড়লেরা কতোটুকু সফল হয়েছেন? ফিলিস্তিনের মুসলমানদের নিজের দেশে পরবাসী তৈরি করে বিষাক্ত ইসরাইলী নখর দিয়ে মুসলমানদের মাংস ছিঁড়ে খেতে যাদের এতো ভালো লাগে পৃথিবীর নেতৃত্ব দানের নৈতিক অধিকার তাদের কোথায়? যে পরাশক্তি হীন রাজনৈতিক স্বার্থে শাতিল আরবের ন্যায় একটি মৃত ইস্যুকে পুনরুজ্জীবিত করে ইরানের বিরুদ্ধে ইরাককে লেলিয়ে দিলো এবং যার ফলে এক যুগের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী-পুরুষ-শিশুর জীবন কেড়ে নিলো, জনপদের পর জনপদ ধ্বংস হলো। নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তনের অধিকার তাদের আদৌ থাকে কি? ইরাকের অভ্যন্তরে আপন চর ঢুকিয়ে পরাশক্তি ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের নাটক মঞ্চস্থ করলো আবার কুয়েত রক্ষার নামে ইসরাইলকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র ইরাকের সকল সামরিক স্থাপনা ধ্বংসের নীল নক্শা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করলো। মশা মারতে কামান দাগার মতোই ইরাকের মাটি ও মানুষকে ধ্বংস করার জন্য প্রধান বিশ্বমোড়ল আমেরিকা ও সহগামী ১৩টি দেশের যৌথ কমান্ডের অধীনে তাদের সকল বিধ্বংসী ক্ষমতার অপব্যবহার ইরাককে যেভাবে পোড়া মাটিতে পরিণত করেছে এবং এই ধ্বংসের কাজে সৌদি আরবসহ আরব

www.pathagar.com

দেশগুলিকে সুকৌশলে সম্পৃক্ত করে স্থায়ী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের যে প্লট তৈরি করে রেখেছে তারপরও কি এই মোড়লদের নেতৃত্ব মুসলিম বিশ্ব মেনে নেবে?

বর্তমান শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আগাগোড়া পশ্চিমের তত্ত্বাবধানে বিশেষ করে, আমেরিকার প্রত্যক্ষ শাসনে পরিচালিত জাতিসংঘ পৃথিবীর মানুষকে হতাশ করা ছাড়া কিছুই উপহার দিতে পারেনি। মুখে ক্ষুধা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বললেও গত অর্ধশতাব্দী ধরে জাতিসংঘ স্বার্থরক্ষা করেছে পুঁজিবাদী বিশ্বের। মুখে স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের কথা বললেও স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষার প্রকৃত যুদ্ধে জাতিসংঘকে কখনো মনে হয়েছে শোষক ও নিপীড়কের স্বপক্ষের শক্তি। আবার কখনো মনে হয়েছে অসহায় নিরব দর্শক। পৃথিবীর সর্বপেক্ষা বড় শোষক ও জালিম আমেরিকার হাতের পুতুল হিসেবে জাতিসংঘ ব্যবহৃত হয়েছে বছরের পর বছর। জাতিসংঘ কখনো ফিলিস্তিনি মুসলমানদের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা করতে পারেনি। ফিলিস্তিনের শাতিলা সাবরায় ইহুদী নরখাদকরা যখন শতশত মুসলিম নারী শিশুকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করেছে জাতিসংঘ তখন আমেরিকার নির্দেশে নিরব ভূমিকা পালন করেছে। এই শতাব্দীতে মানবেতিহাসে জঘন্যতম গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে বোসনিয়াতে। কিন্তু জাতিসংঘ এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রবক্তারা সেখানে অসংখ্য গণকবর থেকে অগণিত মজলুম নিহত মুসলমানের কংকাল খুঁড়ে বের করা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। কুয়েত উদ্ধারের নামে ইসরাইলের 'জম' বলে কথিত ইরাককে ধ্বংস করার নারকীয় তাণ্ডবে জাতিসংঘের নেতৃত্বে মিত্রশক্তির তুলকালাম কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হতো কতো শক্তিধর জাতিসংঘ! কিন্তু বোসনিয়ার মুসলিম গণহত্যা রোধে জাতিসংঘের আহ্বানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনকারী কারাদজিদ ও মেলোসভিসদের টিকিট ছুঁতে ব্যর্থ জাতিসংঘকে দেখে মনে হয়েছে কি দারুণ অসহায় জাতিসংঘ। ইরাকের কুয়েত দখল নাটকের অবসান হয়েছে আজ থেকে সাত বছর আগে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো ইরাকের যাবতীয় অস্ত্র নিধনের জাতিসংঘের মিশন আজো শেষ হয়নি। শেষ হয়নি ইরাকের প্রতি আমেরিকা নির্দেশিত ও জাতিসংঘ প্রযোজিত তথাকথিত অবরোধের নিষ্ঠুর নাটক। এই অনৈতিক ও নির্দয় অবরোধের ফলে অপুষ্টিতে ভুগছে লক্ষ লক্ষ ইরাকি শিশু। ক্ষুধা, অপুষ্টি আর রোগব্যাধিতে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে অসংখ্য ইরাকি শিশু। হাজার হাজার সন্তানহারা মায়ের আহাজারি আর মাতমে ভারি হয়ে উঠছে আকাশ-বাতাস-প্রকৃতি। পশ্চিমের নিয়ন্ত্রনাধীন প্রচারমাধ্যমে এই ভয়াবহ শিশু হত্যার যে সামান্য চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে তাতেই অশ্রু ঝরাচ্ছে গোটা বিশ্বের হৃদয়বান মানুষেরা। শুধু গলছেনা মার্কিন প্রশাসন ও তাদের পাষাণ হৃদয়।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে বিমান দুস্যতা এবং নিজের ভূখণ্ডে ভিন দেশের যাত্রী বিমান ভূপাতিত করে শত শত মানুষের প্রাণহানির ঘটনা সাম্প্রতিককালেও ঘটেছে। কিন্তু শাস্তি বিধানের কড়াকড়ি তেমন দেখা যায়নি। কিন্তু সেই কবে লিবিয়ার বিরুদ্ধে বিমান দস্যুতার কল্পিত অভিযোগ এনে আমেরিকা লিবিয়ার জন্য সারা দুনিয়ার আকাশপথ নিষিদ্ধ করলো সেই নিষেধাজ্ঞা আর উঠলো না। এইসব হৃদয়হীন আচরণ ও নিষ্ঠুরতাকে কটাক্ষ করে মালয়েশিয়ার প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চন্দ্রা মুজাফফর যথার্থই প্রশ্ন রেখেছেন:

"Will the High Commissioner be allowed to investigate gross human rights violations in Iraq caused by the US-engineered sanctions? Will he be allowed to verify the findings of a number of citizen groups from Britain. France, Germany and the US itself which show the sanctions have killed at least 200,000 people since they were imposed in August 1990?

Will the High Commissioner have the freedom to state in his annual report that the sanctions are designed not so much to seek Ireqi complain with UN resolutions as to reinforce an inequreitious power structure in west Asia. Which favors the US and Israel? Similarly will the High Commissioner be allowed to investigate the impact of Western Sanctions upon the human rights of all people of Libya? Which favors the US and Isreal?"

চন্দ্রা মুজাফফরের এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার সাহস জাতিসংঘের হবেনা। সে কারণেই আজ মুসলমানেরা পৃথক জাতিসংঘ গঠনের মতো প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসছে। আসলে মানুষকে যারা বিভক্ত করে দেখে, মানবিকতার প্রশ্নে যারা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে চলে বিশ্বমানবের নেতৃত্বের আসনে তাদের মানায় না। সে কারণেই নেতৃত্বের পরিবর্তন অনিবার্য, অত্যাসন্ন। সে পরিবর্তন ঘটাবে মুসলমানেরা। কারণ, ইসলাম মৌলিক অধিকারের বেলায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করেনা। ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা রয়েছে যেখানে মুসলমানের স্বার্থহানি করে অমুসলিমকে সুবিধা দিয়ে হলেও ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখা হয়েছে। খলিফা আলীর বর্ম চুরির মামলার রায় এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রতিপক্ষে ছিলেন একজন সাধারণ ইহুদী। উপযুক্ত সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারায় খলিফা আলী রা. মামলায় হেরে গেলেন, জিতে গেলেন ইহুদী লোকটি। কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় ঘোষিত হলো ইসলামের।

www.pathagar.com

ইসলামই পারে বিশ্বভ্রাতৃত্বের পুষ্পিত বন্ধনে সারা পৃথিবীকে বেঁধে রাখতে। বিদ্বেষ, হানাহানির পরিবর্তে সৌহার্দের সুনির্মল বাতাস বইয়ে দিতে। সাদা-কালো, আরবি-আজমীর কোনো পার্থক্য ইসলাম স্বীকার করেনা। রসূল সা. এর ভাষায়, সব মানুষই আদমের সন্তান আর আদম ছিলেন মাটির তৈরি। ইসলামের এই ভ্রাতৃত্ববোধ, বিশ্ব দৃষ্টি ও অহিংস মানবতাবোধ একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবিও হীনমন্যতাকে দূর করতে না পারলেও বহু অমুসলিম মনীষির হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। 'লরা ভিসিয়া' তার An Interpretation of Islam বইয়ে যেমনটি লিখেছেন,

"Islam like a spring of pure and refined water, developed among barbarian people in a desolate and arid land far from the cross roads of civilization and human thought. So abundant was its volume that the spring fast became of creek, then a river, and finally overflowed and broke into thousands of channels, spilling out over the country.

In those places where the miraculous water was sampled, people who had become divided were brought together again and disagreements were settled; and in place of blood feud which was the supreme law and which served to keep together the tribes of the same origin, a new sentiment began to make itself felt; a sentiment of brotherhood among men bound together by common ideals of morality and religion. As soon as this spring began an irresistible river. Its pure and vigorous stream encircled mighty kingdoms representing the old civilizations, and before their peoples could realize the true import of the event, it overtook them, leveling countries, demolishing barriers, waking slumbering minds with its noise and making a united community out of the widest variety of nations. Such a phenomena had never been witenessed in history."

## সাফল্যের সোনালী পথ

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ইসলাম ও মুসলমানরাই আমেরিকা ও তার মিত্রদের এক নম্বর টার্গেট। এবং দু:খজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবীতে বর্তমান শতাব্দীতে মুসলমানরাই সবচেয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত

www.pathagar.com

হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। ইসলামের প্রধান শত্রু ইহুদী সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক বৃটেন, আমেরিকা ও তাদের মিত্ররা এক গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মুসলমানদের শক্তি ও ঐক্যের প্রতীক তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে খানখান করে দেয় এবং এর অব্যবহিত পরই তারা হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করার জন্য। এই আগ্রাসী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পরাশক্তি মুসলিম দেশসমূহের শাসক পদে তাদের দালাল শ্রেণীর লোকদের পুনর্বাসনের সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ করে। নন ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পাশাপাশি খোদ আরব ভূখণ্ডে ইসরাইলের মতো একটি জঘন্য শক্তিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জোর করে প্রতিষ্ঠা দান করে এবং তাদের সমস্ত নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডে নির্লজ্জ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে থাকে। উদ্দেশ্য একটাই আর তা হলো মুসলিম নিধন।

ইসরাইলের প্রতি সমগ্র বিশ্ববাসীর শত ধিক্কার সত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্বের ইহুদী সমর্থিত সরকার বিশেষ করে মার্কিন সরকারের সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক এতোই গভীর ও অন্তরঙ্গ যে ইসরাইলের একটি কুকুর মারা গেলেও মার্কিন প্রশাসনে শোকের ছায়া নেমে আসে। কিন্তু ফিলিস্তিনি মুসলমানদের রক্তের উষ্ণ স্রোত মার্কিনীদের শীতল দেহে কোনো উত্তাপ সৃষ্টি করে না। কাশ্মীর থেকে আরাকান আর বোসনিয়া থেকে মিন্দানাও সর্বত্র আজ মুসলমানের রক্ত ঝরছে। এই রক্তক্ষরণের মধ্যে যারা মুসলমানদের দুর্বলতার গন্ধ আবিস্কার করেন আমি তাদের সাথে সুস্পষ্টভাবে দ্বিমত পোষণ করি। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পরাশক্তি যে ইসলামকে তাদের সাথে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং একের পর এক আঘাত করে চলেছে, এর মধ্যেই মুসলমানদের উত্থানপতনের ইঙ্গিত নিহিত। মুসলমানেরা কখনো একই সমতলে যুদ্ধ করেনা। মুসলমানদের সকল লড়াই উপরতলার সাথে। ক্ষমতাহীনদের সাথে বিফল যুদ্ধ করে শক্তিক্ষয় করা ইসলামের নীতি নয়। মুসলমানের যুদ্ধ ক্ষমতাধরদের সাথে। ইসলামের পরিভাষায় যাদের নাম 'তাগুত'। আল্লাহর নবী মুসা আ. লড়াই করেছেন ফিরাউনের সাথে, ইব্রাহিম আ.-এর লড়াই ছিলো নমরুদের সাথে, তালুত যুদ্ধ করেছেন জালুদের সাথে আর প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সা. মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন আবু জেহেল ও আবু লাহাবের।

বিশ্ব-কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার মগডালে বসে আছে আমেরিকা ও মিত্ররা। সুতরাং তাদের মোকাবিলা করা ছাড়া বিশ্বনেতৃত্বের শীর্ষবিন্দুতে উঠা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমেরিকা তার শত্রু চিনতে ভুল করেনি। এবং মুসলমানেরা ও অনেক দেরিতে হলেও তাদের প্রধান শত্রুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে। একসময় আমেরিকা তার তাবেদার কিছু মুসলিম শাসক ও বুদ্ধিজীবিকে দিয়ে সমগ্র মুসলিম

www.pathagar.com

বিশ্বজুড়ে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ভীতি আতংকের মতো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলো। সোভিয়েত ভীতিও আড়ালে সুগার কোটেড কুইনিনের মতোই আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের কোলে বসে কাপড় ছেড়ার কাজটি সাফল্যের সাথেই সম্পাদন করছিলো। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলন যখন ক্রমে জোরদার হতে থাকলো তখন দিশেহারা পরাশক্তি তার শয়তানির আসল চেহারা প্রকাশ করতে শুরু করলো। বিশেষ করে ইরানের ইসলামি বিপ্লব পশ্চাত্যের মুখোশ উম্মোচন করে দিলো। ইমাম খোমেনী রহ. আমেরিকাকে বড় শয়তান এবং রাশিয়াকে ছোট শয়তান বলে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিলেন। মুসলমানেরা এতোদিন দুই শয়তানের সাথে জিহাদ করেছে। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এখন আমাদের জিহাদ বড় শয়তানের বিরুদ্ধে। এই প্রানান্তকর জিহাদের পথ বেয়েই আগামী শতাব্দী ইসলামের শতাব্দী হবে। কারণ জিহাদ ছাড়া দীন কায়েম হয়না। সাইয়েদ কুতুব যথার্থই বলেছেন।

"মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক আনিত জীবন বিধান এই পৃথিবীতে মানব সমাজে অবতীর্ণ বিধান হওয়ার কারণে সরাসরি কায়েম হয়ে যায় না। ...আল্লাহর বিধান নভোমন্ডলে ও গ্রহ জগতে যেভাবে কার্যকর এখানে সেভাবে কার্যকর হয়না। এখানে তা রূপায়িত হয় একদল মানুষের দ্বারা যারা এটাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে, নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করে এবং সমাজ জীবনে একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে। ...আল্লাহ চান মানব জাতির জন্য প্রদত্ত জীবন বিধান মানুষের চেষ্টা সাধনার বলে মানুষের শক্তি ও সমার্থের পরিসীমায় বাস্তবায়িত হোক।" *(কালজয়ী আদর্শ ইসলাম পৃ. ৬-৭)*

পবিত্র কুরআনে এই কথাই উচ্চারিত হয়েছে বার বার।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে যা আছে তা পরিবর্তিত না করে।" *(সূরা আর রা'দ, আয়াতাংশ : ১১)*

"যদি আল্লাহ একদল লোক দিয়ে আরেক দলকে না দমাতেন, পৃথিবী ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো।" *(সূরা আল বাকারা, আয়াতাংশ : ২৫১)*

"যারা আমার পথে চেষ্টা সাধনা করে তাদেরকে আমি পথ দেখাই।"

সাইয়েদ কুতুব আরো বলেছেন,

"এই সংগ্রাম তার চিন্তাকে শানিত করে, কর্মের দিগন্ত প্রসারিত করে। চুপ করে বসে থাকা মানুষ চিন্তার প্রাখর্য ও কর্মের উচ্ছাস পেতে পারে না। আন্দোলন ও সংগ্রাম চালাতে গিয়ে ব্যক্তি মানুষ জীবনকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে শেখে। উপলব্ধি করতে পারে গোটা জগতের রহস্য, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। সংগ্রামরত মানুষের আত্মিক সত্তার উন্নতি, অনুভূতি ও কল্পনা শক্তির প্রাখর্য, এবং স্বভাব

www.pathagar.com

প্রকৃতির উৎকর্ষ অর্জিত হয়। ...এই সংগ্রামের পথে আসা বাঁধা। সেই বাঁধা আনে দু:খ যন্ত্রনা। এই দু:খ যন্ত্রনা ব্যক্তির জীবনকে পরিশুদ্ধ করার আসল হাতিয়ার। বাধা-বিপত্তি অলস, দুর্বলচেতা, প্রতারক ও মুনাফিকদের ভয় লাগিয়ে দেয়। তারা দুরে সরে পড়ে। তাদের কবল মুক্ত হয় সমাজ। সমাজ পরিবেশ পরিশুদ্ধির এটা একটা বাস্তব পদ্ধতি।" *(কালজয়ী আদর্শ ইসলাম পৃ. ৯)*

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক এই সত্যই মুসলমানদের সামনে তুলে ধরলেন।

"যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো লেগেছে। মানুষের মধ্যে এই দিকগুলোর আমি পর্যাক্রমে অবর্তন ঘটাই যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন।" *(আল কুরআন)*

বিজয়ের জন্য সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে বিশ শতকের ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রাণ পুরুষ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর পর্যবেক্ষণ এইরূপ।

"পৃথিবীতে এমন কোনো সুসংগঠিত দল যদি বাস্তবিকই বর্তমান থাকে, যাহা ইসলামি নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্র উভয় দিক দিয়েই অবশিষ্ট সকল মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট প্রমাণিত হইবে এবং জাগতিক উপায় উপাদান ও জড় শক্তি প্রয়োগেও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইবে না, তবে তখন পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অন্য কোনো দলের হস্তে অর্পিত হওয়া একবারেই অসম্ভব ব্যাপার। ... এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উক্তরূপ গুণে ভূষিত একটি দলের শুধু বর্তমান থাকাই নেতৃত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটার জন্য যথেষ্ট নয়। তাহা এমন নয় যে, এদিকে এইরূপ একটি দল অস্তিত্ব লাভ করিবে, আর ওদিকে সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ হইতে কিছু সংখ্যক ফেরেশতা অবতরন করিয়া ফাসেক কাফেরদিগকে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের গদি হইতে বিচ্যুত করিয়া দিবে এবং এই দলকে তদস্থলে আসীন করিবে। এইরূপ অস্বাভাবিক নিয়মে মানুষ সমাজে কখনই কোনো পরিবর্তন সূচিত হইতে পারে না। নেতৃত্বের ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করিতে হইলে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও বিভাগে, প্রত্যেক কদমে ও পদক্ষেপে কাফের ও ফাসেকী শক্তির সহিত দ্বন্দ্ব ও প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করিতে হইবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার বন্ধুর পথে সকল প্রকার কোরবানি দিয়ে নিজের সত্য প্রীতির ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং নিজের অপ্রতিভ যোগ্যতা প্রমাণ করিতে হইবে। বস্তত: ইহা একটি অনিবার্য শর্ত যাহা নবীদের উপরও প্রযোজ্য হইয়াছে। অন্য কাহারও এই শর্ত পূরণ না করিয়া সমাজ নেতৃত্বের কোনরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করিতে পারার তো কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

www.pathagar.com

## সাফল্যের যাত্রা শুরু এবং শত্রুর রণকৌশল

ইসলামি পুনর্জাগরণের এই সম্ভাবনা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বিগত ও বর্তমান শতাব্দীর সময় জুড়ে বিশ্বমুসলিম তিল তিল করে এই সম্ভাবনাকে উজ্জীবিত করে তুলেছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, মুজাদ্দিদে আলফেসানী, আল্লামা জামালুদ্দীন আফগানী আর মুফতি আবদুহুর পথ বেয়ে এগিয়ে এসেছে এই উপমহাদেশে আল্লামা ইকবাল, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইরানের ইমাম খোমেনী, মিসরের শহীদ হাসানুল বান্না, শহীদ সাইয়েদ কুতুব ও শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ প্রমুখ। তুরস্কের নাজমুদ্দীন আরবাকান, সুদানের হাসান তোরাবী, আলজিরিয়ার আব্বাসী মাদানী প্রমুখ। এই শতাব্দীর ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের আরও কিছু উজ্জ্বল পুরুষ। এই সব মহান নেতা এবং এদের মতো আরও অনেকে স্ব স্ব দেশে কিংবা অঞ্চলে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে প্রধান পুরুষ হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে সাংগঠনিক শক্তির উজ্জ্বল্য ও আন্তর্জাতিকতার বিচারে তিনটি আন্দোলন সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে এই শতাব্দীতে। এগুলি হলো সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. এর প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামি, শহীদ হাসানুল বান্না পরিচালিত ইখওয়ানুল মুসলিম, এবং মরহুম ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে পরিচালিত ও সফল ইসলামি বিপ্লবের রূপকার ইরানের ইসলামি আন্দোলন। এই তিনটি আন্দোলনেরই রয়েছে নিজস্ব সাহিত্য সম্ভার। জামায়াতে ইসলামি ও ইখওয়ানুল মুসলিমুন এর সাথে ইমাম খোমেনীর আন্দোলনের অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকলেও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। প্রথমোক্ত আন্দোলন দুটি নেতৃত্বের জন্য সনাতন আলেমদের উপর নির্ভরতা অপরিহার্য গণ্য করেনি। পক্ষান্তরে, ইমাম খোমেনির আন্দোলনে নেতৃত্ব ছিলো বরাবরই সনাতন আলেমদের হাতে। জামায়াত ও ইখওয়ান সাংগঠনিক শৃংখল ও মজবুতির ব্যাপারে যতোটা আগ্রহ দেখিয়েছেন গণমুখী আন্দোলন সৃষ্টির ব্যাপারে ততোটাই সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করলে এক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে যেতে পারে এই আশংকা অনেক ক্ষেত্রেই গণ আন্দোলনের ব্যাপারে অনাগ্রহের কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে, ইমাম খোমেনী তার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব দিয়ে গণ আন্দোলনের জোয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তার ব্যক্তিত্বের প্রখরতা সাংগঠনিক ত্রুটিবিচ্যুতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তৃতীয় যে বিষয়টি চোখে পড়ে তা হলো, প্রথমোক্ত দুটি আন্দোলন স্বাভাবিক জিহাদী তৎপরতার সাথে আধ্যাত্মিকতার কোনো ফারাক খুঁজতে চাননি। পক্ষান্তরে ইমাম খোমেনী জিহাদী তৎপরতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার একটি স্বতন্ত্র জগতে

www.pathagar.com

কল্পনা করেন এবং সেইভাবে সবকিছু পরিচালনা করেছেন। এই পার্থক্যের বিশ্লেষণের সাথে কেউ দ্বিমত করতে পারেন কেউ আরও কিছু পার্থক্যের কথাও বলতে পারেন। এই প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তাছাড়া কোনো আন্দালনের ভালো মন্দ, সাফল্য ব্যর্থতা নিরূপন ও এর উদ্দেশ্য নয়। এই সামান্য আলোচনা করার একটি মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাদের মনে প্রশ্ন রয়েছে যে, জামায়াত ও ইখওয়ানের এতো বিরাট সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক, নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য এতো অনুল্লেখযোগ্য কেন তাদের চিন্তার জন্য কিছু বিষয় তুলে ধরা। এই পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করতে চাই দু'জন জেহাদী পুরুষের নামোল্লেখ করে। এদের একজন বোসনীয় মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় নেতা আলীয়া ইজত বেগবিচ এবং অপরজন চেচেন মুসলমানদের সাহসী নেতা শহীদ জওহর দুদায়েভ (আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করুন) এই দুই বিচক্ষণ ও সাহসী নেতা ইউরোপের বুকে স্বাধীনতার যে পতাকা উত্তোলন করেছেন আগামি প্রজন্ম তার জন্য তাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকবে।

বিশেষ করে এই উপমহাদেশে আমাদের চোখের সামনে ইসলামি পুনর্জাগরণের যে ঢেউ খেলে গেলো সে সম্পর্কে দু'একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। মাত্র তিরিশ/ চল্লিশ বছর আগেও এ উপমহাদেশে ইসলামকে একটি ধর্ম মাত্র মনে করা হতো। "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা" এই কথাটি শুনলেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম নামধারীগণ ক্ষেপে যেতো। ইসলামে রাজনীতি আছে একথাটি বলাই যেতোনা। কিন্তু জামায়াতে ইসলামি সহ এদেশে গত ৫০ বছরে যারা ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক পর্যায়ে ইসলামি পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে কাজ করেছেন তাদের কাজের ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি হুকুমত কায়েম হয়তো হয়নি তবে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের স্বীকৃতি সহ বহু ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা মোটেই গুরুত্বহীন নয়।

বিশ্বব্যাপী পরাশক্তির প্রতিরোধ সত্ত্বেও বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনের যেটুকু অর্জন সম্ভব হয়েছে তা অনিবার্য বিপ্লবের পথে যথেষ্ট অবদান রাখবে। এর মধ্যে রয়েছে ও.আই.সি'র প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোথাও পূর্ণাঙ্গ আবার কোথাও আংশিকভাবে ইসলামের আত্মপ্রকাশ, ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক সহ মুসলিম দেশগুলিতে এবং কিছু কিছু অমুসলিম দেশেও ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নাধীন ইসলামি কমন মার্কেটের ধারণা ইত্যাদি। এই শতাব্দীতে মুসলিম দেশসমূহের তেল সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের অঢেল সম্ভাবনা নিয়ে যেভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে সেটিও আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।



www.pathagar.com

আগামি শতাব্দীকে যারা ইসলামের রঙে রাঙাতে চায় তাদেরকে আপন শক্তি উজ্জীবনের পাশাপাশি শত্রুর কর্মকাণ্ড ও কৌশল সম্পর্কে ও সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। ইসলামি পুনর্জাগরণকে যারা নিজেদের মৃত্যুর শামিল মনে করে, তারা বহুদিন থেকেই ইসলাম ও মুসলমানদের উত্থান-প্রতিরোধের জন্য নানা কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। তাদের প্রধান কৌশলগুলি নিম্নরূপঃ

**এক : বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপক প্রচার**

এই প্রচারণার মূল লক্ষ্য হলো সাধারণ মুসলমানদেরকে রাষ্ট্র ও ক্ষমতার ব্যাপারে অনাগ্রহী করে শুধু নামায বন্দেগীতে ঢুকিয়ে দেয়া। এই কাজে তারা সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ও রাজনীতিকদের ব্যবহার করে। এছাড়া ধর্মীয় কিছু ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা গ্রুপকেও এই কাজে ব্যবহার করা হয়। এই ধর্মীয় গ্রুপ সরাসরি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে না বরং ইসলামকে খুব ছোট করে পেশ করে যার মধ্যে শুধু নামায বন্দেগীর কথা থাকে। রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজনীতির কথা থাকে না।

**দুই. গণতন্ত্রের গোলকধাধায় মুসলিম বিশ্বকে বিভ্রান্ত করা**

এরা পুঁজিবাদের স্বপক্ষে মুসলিম বিশ্বে কোনো প্রচার চালায় না। কিন্তু পুঁজিবাদের রাজনৈতিক মন্ত্র গণতন্ত্রের স্বপক্ষে ব্যাপক প্রচার চালায়। গণতন্ত্র পুঁজিবাদের রক্ষাকবচ হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য প্রচারণার জোরে এতোই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে ইসলামি আন্দোলনের কিছু কিছু নেতা কর্মীও বিভ্রান্ত হন। প্রায়শঃ নির্বাচন পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র থেকে আলাদা। জনগণের রায় নিয়ে সরকার গঠন ও পরিচালনায় ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

**তিন. ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার চালিয়ে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া**

পরাশক্তি নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম নানা কৌশলে প্রায়শ প্রতিক্রিয়াশীলতা, সন্ত্রাস ইত্যাদি নিন্দনীয় শব্দের সাথে ইসলামকে জোর করে যুক্ত করে দেয়ার চেষ্টা করে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলার সাথে কোনো প্রমাণ ছাড়াই পরাশক্তি ইসলামকে দায়ী করে বিশ্বব্যাপী প্রচার চালায় এবং মিসরের এক নির্বাসিত অন্ধ ধর্মীয় নেতাকে এই সন্ত্রাসের হোতা বানিয়ে বিচারের প্রহসন চালায়। এরকম আরো বহু সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে ইসলামকে জড়াবার অপকৌশল প্রায়শঃ চোখে পড়ে।

**চার. আলেম সমাজকে হেয় করা ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা**

এটা পরাশক্তির বহু পুরাতন কৌশল। তারা নানা কৌশলে বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত এবং অগ্রসরমান আলেমদের নামে কারণে অকারণে অপপ্রচার চালায়। এইভাবে

www.pathagar.com

আলেমদের সম্পর্কে জনমনে বীতশ্রদ্ধ ভাব জাগানো এবং জনগণ থেকে আলেম সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলাই তাদের লক্ষ্য। বাংলাদেশে অতি সাম্প্রতিক দু'টি ঘটনা লক্ষ্যণীয়। এক. বাইতুল মোকাররমের খতিব হযরত মাওলানা ওবায়দুল হকের জনপ্রিয়তা ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট করার লক্ষ্যে অকারণে ইস্যু সৃষ্টি করে সরকারি প্রশাসন ও প্রচার মাধ্যমে ঘাপটি মেরে থাকা সাম্রাজ্যবাদী দালালরা কি ন্যাক্কারজনক ভূমিকাটাই না পালন করলেন। এছাড়া সাপ্তাহিক বিচিত্রা সম্প্রতি শাইখুল হাদিস সম্পর্কে যে কল্পিত সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে তা ঐ একই প্রচেষ্টার অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

**পাঁচ. মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবিদের ক্রয় করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা**

সারা বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ মুসলমান নামধারী কিছু শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিককে এককালীন বা মাসিক চুক্তিতে ক্রয় করে বা ভাড়া খাটায়। পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমে এদেরকে ঘন ঘন সাক্ষাতকার গ্রহণসহ নানা প্রচারণার মাধ্যমে রাতারাতি জনপ্রিয় করে তোলে। অবশেষে প্রয়োজনে তাদের মুখ দিয়ে তোতা পাখির মতো শেখানো বুলি বলায়। সালমান রুশদী, তসলিমা নাসরিন, দাউদ হায়দার এরা সবই ঐ অভিন্ন কৌশলে উৎপাদিত সাম্রাজ্যবাদী পণ্য যারা মুসলমান নাম ধারণ করে মুসলমান সমাজে নানা বিষয়ে সংশয় সৃষ্টিকারী বক্তব্য রেখে মানুষকে বিভ্রান্ত ও সন্দিগ্ধ করার চেষ্টা করে।

**ছয়. দারিদ্র বিমোচনের নামে ধর্মান্তরকরণ**

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সারা দুনিয়া জুড়ে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্র বিমোচনের নামে বিভিন্ন এন.জি.ও নেটওয়ার্ক তৈরি করে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে এবং সুকৌশলে তাদেরকে নিজ ধর্মের প্রতি সন্দিগ্ধ করে তোলে এবং সম্ভব হলে নানা লোভনীয় প্রস্তাব ও সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে। এই বাংলাদেশেও হাজার হাজার দেশি-বিদেশি এনজিও বুঝে অথবা না বুঝে সাম্রাজ্যবাদের নীল নকশা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় যে কাজটি করতে চায় তা হলো, দরিদ্র দেশসমূহের সরকারের ব্যর্থতার পটভূমিতে এনজিও-দের নামে সরকারের ক্ষমতায় ভাগ বসানোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে সরকারের উপর আধিপত্য বিস্তার করা। জাতিসংঘ হুকুম জারি করেছে যে উন্নয়নশীল দেশের সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এনজিও-দের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে এবং সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যয়ের একটি অংশ এনজিও-দের মাধ্যমে খরচ করতে হবে। এই হুকুম তামিল করার লক্ষ্যেই সম্ভবত: বাংলাদেশ সরকার 'প্রশিকা' নামের একটি এনজিও-কে ঢাকা শহরের বস্তি এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্পে ব্যয়

www.pathagar.com

করার জন্য ২৭৫ কোটি টাকা দানের কথা ঘোষণা করেছেন। এছাড়া বিটিভিতে 'দিগন্ত' নামক অনুষ্ঠানে যেভাবে সরকারি প্রশাসনের ব্যর্থতার পাশাপাশি এনজিও-দের সাফল্যের গুণকীর্তন করা হচ্ছে তাতে ভয় হয় কবে দেশের মানুষ বলতে শুরু করবে সরকারের প্রয়োজন নাই, উন্নয়নের জন্য এনজিওই যথেষ্ট।

**সাত. বৃত্তিপ্রদান ও উচ্চ শিক্ষার নামে মগজ ধোলাই**

সাম্রাজ্যবাদ নানা ধরনের বৃত্তি দিয়ে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলি থেকে সম্ভাবনাময় মেধাবী তরুণদের তাদের দেশে নিয়ে যায় এবং তাদের নগ্ন সংস্কৃতিতে অবগাহনের সুযোগ দিয়ে এদের চরিত্রে ধ্বস নামায়। বিশেষ করে তেল সম্পদে সমৃদ্ধ কোনো কোনো মুসলিম দেশ তো নিজেদের ক্ষমতাকে নিরাপদ রাখার স্বার্থে নিজেরাই অর্থ দিয়ে তরুণদের লেখাপড়ার নামে নগ্ন সংস্কৃতির দেশগুলিতে মউজ করার জন্য নিজেরাই পাঠিয়ে দেয়।

**আট. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন**

পরাশক্তি তার চতুর্মুখী নেটওয়ার্ক দিয়ে মুসলিম দেশসমূহে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের যে সয়লাব বইয়ে দিচ্ছে তাতে অবশ্যই শঙ্কিত হবার কারণ রয়েছে। বিশেষ করে ডিশ সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের সনাতন মূল্যবোধ মারাত্মকভাবে ধাক্কা খাচ্ছে। এমনকি নিজ দেশের জাতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহেও পরাশক্তির আধিপত্য এতো প্রকট যে আমাদের টেলিভিশন দেখে মনেই হয়না কোনো মুসলিম দেশের টিভি অনুষ্ঠান দেখছি।

**নয়. নারী ও পুরুষকে মুখোমুখী দাঁড় করানো**

পরাশক্তির সবচেয়ে বড় আঘাত সৃষ্টিকারী কৌশল হচ্ছে বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহে নারীদের পুরুষের মুখোমুখী দাঁড় করানো। এই লক্ষ্যে তারা তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম, বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠি ও এনজিও নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে। তারা ইনিয়ে বিনিয়ে প্রচার করে যে ইসলাম নারীকে যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার দেয়নি। অথচ সত্য কথা হচ্ছে ইসলামই প্রথম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম নারীকে ক্ষমতা দিয়েছে, অধিকার দিয়েছে সম্পত্তিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের। আমাদের তথাকথিত মুসলিম নামধারীরা একথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করলেও প্রখ্যাত ভারতীয় বুদ্ধিজীবি 'এ্যানি বেসেন্ত' যথার্থই স্বীকার করেছেন এই মহাসত্যকে।

তার ভাষায়,

"Mussalman women have been far better treated than the western women by the law. By the laws of Islam her properity

www.pathagar.com

is carefully guarded wheres christian women do not enjoy such absolute right according to the laws of christian west. I often think that women is more free in the Islam than in Christianity. Women are more protected by Islam than by the faith which preaches monogamy"

"In Al-Quran the law about women is more just and liberal. It is only in England in the last 26 years that Christianity has recognized the right of women to property while Islam assured this right from all times. It is slander to say that Islam preaches that women has no soul." (Anni Besant in Kamala lectures)

অথচ পরিতাপের বিষয় হলো, শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম বাংলাদেশের টিভি সহ রাষ্ট্রীয় সকল প্রচারযন্ত্রে উত্তরাধিকারসহ ইসলামের নারী সম্পর্কিত ইস্যুগুলি এখন তীর্যক ও শ্লেষপূর্ণভাবে বিতর্কিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়, যা দেখে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন ইসলামের বিরুদ্ধে নারীদের ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বিটিভির জন্ম হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, ইসলামি রাষ্ট্র বলে কথিত পাকিস্তানে ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন নামে একটি কালাকানুনের মাধ্যমে উত্তরাধিকার বহুবিবাহসহ অনেক বিষয়ে ইসলামের সর্বসম্মত আইনকে পাল্টে দেয়া হয়েছিলো। আরও অবাক লাগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রে বসে থাকা সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টরা পাকিস্তানের সবকিছু ত্যাগ করলেও সগৌরবে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের অনুসরণ করেন ছত্রে ছত্রে। কারণ তার ফলে ইসলামের সর্বনাশ করা সহজ হবে। অবিলম্বে মুসলিম পারিবারিক আইনের ইসলাম বিরোধী ধারাসমূহ সংশোধন করে ইসলামি বিধি বিধান সংযুক্ত করার জন্য আলিমদের নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করা প্রয়োজন।

এই যে, বাধা বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনা করা হলো এর উদ্দেশ্য কাউকে হতোদ্যম করা নয় বরং এইসব প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সজাগ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা। কারণ বাঁধা আসবে। প্রতিবন্ধকতা থাকবে। পাহাড় ডিঙিয়ে, উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়ে সাফল্যের সুখ ছিনিয়ে আনাই মুসলমানদের কাজ। সাইয়েদ কুতুবের ভাষায়।

"কারো কারো কাছে বাস্তব পরিবেশ অপরিবর্তনীয় ও সর্বশক্তিমান বলে মনে হয়। এটা একটা বাড়াবাড়ি। বড়ো রকমের বিভ্রান্তি। মানব-প্রকৃতিও তো শক্তিশালী।

www.pathagar.com

বাইরে অবাঞ্ছিত পরিবেশের সাথে তার লড়াই; এই লড়াইয়ে মানব প্রকৃতি প্রাথমিক পর্যায়ে পরাজিত হতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় মানব প্রকৃতির পক্ষেই আসে যদি সে সত্যিকার অর্থে অবতীর্ণ জীবন বিধানের নির্দেশিত পথে এগুতে পারে। এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। সেদিন যেদিন আরব উপদ্বীপ ও গোটা পৃথিবীর বাস্তব পরিবেশ আর আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের অনুসারীরা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো। মানব-প্রকৃতি সেদিন পরিবেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি-সমূহের পরিবর্তন সাধন করেছিলো এবং গোটা পরিবেশের নতুন বুনিয়াদ গড়েছিলো॥ অসাধারণ বা অলৌকিক কোনো পন্থায় এটা হয়নি। এটা ঘটেছিলো শাশ্বত নিয়মে- মানবিক চেষ্টা সাধনার ফলশ্রুতি হিসেবে। এই ঘটনা একবারই ঘটেছে আর ঘটবে না, এমন ধারণা করার কারণ নেই। একবার যা ঘটেছে, ঘটতে পেরেছে, তা আবারও ঘটতে পারে, এটাই স্বাভাবিক। অতীতের গৌরবোজ্জল যুগের উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য, মানব-সভ্যতার উপর তার প্রভাব এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতা নতুন সংগ্রামের জন্য সহায়ক উপকরণ।"

## আমাদের করণীয়

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্ব অপরিসীম। পরিবর্তন, পুনর্জাগরণ ও বিপ্লব আপনা আপনি আসেনা; তাকে পথ দেখিয়ে আনতে হয়। পরিবর্তনের খেয়াপারে দাঁড়ানো বিশ্বকে পথ দেখাবার দায়িত্ব মুসলমানদের। এই মহান ঈমানী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তাদের অবশ্যই ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে; পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামের বিজয়ের পথে আজকে সবচেয়ে বড় বাঁধা সম্ভবতঃ মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্য। সবার আগে বিভেদের এই দেয়াল অপসারিত করতে হবে। আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন মুসলমানদেরকে তাঁর রুজু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার জন্য। আর প্রিয়নবী সা. এই রুজু বলতে বুঝিয়েছেন আল কুরআনকে। অত:পর মুসলমানদের ঐক্যের পথে আর কোনো বাঁধা থাকতেই পারেনা। কারণ পৃথিবীতে দুই বাইবেল আছে, চার বেদ আছে কিন্তু দুই কুরআন নেই। ঐক্যের জন্য বিশ্ব মুসলিমকে অবশ্যই কুরআনের কাছে ফিরে আসতে হবে। পবিত্র কালেমা হবে ঐক্যের বন্ধন। ভাষা বর্ণের পার্থক্য মুসলমানদের নেই আছে ফেরকাবন্দী; আকীদার নামে অনর্থক ভুল বুঝাবুঝি। ঈমানে মুজমাল এবং ঈমানের মুফাচ্ছাল হচ্ছে মুসলমানদের আকীদার ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যায় মুসলমানদের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। এর বাইরে আকীদার নামে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিবাদ করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদকে সহযোগিতা করা। শিয়া-সুন্নি, হানাফি-হাম্বলি, ছিলছিলার পার্থক্য ইত্যাদি সবকিছু ভুলে যেতে হবে।

www.pathagar.com

দলীয় আনুগত্য, নেতা ও মুর্শীদের প্রতি আনুগত্য যেনো দীনের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে প্রবল না হয়ে যায় সেদিকে সকলেরই সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। আমার দল আমার নেতা এই মনোভাব নিয়ে মুখে যতোই ঐক্যের শ্লোগান দেয়া হোক না কোন লাভ নেই। দল হলো নদীর মতো আর উম্মত হচ্ছে সাগর। যে নদী সাগরের সাথে মিলিত হয়না সে নদী মরে যায় এবং কোনো এক সময় বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। তেমনি যে দল বা গোষ্ঠি উম্মতের বৃহত্তর ধারণার সাথে একীভুত হতে পারেনা সে দল একটা ফেরকা হিসাবেই পরিণত হয়। জামায়াতে ইসলামির প্রতিষ্ঠা লগ্নে প্রদত্ত প্রথম ভাষণে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. এই মহাসত্যের দিকেই তাঁর সাথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন নবীর পরে তাঁর মিশন নিয়ে একাধিক দল একই ময়দানে কাজ করতে পারে এবং তাদের কারুরই একথা বলার অধিকার নেই যে কেবলমাত্র তার দলই সত্যপন্থী। এমন কথা যে দল বা গোষ্ঠি বলবে তারা ক্রমান্বয়ে একটা ফেরকায় পরিণত হবে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ. তার একটি পুস্তিকায় মতোপার্থক্যের পরিবেশে চলার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন যে সকলের মত ও পথকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং পারস্পারিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের মাধ্যমেই ভিন্নমতসহ একত্রে চলা এবং বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করা সম্ভব।

ইসলামি আন্দোলনকে গণভিত্তি অর্জন করতে হবে। দাওয়াতি কৌশল, সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মকৌশল এমনভাবে প্রণীত করতে হবে যাতে গণস্পৃক্ততা বাড়ে। ব্যাপক জনগণের সুখ সুবিধা নিয়ে সবার আগে ভাবতে হবে ইসলামি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের। ইসলামের দিকে আসলে দীন-দুনিয়া দুই-ই পাওয়া যায় এই কুরআনি দাওয়াত জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। এনজিও সাম্রাজ্যবাদ যদি জনগণের আকৃষ্ট করার মতো উৎকৃষ্ট কৌশল রপ্ত করে থাকে তাহলে সে কৌশল ইসলামি আন্দোলনকারীদের ও আয়ত্বে আনতে হবে। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে আন্দোলনের কর্মকৌশলে প্রয়োজনীয় গুণগত পরিবর্তন সূচিত করতে হবে। নেতৃত্বকে আপন যোগ্যতায় সংগঠনের উর্ধে উঠে জনপ্রিয় নেতা হতে হবে। আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক কথায় ইসলামি আন্দোলন হবে রাষ্ট্রের একটি বিকল্প কাঠামো এবং এর নেতা হবেন জনগণের মুকুটহীন সম্রাট।

আন্দোলনের সর্বস্তরে জ্ঞানের দৈন্য দূর করতে হবে। আদর্শ, কর্মসূচি ও কর্মকৌশল সম্পর্কে সকল কর্মীর স্বচ্ছ জ্ঞান থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে কোনো সীমাবদ্ধতা আদর্শের প্রশ্নে আপোষের পথ প্রশস্ত করে। প্রলোভনের উর্ধে উঠে

www.pathagar.com

আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার জোরদার করতে হবে। ইসলামি আন্দোলনকে নারী অধিকার বিষয়ে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে হবে এবং নারীদেরকে তাদের জন্য ইসলাম প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। ইসলামি আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা আরো ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ করতে হবে।

এভাবে প্রশস্ত হৃদয়, প্রজ্ঞাবান নেতৃত্ব, গণমুখী সংগঠন, সঠিক কর্মকৌশল আর সুদৃঢ় ঐক্যে এগিয়ে গেলে আল্লাহর সাহায্য আমরা অবশ্যই পাবো। রসূল সা. ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হবে। পৃথিবীতে আবার নবীর পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। রহমত আর বরকতের ঐশী ধারায় সুসিক্ত হবে এই পৃথিবী ও তাতে বসবাসরত সাড়ে ছয়শত কোটি মানুষ। একবিংশ শতাব্দী হবে অনিবার্যভাবে ইসলামের শতাব্দী (ইনশাআল্লাহ)।

www.pathagar.com

৩

# বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলাম*

আবুল আসাদ**

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মানব জীবন আজ বিশ্ব ইতিহাসের পালাবদল চিহ্নিত এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতনের পর ইউরোপের শিল্প বিপ্লব এবং রেনেসাঁ যে মতবাদগুলোর জন্ম দিয়েছিলো এবং ধর্মের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিলো তার আজ বিদায় ঘটছে। মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বিলোপ, দূর পাল্লার কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র হ্রাস চুক্তি স্বাক্ষর, সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট ব্লক ও কমিউনিজমের পতন, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান এবং সোভিয়েত মার্কিন সহযোগিতার নতুন মাত্রা সংঘাত বিমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ এক বিশ্বের অবয়ব আমাদের সামনে তুলে ধরছে। কিন্তু তার পাশেই আমরা আবার পালাবদলের ওপারে নতুন সংঘাতের বীজ উপ্ত হয়ে উঠতে দেখছি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর নতুন রাজনৈতিক বিন্যাসের অধীনে এমন একটা শান্তি ও সহযোগিতার বিশ্ব আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু তিরিশের মন্দা সবই ওলট পালট করে দিয়েছিলো। বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কারণ যতোটা না রাজনৈতিক, তার চেয়ে বেশি ছিলো অর্থনৈতিক। কথাটা মিথ্যে নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস লীলা ছিলো আজকের শিল্পোন্নত বিশ্বের সমৃদ্ধির বুনিয়াদ। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনমূলক মার্শাল পরিকল্পনা ছিলো পশ্চিমী পুঁজির জন্য এক সঞ্জীবনী শক্তি। আমি মনে করি ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর আজকের আপাত শান্তির বিশ্বটা ধীরে ধীরে এক অর্থনৈতিক যুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে। তিরিশের মন্দা আর কেউ চায় না। চায়না বলেই বাঁচার চেষ্টা, পুঁজি রক্ষার চেষ্টা এক অর্থনৈতিক যুদ্ধ অপরিহার্য করে তুলবে। আর এ অর্থনৈতিক যুদ্ধ সংঘটিত হবে রাজনৈতিক সংঘাতের মোড়কে। এ রাজনৈতিক সংঘাত হবে ঠাণ্ডা যুদ্ধের চেয়েও বিস্তৃত ও জটিলতর এবং দীর্ঘতরও। ঠাণ্ডা যুদ্ধের বিপরীত পক্ষে ছিলো কমিউনিজমের আদর্শ। আর ভাবী সংঘাতের এক পক্ষে থাকবে ইসলামের আদর্শবাদ যা

---

* প্রবন্ধটি ২ অক্টোবর ১৯৯২ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।

** আবুল আসাদ, সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম।

www.pathagar.com

পতনের শেষ তল থেকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মতো মুজাদ্দিদদের চেষ্টায় আজ শুধু পুনরুজ্জীবিত নয়, ভাবী আদর্শিক লড়াই-এর যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সে সমর্থ হয়ে উঠছে। বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনের এই মতবাদিক লড়াইয়ের বিপরীত পক্ষে থাকবে কে? অনেকেই আসতে পারে। তবে মুখ্য পক্ষ হিসাবে আসছে পুঁজিবাদের চৌকিদার তথাকথিত 'লিবারেল ডেমোক্রেসি' নামক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা যার নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা একটি সংযুক্ত পশ্চিম।

আমার এই মেরুকরণের মধ্যে আঁৎকে ওঠার মতো কিছুই নেই। পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ইসলামের দাবি পূরণে অক্ষম মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পতনের পর রাজনৈতিকভাবে বিজয়ী শোষণ-নিপীড়ণমুখী খৃষ্ট ধর্মকে সরিয়েই আজকের উদার নৈতিকতাবাদের পোষাক পরা ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রতত্ত্বের উত্থান, যার গোড়ায় রয়েছে নিরেট বস্তুবাদ। নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে আমাদের আলোচনা আমরা আধুনিক ইতিহাসের এই আদি পর্ব থেকেই শুরু করতে পারি।

আধুনিক যুগের যাত্রালগ্ন অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় গির্জার অধীন স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা জটিল ও অসহনীয় আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। চতুর্দশ শতক থেকে সপ্তাদশ শতক পর্যন্ত শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও স্বাধীন জ্ঞানচর্চার অপরাধে যাজকতন্ত্র পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে আরোহণকারী মুসলিম সভ্যতার শিখা তখন নির্বাপিত প্রায়। উল্লেখ্য, ৭৫০ খৃস্টাব্দ থেকে ১১শ' খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সকল শাখায় মুসলমানদের একক বিচরণ ছিলো। ১১শ' খৃস্টাব্দের পর ইউরোপ প্রথম বারের মতো এই ক্ষেত্রে ভাগ বসাতে শুরু করে। ১১শ' খৃস্টাব্দ থেকে ১৩শ' ৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব মুসলমান ও ইউরোপের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে। ১৩শ' ৫০ খৃস্টাব্দের পর মুসলমানরা হারিয়ে যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্র থেকে। পঞ্চদশ শতকের শেষে স্পেন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবে যায় মুসলিম বিশ্ব। এ কারণেই খৃষ্টান চার্চের অধীনে রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রের মাধ্যমে যে অসহনীয় আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার সমাধানে ইসলাম কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। কিন্তু সমাধান তো অবশ্যই একটা চাই। মানুষের জাগরিত চেতনা এর গতিশীল কর্মস্পৃহা সমস্যা বুকে আঁকড়ে বসে থাকতে পারে না। তাই হয়েছে। যাজকতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এসেছে উদার নৈতিকতাবাদ। ওরা এসে যুক্তি ও বস্তুর বাইরের সবকিছুকে অস্বীকার করলো। ধর্মকে আবদ্ধ করলো চার দেয়ালের মধ্যে। উদার নৈতিকতাবাদ থেকে জন্ম হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ।

www.pathagar.com

ইউরোপের উদার নৈতিকতাবাদের সয়লাব গোটা পৃথিবীতেই বইল। তবে এই প্রভাব আফ্রিকা ও এশিয়ার ইউরোপীয় কলোনীগুলোতে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হলো তারা স্বাধীন হবার পর। বিপুল সংখ্যক মানুষ উদার নৈতিকতাবাদের ভালো দিকে (যেমন গণতন্ত্র) চাইতে ধর্মহীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, বস্তুবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিই গ্রহণ করলো বেশি।

উদার নৈতিকতাবাদের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন বস্তুবাদী সমাজচিন্তা এবং পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা একটা পরিবর্তন আনলো বটে, কিন্তু মানুষের আর্থ-সামাজিক সমস্যার জটিলতা দূর করতে পারলো না। বরং স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বাধীন পুঁজিগঠনের নামে পুঁজিবাদী শোষণকে উৎকট করে তুললো। এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে এলো সমাজবাদ এবং কমিউনিজম। পুঁজির স্বাধীনতা হরণ শুধু নয়, সবার হাত শূন্য করে সব পুঁজি নিয়ে গিয়ে জমা করা হলো রাষ্ট্রের হাতে। পুঁজির স্বাধীনতা হরণের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রভৃতি সকল স্বাধীনতাই হরণ করা হলো। পেট ভরানোর নামে মানুষের গলায় পরানো হলো সার্বিক পরাধীনতার শৃংখল। কিন্তু পেট ভরলো না মানুষের বরং রেশন দোকানে লাইন দেয়ার মতো অব্যাহত নানা দুর্ভোগে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সব মিলিয়ে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে ঘটল প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণ। তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়লো কমিউনিষ্ট সাম্রাজ্য।

পুঁজিবাদী শোষণ– নীপিড়নের প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছিলো সমাজবাদ ও কমিউনিজম। সমাজবাদ ও কমিউনিজমের শোচনীয় ব্যর্থতার পর আবার সকলে আজ পুঁজিবাদেই প্রত্যাবর্তন করছে। অবশ্য এ্যাডামস স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর আমলের সেই অন্ধ ও শোষণধর্মী পুঁজিবাদ এখন নেই। শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্মেষের ফলে পুঁজিবাদ অনেক কল্যাণধর্মী হয়ে উঠেছে। তবু পুঁজিবাদী শোষণ-বঞ্চনার তুলনায় এই কল্যাণ অনেক নগণ্য। উন্নয়ন ও সম্পদের স্বর্গভূমি বলে কথিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যায় ও অশুভ প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভিশাপ মাথায় নিয়ে প্রতি বছর শত শত কৃষি ফার্ম ও ডজন ডজন ব্যাংক দেউলিয়া হচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সম্পদের জৌলুস ও উম্মাদনার আড়ালে ক্ষুধার্তের কান্না নিদারুণভাবে চাপা পড়ছে। ইসলাম ছাড়া এদের এই কান্না মুছাবার আর কেউ নেই এই দুনিয়ায়। তবে পুঁজিবাদ আজ শুধু এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই নয়, পুঁজিবাদ আজ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তির মালিক। মুক্ত অর্থনীতির নামে, বাজার অর্থনীতির নামে, গণতন্ত্রের নামে, মানবতার নামে পশ্চিমী রাষ্ট্রশক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তির সুবিধা নিয়ে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার জন্য আজ ছুটে আসছে। এই সাম্রাজ্যবাদের নাম দিয়েছে তারা নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যান্ড করপোরেশনের সাবেক গবেষক এবং মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অন্যতম পলিসি প্ল্যানিং স্টাফ ঐতিহাসিক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা তাঁর বিশ্বজোড়া বহুল আলোচিত গ্রন্থ "The End of History" তে 'লিবারেল ডেমোক্রেসী' বলে অভিহিত করেছেন। এই লিবারেল ডেমোক্রেসীকে তিনি সামনের পৃথিবীর একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত লিবারেল ডেমোক্রেসীর পথকে কুসুমাস্তীর্ণ মনে করেন না, কিন্তু তাঁরা একে আজকের পৃথিবীর আদর্শ জীবন ব্যবস্থা বলেই মনে করেন। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার মতে কমিউনিজমের পতনের সাথে সাথে লিবারেল ডেমোক্রেসির প্রতিদ্বন্দ্বী সব ব্যবস্থা পদ্ধতিই শেষ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, "পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিজয় প্রমাণ করছে যে, পশ্চিমী উদার নৈতিকতাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সব ব্যবস্থাই আজ খতম হয়ে গেছে।" শুধু তাই নয়, তিনি বলছেন, "What we may be witnessing is not just the end of the cold war, or the passing of a particular period of post-war history. but the end of history as such, that is, the end point of mankinds ideological evolution and the universalization of Western Liberal democracy." অর্থাৎ "আমরা যে সময়টা দেখছি তা শুধু ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি কিংবা যুদ্ধোত্তর ইতিহাসের অপস্মৃতিই নয়, আমরা দেখছি ইতিহাসের সমাপ্তি। অন্য কথায় আমরা দেখছি মানবজাতির আদর্শিক বিবর্তনের শেষ প্রান্ত সীমা এবং দেখছি পশ্চিমী লিবারেল ডেমোক্রেসির বিশ্বজনীনতা" ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা এখানে মানুষের সকল আদর্শিক চাহিদার সমাপ্তি টেনে সব ধর্মের বিকল্প হিসাবে লিবারেল ডেমোক্রেসিকে পেশ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, ধর্মের ব্যর্থতার পটভূমিতেই যেহেতু উদার নৈতিকতাবাদের জন্ম এবং যেহেতু ধর্মকে পরাজিত করেই উদার নৈতিকতাবাদের উত্থান, তাই ধর্ম কোনোভাবেই উদার নৈতিকতাবাদের বিকল্প হতে পারে না। অবশ্য ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ইসলামকে গণনার মধ্যে এনেছেন, কিন্তু তাঁর মতে লিবারেল ডেমোক্রেসির বিকল্প হবার মতো বিশ্বজনীনতা ইসলামের নেই। তিনি বলছেন, "In the contemporary world only Islam has offered a theocratic state as a political alternative to both liberalism and communism. But the doctrine has little appeal for non-Muslims and it is hard to believe that the movement will take any universal significance." অর্থাৎ "আজকের সমসাময়িক বিশ্বে একমাত্র ইসলামই কমিউনিজম ও উদার নৈতিকতাবাদের রাজনৈতিক বিকল্প হিসাবে ধর্মরাষ্ট্রের রূপরেখা পেশ করেছে। কিন্তু অমুসলিমদের কাছে এই আদর্শের খুব কমই গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং এটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন যে,

www.pathagar.com

এই আন্দোলনটির কোনো বিশ্বজনীন তাৎপর্য আছে।" এই উক্তি শুধু ফুকুয়ামার নয়, পশ্চিমের পণ্ডিতরা সাধারণভাবে এটাই আজ মনে করছেন। এইভাবে তারা এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা হিসাবে লিবারেল ডেমোক্রেসী এবং এর অংগ হিসাবে মুক্ত অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদ বিশ্বজয় করতে যাচ্ছে এবং ধর্মসহ অন্যসব ব্যবস্থার ইতি ঘটছে।

লিবারেল ডেমোক্রেসীর এ পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতরা আমার মতে এখনও অষ্টাদশ শতকে দাঁড়িয়েই বিশ্বটাকে অবলোকন করছেন। সেসময় উদার নৈতিকতাবাদকে তারা যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, ধর্মকে যেভাবে অবলোকন করেছেন এবং সমাজের যে রূপ তখন তাদের সামনে ছিলো, এখনও তারা এ সব কিছুকে সেই দৃষ্টিতে দেখছেন। এখন প্রশ্ন হলো, বিশ্বের কাছে বিশেষ করে পাশ্চাত্য জনগণের কাছে কথিত ঐ উদার নৈতিকতাবাদ এবং ধর্ম কি সেই আগের অবস্থায় এখনও আছে? এর সহজ উত্তর, না সে অবস্থায় নেই। আসলে পাশ্চাত্যের ফুকুয়ামা টাইপ পণ্ডিতরা তাদের সমাজের দিকে তাকান না। তাকালেও দেখেন আকাশ স্পর্শী প্রাসাদ, তার ভেতরের মানুষ কেমন তা দেখেন না। তাঁরা দেখেন পোশাকের চাকচিক্য, ফ্যামিলি বাজেট, বাজার দর, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তাঁরা উঁকি দেন না। উঁকি দিলে তাঁরা দেখতেন, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত গির্জা যে নির্যাতন করেছে তার সীমা ছিলো মানুষের দেহ পর্যন্ত, কিন্তু তথাকথিত উদারনৈতিকতাবাদের নির্যাতন মানুষের হৃদয়-মনকেই নিঃশেষ করে দিয়েছে। সেখানে এক একটি মানুষ আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, শেকড়হীন জড় পদার্থ যেনো তারা। তাদের বর্তমানটা হতাশায় ভরা, তাদের ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই। সব হারিয়ে তারা এখন অতীতমুখী। বস্তুবাদী উদারনৈতিকতার শোষণে নিমজ্জিত থেকে অতীতের স্মৃতিচারণের মধ্যে আজ তারা সান্ত্বনা খুঁজছে। ক্রিস্চিয়ান সাইন্স মনিটর– এ 'One man Search for values' শীর্ষক নিবন্ধে জেন ফিলিপ লিখেছেন, "You hear a lot of talk about American values these days. A lot of reference to the 'good old days' When you could trust people, to that by gone era when you could rely on the quality of American product, look to the media for enriching entertainment, have friends over for a game of charads and lively conversation. 'People just don't care any more' is a phrase as common as apple pie. 'People never think about a nyone but themselves' or 'People don't even go out anymore they are all home, glued to the tube' are observations frequently heard in casual conversation." মি. জেন–ফিলিপ আমেরিকানদের মানস–সন্ধানে আমেরিকার পথে– প্রান্তরে গ্রাম থেকে

www.pathagar.com

গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন মানুষকে জীবন, জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে। উত্তর যা পেয়েছেন তা এই : I don't know answer to that, no one's ever asked me before how would I know? আমেরিকান জীবন সম্পর্কে জেন- ফিলিপ এর উপসংহার : "Americans are living in a society Where people have stoped asking each other question that matter. Where days, and weeks can pass and even family membe'rs don't know what each other is thinking or feeling. Where conversations about their beliefs, their dreams and their fears are preempted by a superficial pop culture. How do they form their conscience on social issues without mingling their thoughts with others listening for distinctions, streching their opinion? How do they sustain their relationships when they bring so little of themselves to the table?"

আমেরিকার এই জীবন-চিত্র গোটা পশ্চিমের। বস্তুবাদী উদারনৈতিকতা মানুষের বহিরাঙ্গ পালিশ করে ভেতরের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। অর্থ-পরিচয়হীন জীবনের ভারে তারা আজ কুঁজা। তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ যেমন ঋণের ভার বাড়িয়ে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করছে, তেমনি পাশ্চাত্য মানুষ আজ তাদের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সমস্যার পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে। কুমারী মাতার উদ্বেগজনক হার কমাতে গিয়ে তারা স্কুলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণের দোকান খুলছে। হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার মোকাবিলা করতে গিয়ে তারা ড্রাগসেবী হয়ে নিজেদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এইভাবে বস্তুবাদী উদারনৈতিকতা যখন পাশ্চাত্য মানবতাকে ধ্বংস করছে, যখন পাশ্চাত্যের মানুষ সিন্দাবাদের এ ভূতকে ঘাড় থেকে নামানোর পথ তালাশ করছে, তখন ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বস্তুবাদী উদারনৈতিকতা তথা লিভারেল ডেমোক্রেসীকে দুনিয়ার জন্যে সর্বরোগের মহৌষধ সাজাচ্ছেন। এই জন্যেই বলছিলাম এঁরা অষ্টাদশ শতকে দাঁড়িয়েই আজও সবকিছু অবলোকন করেছেন।

তাঁরা যাই বলুন, আসলেই বস্তুবাদী উদারনৈতিকতার দিন শেষ হয়ে গেছে ঠিক কম্যুনিজমের মতোই। জাপানের কিয়োটস্থ 'ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর জাপানীজ স্টাডিজ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল এবং আজকের জাপানের সবচেয়ে সম্মানিত দার্শনিক তাকেশি উমেহারা পশ্চিমী উদারনৈতিকতাবাদের মৃত্যুপথ যাত্রার খবর দিয়ে বলেছেন, "Modernism has already played itself out in the principle. Accordingly, societies that have been built on modernism are destined to collapse. Indeed, the total failure of Marxism- warped side current of modernist society was only

www.pathagar.com

the precursor to the collapse of western liberalism, the main current of the modernity. Far from being the alternative to failed marxism and the reiging ideology 'at the end of history', liberalism will be next domino to fall. Modernism as world view is exhausted and now even constitutes a danger to mankind..." অর্থাৎ "আধুনিকতা নীতিগতভাবে ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ফলশ্রুতি হিসাবে আধুনিকতার উপর ভিত্তি করে যে সমাজ বিনির্মিত হয়েছে তারও ধ্বংসের আয়োজন সম্পূর্ণ। আধুনিক সমাজেরই একটা অংশ মার্ক্সবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা পশ্চিমী উদারনৈতিকতাবাদেরও মৃত্যু ঘন্টা ধ্বনিত করেছে। কথিত 'ইতিহাসের সমাপ্তি পর্বে' ব্যর্থ মার্কসবাদ ও অন্যান্য বহমান আদর্শের বিকল্প হওয়ার অনুপযুক্ত উদারনৈতিকতাবাদের পতন পরবর্তী ইস্যু হিসাবে সামনে আসছে। বিশ্ব ব্যবস্থা হিসাবে আধুনিকতাবাদ ফুরিয়ে গেছে এবং এমনকি এখন তা আজ মানবতার জন্যে বিপজ্জনক।"

কম্যুনিজমের সাথে সাথে বস্তুবাদী উদারনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার এই ব্যর্থতা, পাশ্চাত্য সমাজের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি এবং সেই সাথে সাধারণভাবে ধর্মীয় আদর্শবোধের উত্থান প্রমাণ করছে, বিশ্ব ব্যবস্থা এক বড় রকমের পালা বদলের মুখোমুখি। তথাকথিত উদারনৈতিকতাবাদ, অন্য কথায় ধর্মহীন ও ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী গণতন্ত্র ও সমাজ চিন্তার অক্টোপাস থেকে মুক্তি লাভের জন্যে মানবতা আজ আর্তনাদ করছে। এখন প্রশ্ন হলো, বিপজ্জনক এই মতবাদের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্যে কে এগিয়ে আসবে? কোন্ মতবাদ নেতৃত্ব দেবে সামনের পৃথিবীকে? এক কথায় এর উত্তরঃ পৃথিবীর সর্বশেষ খোদায়ী জীবন বিধান এবং আজকের পৃথিবীতে অক্ষতভাবে অবশিষ্ট একমাত্র ধর্ম ইসলামই যোগ্যতা রাখে এই সংকট থেকে মানবতাকে মুক্ত করার।

জাপানী দার্শনিক তাকেশী উমেহারাও বলছেন, প্রাচ্য দেশীয় কোনো জীবন বিধানই পারে বিশ্ব-মানবতাকে রক্ষা করতে। তবে তাঁর মতে সে জীবন বিধানটি হলো কনফুসীয় ও বৌদ্ধ মতবাদপুষ্ট বিশেষ ধরনের সমন্বয়বাদী এক জাপানী ধারণা তিনি বলছেন, "The new principles of the coming post modern era will need to be drawn primarily from the experience of non-western cultures, especially ancient japanese civilization." কিন্তু দার্শনিক তাকেশী উমেহারা বস্তুবাদী উদারনৈতিকতাবাদ শোষিত আজকের মানবতার সমস্যাকে যতোটা সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, ততোটা সীমিত নয়। উদারনৈতিকতাবাদের বিকল্প হিসাবে মানবতার মুক্তির জন্যে দরকার একটা পূর্ণাঙ্গ মতবাদের যা মানুষকে দেবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ আত্ম-পরিচয় সংকটের মতো মৌলিক

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান। বৌদ্ধ ও কনফুসীয় ধর্মপুষ্ট কিছু সামাজিক বিধি পূর্ণাঙ্গ মতবাদের এই দাবি পূরণ করতে পারে না, পারে একমাত্র ইসলাম। এই সত্যের স্বীকৃতি এমনকি উদারনৈতিকতাবাদীরাও অনেকে দিচ্ছেন। Godfery gansen তার Moslems and the modern world প্রবন্ধে লিখেছেন, "Today Islam and the modern western world confront and challenge each other. No other major religion possess such a challenge to the west. Not chirstianity, which is a part of the western world and which has been eaten up from within by the acids of the modernity. Not Hinduism and Buddhism, because their rediation to the west has been and is on high etereal plane. And not judaism, which is too small and tribal a faith. Not guru, no swami, no lama, no rabbi has had any impact on the west comparable to that exerted by the calipha, the Mahdi and Ayatullah or by the that strereotype haunting the western imagination." অর্থাৎ ইসলাম ও আধুনিক পশ্চিমী দুনিয়া আজ পরস্পর মুখোমুখি এবং একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করছে। আর কোনো ধর্মই পশ্চিমের প্রতি এমন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়নি। খৃষ্টধর্ম কোনো চ্যালেঞ্জ হয়নি কারণ, খৃষ্টধর্ম নিজেই পশ্চিমী দুনিয়ার অংশ এবং আধুনিকতার গ্রাস তাকে ভেতর থেকেই শেষ করে ফেলেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মও চ্যালেঞ্জ নয়, কারণ পশ্চিমের কাছে তার ভাবমূর্তি আকাশচারী সংস্কারের বেশি কিছু নয়। আর ইহুদি ধর্মতো চ্যালেঞ্জেই আনে না, কারণ তা এক ক্ষুদ্র গোত্রীয় ধর্ম। 'খলিফা', 'মাহদি', 'আয়াতুল্লাহ' প্রভৃতি শব্দ পশ্চিমী চিন্তাধারাকে যেভাবে আলোড়িত করে সে তুলনায় 'গুরু' 'স্বামী' 'লামা' 'রাব্বি' কোনো গুরুত্বই বহন করে না।

আজকের বিশ্বের উদারনৈতিকতাদী শোষণের একমাত্র বিকল্প যে ইসলাম, তার কারণ উদারনৈতিকতাদ তার ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষাতার ধ্বংসকারী জীবাণু দিয়ে মানুষের দেহে যে ব্যাধি সৃষ্টি করেছে, তাকে শুধু ইসলামই সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারে। আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগে আজকের ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের দিকনির্দেশক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. বলেছিলেন, "Contemporary civilization takes democracy to mean sovereignty of the people, that is the collective will of the people in their own area is absolute and independent. This will is not, in the final analysis, subservient to the law but the law is subject to its desire and the only duty of the government is that its administration should be utilised to fulfill the collective

www.pathagar.com

desires of the people. Now consider: first secularism freed these people from the fear of God and the grip of eternal principles and turned them into uncontrolled worshippers of self. Then nationalism stupified them with the intoxicant of national selfishness, blind prejudice and national pride. And now this democracy gives total authority of law making to the desires of the unrestrained, intoxicated worshippers of the self and declares the achievement of the objectives desired by these people as a whole to be the only purpose of the government. The question is in what way will the condition of the independent sovereign nation be different from that of a hoodlum. Whatever a hoodlum would do on a small scale if he were independent and strong would be done on a much larger scale by a nation of this type. Then if the world contains not merely one such nation but all the advanced nations have organized themselves on the lines of secularism, nationalism and democracy, is it surprising that the world resembles a wilderness in which wolves howl, hunt and kill"? (Islami neizam aur maghribi la dini Jamhuriat' page 19, 20)"

মাওলানা মওদূদী রহ. এখানে গণতন্ত্রের নামে মানুষের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দেয়ার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, আজকের সভ্যতার ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ মানুষকে স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী এক অনিয়ন্ত্রিত শক্তিতে পরিণত করেছে যার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ উচ্ছৃঙ্খল এক বন্য সমাজের পত্তন হওয়া।

আজ বিশ্ব সমাজের যে চিত্র আমরা দেখছি তা মাওলানার এই কথার নিখুঁত প্রতিফলন। ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতায় দীক্ষিত এবং স্বার্থবাদী জাতীয়তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র চিন্তায় উজ্জীবিত 'আধুনিক মানুষ' প্রকৃত অর্থে পশুতে পরিণত হয়েছে। মানুষ তার পরিচয় ভুলে গেছে। মানুষের এই পরিচয় সংকটই আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা, এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় ব্যাধি। এই ব্যাধির নিরাময় শুধু ইসলামেই রয়েছে। ইসলামের এই নিরাময় ব্যবস্থা আর কিছু নয় 'মানুষ কে?' তা মানুষকে জানিয়ে দেয়া এবং মানুষ হিসাবে তার যে লক্ষ্য, সে লক্ষ্যে তাকে উজ্জীবিত করা মানুষের এই পরিচয় এবং তার এ লক্ষ্যই তার জীবন দর্শন তথা সমস্ত কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। মাওলানা মওদূদী রহ. লিখেছেন, "এই দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা কি? দুনিয়া বস্তুটা কি? এই দুনিয়ার সাথে মানুষের



www.pathagar.com

সম্পর্ক কি? মানুষ ও দুনিয়াকে ভোগ ব্যবহার করবে কিভাবে? জীবন-দর্শন সম্পর্কিত এ প্রশ্নগুলো এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে মানব জীবনের তামাম ক্রিয়াকাণ্ডের উপরেই এগুলো গভীরভাবে প্রভাবশীল।... দুনিয়ায় মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? মানুষের এতো ব্যস্ততা, এতো প্রয়াস প্রচেষ্টা, এতো শ্রম মেহনত, এতো দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম কিসের জন্যে, কোন অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের ছুটে চলা উচিত? কোন লক্ষ্যস্থলে পৌছাবার জন্যে আদম সন্তানের চেষ্টা সাধনা করা কর্তব্য? কোন পরিণতির কথা মানুষের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি প্রয়াস– প্রচেষ্টায় স্মরণ রাখা উচিত? এই লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষাগত প্রশ্নই মানুষের বাস্তব জীবন ধারাকে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে আর তার অনুরূপ কর্মপদ্ধতি ও কামিয়াবীর পন্থা জীবনে অবলম্বিত হয়ে থাকে।"

সুতরাং মানুষের পরিচয় এবং তার জীবনের লক্ষ্যগত সংকট দূর হলেই বস্তুবাদী উদারনৈতিকতা মানবতার দেহে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার নিরাময় হয়ে যাবে। ব্যাধিমুক্ত মানুষ তখন অবহিত হবে এই দুনিয়াটা আল্লাহর সাম্রাজ্য এবং তারই কুদরত ও শক্তিমত্তার প্রকাশ। এখানে মানবজাতি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োজিত। এখানে মানুষের যা আছে, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে অর্পিত আমানত। এ আমানতের জন্যে একদিন মানুষকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীনে তাঁর শেষ রসূল মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে প্রেরিত আল কুরআনের আদেশ-নিষেধ মোতাবেক মানুষকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। এই মৌল শিক্ষা-প্রশিক্ষণই মানুষকে মানুষে পরিণত করবে এবং তাকে বর্তমান সভ্যতা– সংকট থেকে মুক্ত করে তার ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করবে।

আজকের বিশ্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো পেটের সমস্যা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজিত বৈষম্য ও বঞ্চনার সমস্যা। কেউ থাকছে সাত তলায় কেউ থাকছে গাছ তলায়, কেউ খাদ্য অপচয় করছে কাঁড়ি কাঁড়ি, কেউ থাকছে অভূক্ত এই সমস্যা দুনিয়ায় আজ প্রকট। এই সমস্যা পুঁজিবাদের সৃষ্ট, কিন্তু সমাজবাদ বা কমিউনিজমও এই সমস্যার নিরসন ঘটাতে পারেনি। পশ্চিমী সভ্যতার কাছে, পৃথিবীর মানবীয় অন্য কোনো মতবাদের কাছে এই সমস্যার কোনো সমাধান নেই, তথাকথিত লিবারেল ডেমোক্রেসীর কাছে তো নেই–ই বরং এ ক্ষেত্রেও দুনিয়ার মানুষের কাছে ইসলামই একমাত্র বিকল্প।

এই বিকল্প নিয়ে কয়েকটা কথা বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করতে চাই।

অত্যন্ত স্বাভাবিক পথে ইসলাম আজকের মানব সমাজে বিরাজিত অর্থনৈতিক বৈষম্য বঞ্চনা যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে। হালাল-হারামের বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবৈধ পুঁজি ও সম্পদের উৎস বন্ধ করে অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

বৈষম্যের কমপক্ষে চল্লিশ ভাগ দূর করা যেতে পারে। কেউ একে আকাশচারী চিন্তা বলতে পারেন, কিন্তু বাস্তবেই এটা সম্ভব। এরপর অপরিহার্য যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে বৈষম্যের আরও বিশভাগ দূর করা যেতে পারে। ধনীদের খরচের উপর ইসলাম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ইসলামি বিধান অনুসারে সম্পদ কেউ অব্যবহৃত কিংবা আংশিক ব্যবহৃত রাখতে পারবে না। অব্যবহৃত অথবা আংশিক ব্যবহারের কারণে হযরত বেলাল রা.-এর বাগান হযরত ওমর রা. বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। সম্পদ থাকলেই কেউ এর অপচয় করবে বা বিলাসিতায় ব্যয় করবে এ অধিকারও ইসলাম কাউকে দেয়নি। এ ধরনের কাজ যারা করে তাদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে। নিশ্চয় কোনো মুমিনই শয়তানের ভাই হতে চাইবেন না। খরচের উপর এই সব নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালীদের হাতে সম্পদের অধিকতর সঞ্চয় ঘটবে। বিধান অনুসারে এই সম্পদ বিত্তশালীরা ফেলে রাখতে পারবে না, বিনিয়োগ করতে হবে। সম্পদের এই ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে সমাজের বিভিন্ন পর্যায় আয় বন্টনের পরিধি বাড়বে। তাছাড়া শুধু বিনিয়োগ নয়, জমে উঠা সম্পদের একটা অংশ বিত্তশালীদের ফি-সাবিলিল্লাহ খাতেও ব্যয় করতে হবে। 'প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে কোনো মুসলমান পেট পুরে খেতে পারে না' এই নীতি অনুসারে এবং 'করজে হাসানা'র বিধান মতে বিত্তশালীদের হাত থেকে আরও একটা বড় অংশ বিত্তহীনদের হাতে চলে যাবে। এইভাবে খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, ফি-সাবিলিল্লাহ খাতে খরচ ও করজে হাসানার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বড় একটা অংশ, ধরা যাক সেটা ১০ ভাগ, কমানো যেতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি, বিধানগত উপায় এবং দায়িত্বানুভূতির দিকগুলো কাজে লাগিয়ে এইভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য আমরা ৩০ ভাগে নামিয়ে আনতে পারি। ইসলামি সমাজে এ বৈষম্যটুকুও শেষে থাকবে না। হযরত ওসমান রা.-এর মতো জাহেলী যুগের অনেক ধনী ব্যক্তি ইসলামি সমাজে অবশেষে ধনী থাকতে পারেননি। আবার ইসলামি সমাজে গরিব থাকাও কঠিন। দেখা গেছে মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রে এক সময় যাকাত নেয়ার মতো লোক ছিলো না। মোট কথা ইসলামি সমাজে ধনী থাকা যেমন কঠিন গরিব থাকাও তেমনি কঠিন। এইভাবেই ইসলাম অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়ে অর্থনৈতিক বঞ্চনামুক্ত এক সুন্দর ও শান্তিময় সমাজের জন্ম দেয়।

উপসংহারে বলতে চাই, মানব জীবন আজ বিশ্ব ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তথাকথিত ইউরোপীয় রেনেসাঁ ধর্মের বিকল্প হিসাবে যে মতবাদগুলোর জন্ম দিয়েছিলো তার আজ অবসান ঘটছে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে যে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিলো, যা গোটা দুনিয়াকেই গ্রাস করবে বলে এক সময় মনে

www.pathagar.com

হয়েছিলো, সেই কমিউনিজম আজ তার স্বভূমিতেই বিধ্বস্ত। কমিউনিজমের যমজ ভাই পুঁজিবাদ অব্যাহত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েও নিজেকে আজ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ প্রমাণ করেছে। অন্যদিকে মুসলমানদের পতনের পর উপনিবেশবাদের যে কালোছায়া গোটা দুনিয়াকে গ্রাস করেছিলো তার রাজনৈতিক রাহুগ্রাস থেকে পৃথিবী আজ মুক্ত। উপনিবেশবাদের প্রতিভূ হিসাবে দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন দুই জোটের ভাগ করে খাওয়ার ঠাণ্ডা যুদ্ধ পৃথিবীকে যন্ত্রণা দিয়ে এসেছে চারদশক ধরে। কিন্তু কমিউনিস্ট পরাশক্তি হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এই ঠাণ্ডা যুদ্ধেরও আজ অবসান ঘটিয়েছে। মস্কোসহ পশ্চিমী শক্তিগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আজ এককভাবে লাঠি ঘুরাচ্ছে দুনিয়ায়। তাদের লাঠি ধরা হাতে শক্তি আছে বটে, কিন্তু মাথা তাদের শূন্য, হৃদয় তাদের দেউলিয়া। কোনো আদর্শের যৌক্তিক কোনো বুনিয়াদ তাদের জীবনে আজ নেই। তারা যে উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও মুক্ত অর্থনীতির শ্লোগান দেয়, তাকে নিদেনপক্ষে সরকার ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থার কাঠামো বলা যেতে পারে, জীবন নিয়ন্ত্রণকারী সার্বিক কোনো আদর্শ তা নয়।

অতএব মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতনের পর পশ্চিমা যে মতবাদগুলো ইসলামের স্থান দখল করতে চেয়েছিলো, সে সব মতবাদ আজ ব্যর্থতা বরণ করে পেছনে হটে যাচ্ছে। আজ আদর্শের ময়দান প্রকৃত অর্থে শূন্য। মহানবী সা.-এর আদর্শের বিশ্বব্যাপী উত্থান আজ সময়ের ব্যাপার মাত্র। 'মৌলবাদ', 'মধ্যযুগীয়' ইত্যাদি বলে এর দিক থেকে কেউ চোখ বন্ধ করে রাখতে পারেন, তাতে এই বাস্তবতার কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের H. Haddad-এর মতো খৃস্টান চিন্তাবিদ পর্যন্ত আজ স্বীকার করছেন, ÒThus Islam is posited as the only viable vision of a better world order. This (Islamic) reviligious literature is modern in idiom as well content, it takes the twentieth century seriously. Those who denigrate revialists and relegate them to the dark Ages, the Middle Ages or the seventh century are, at Dest completely, mising the dynamics of the relevance of religion for modern life, or at worst, purposefully ignorng the new developments in the content and meaning of various Islamic doctrins." (Islamic Awakening in Egypt, ASQ, Volume 9, Number 3; page 255) অর্থাৎ "এইভাবে ইসলাম উৎকৃষ্টতর একক এক বিশ্ব ব্যবস্থার আস্থাশীল রূপরেখা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইসলামি সাহিত্য ভাষা এবং বিষয় সবদিক থেকেই আধুনিক যা সাংঘাতিকভাবে বিশ শতকের।

www.pathagar.com

যারা ইসলামি পুনর্জাগরণবাদীদের গাল দেয় এবং তাদেরকে অন্ধকার যুগ, মধ্যযুগ অথবা সপ্তম শতকের মানুষ বলে অভিহিত করে, তারা আধুনিক জীবনে ধর্মের সাজুয্যতা ধরতে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হন অথবা ইসলামের বিভিন্ন মতবাদের অর্থ ও বিষয়ে যে উৎকর্ষতা এসেছে তা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই উপেক্ষা করেন।"

সন্দেহ নেই ইসলামের সত্য এইভাবে সূর্যের মতো সকলের কাছে দেদীপ্যমান হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে উট পাখিদেরও চোখ খুলবে, কুম্ভকর্ণদেরও ঘুম ভাঙবে। শুধু ইসলামি দুনিয়া নয়, বিশ্বের সব স্থানে সব প্রান্তেই ইসলামি জীবন– রেনেসাঁ এক প্রচণ্ড গতির বিকাশমান শক্তি হিসাবে আসন গাড়ছে। Robin Wright তার The Islamic Resurgence : A New Phase শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, "Muslim activism in politics is only one aspect of what is a world wide phenomenon. But because of its inherent mixture of religion and politics, Islam could well become one of the worlds strongest ideological forces in the late twentieth century." মিঃ রবিন রাইট এখানে বিশ্বব্যাপী ইসলামের উত্থানকে আজকের স্বাভাবিক বিশ্ব প্রবণতার অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে স্বীকার করেছেন, ইসলামের এই উত্থান ঘটেছে তার ধর্ম ও রাজনীতির স্বাভাবিক ও অবিমিশ্র মতবাদিক শক্তির কারণেই। এই শক্তিই ইসলামের প্রাণ এবং এই ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দুনিয়াতে নেই। এ কথাও তাদেরই স্বীকৃতি থেকে আসছে। ইসলামের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিই একদিন জগত জয় করবে, যাত্রা যার শুরু হয়েছে। বিশ্ব অপেক্ষা করছে সে শুভ দিনের।

www.pathagar.com

৪

# আধুনিক বিশ্বে ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা পেশ ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলন : একটি সংক্ষিপ্ত মুল্যায়ন*

আবুল আসাদ**

আমার প্রবন্ধের জন্যে যে শিরোনাম বরাদ্দ করা হয়েছে, তাতে আলোচনার জন্যে দু'শ থেকে সোয়া দু'শ বছরের একটা দীর্ঘ সময় হাতে এসেছে। বলা হয় ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জন ও ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের শুরু। তার আগে আটশ' বছরের একটা মধ্যযুগ ছিলো, তার আগে ছিলো প্রাচীন যুগ। আজকের আধুনিকতার কাছে মধ্যযুগ অন্ধকারের প্রতিক। এই অন্ধকারের আগের আরও অন্ধকার বলে কথিত যে প্রাচীন যুগ, তাতে আজকের আধুনিকতাবাদীরা কোনো আলোর পরশ দেখে না। কিন্তু এই প্রাচীন যুগেই আধুনিক এক সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিলো, পত্তন হয়েছিলো আধুনিক এক রাষ্ট্রের। যা ছিলো আদর্শিক পরিচয়ে সফল ইসলামি রাষ্ট্র। সুবিচার, সুশাসন, মানুষের অধিকার ও নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতাসহ, সকল বিষয়ে এ ছিলো ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। কিন্তু কোথায় গেলো সেই স্বর্ণযুগ? কেন নতুন করে আজ বলতে হচ্ছে, "আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা পেশ ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা?" কেন ঐতিহাসিকরা লিখেন, "The Islamic state which was originated as democratic, Un-repressive and open state with its head accountable to the community of Muslims, ...was transformed into highly repressive, bureaucratic and despotic rule?"[১] এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আমেরিকান এক ইসলাম বিষয়ক পণ্ডিত। তিনি বলেছেন, ইসলাম ক্ষমতায় ছিলো খিলাফতে রাশেদা পর্যন্ত। তারপর এলো মুসলমানরা ক্ষমতায় এবং শুরু হলো পতনের।[২] পতনের এই কালে মুসলিম শাসকরা পরিবার, সমাজ ও বিচার ব্যবস্থায় ইসলামকে টিকিয়ে রাখলেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি,

---

*প্রবন্ধটি ৩ আগস্ট ২০০৩ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।

**আবুল আসাদ, সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম।

www.pathagar.com

যুদ্ধ-শান্তি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পরিচালক হয়ে দাঁড়ালো তাদের স্বেচ্ছাচারিতা। মুসলমানদের এই পতন শুধু মুসলমানদেরই অন্ধকারে নিমজ্জিত করলো না, ইউরোপীয় মধ্যযুগের যে অন্ধকার তার জন্যেও মুসলমানদের এই পতনই দায়ি। ৭১৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর ফ্রান্সে ও ইতালির দিকে অগ্রসরমান সেনাপতি মুসাকে যদি দক্ষিণ ফ্রান্সের পিরেনীজ পর্বতমালা থেকে ফিরিয়ে না আনা হতো এবং যদি ফিরিয়ে না আনা হতো সেনাপতি তারিককে স্পেন থেকে, তাহলে ইউরোপে আর আটশ' বছরের অন্ধকার যুগ সৃষ্টি হতো না। কর্ডোভা, মালাগা, গ্রানাডার মতো হাজারো মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরে যেতো সেদিনের ইউরোপ।

খিলাফতে রাশেদার পর ইসলামি আদর্শবাদ ও ইসলামি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দৃষ্টিকোন থেকে মুসলমানদের উপর চেপে বসলো প্রায় তেরশ বছরের দীর্ঘ এক কাল রাত। দূর্ভাগ্য এতোই যে, এই কাল রাতে এমনকি নায়েবে নবী অধিকাংশ আলেমকেও "Had to suitably abjust their theories to suit the new... Condition."[৩] তবে সব আলেম পতনের এই স্রোতে গা ভাসাননি। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, শেখ আহমদ সরহিন্দ-এর মতো হাজারো আলেম, স্বেচ্ছাচারি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে আপোষ করেননি। এঁদের এই মহান বিদ্রোহের বুনিয়াদের উপরই আধুনিক যুগের ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা আন্দোলনের সৌধ গড়ে উঠেছে।

কিন্তু এরপরও আধুনিক যুগের ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তার যুগোপুযোগী রূপ দেখার জন্যে অসহনীয় এক শূন্যতার মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে দীর্ঘদিন। এমনকি ১৯৩৭ সালে আধুনিক যুগের শেষার্দ্ধে এসেও ফ্রান্সের সমাজ বিজ্ঞানী আহমদ রশীদ দু:খ করে লিখেন, "এখন পর্যন্ত এমন কোনো বই প্রকাশিত হয়নি যাতে আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।"[৪] এই শূন্যতার মধ্যেও রশিদ আহমদ তার ফরাসী ভাষার বিখ্যাত গ্রন্থে ('L' Islam et le droit des gens')[৫] সাতজন চিন্তানায়কের কাজের উল্লেখ করেছেন, যারা ইসলামি আইনের রূপায়নে কাজ করছেন। এই সাতজনের ছয়জনই ফরাসী ভাষার। আল্লামা মওদূদী 'আল-জিহাদ ফিল ইসলাম'ই শুধু এই বলয়ের বাইরের। এই গ্রন্থে মাওলানা মওদূদী অন্যান্য আন্ত র্জাতিক বিষয়ের পাশাপাশি যুদ্ধ, শান্তি ও চুক্তি সম্পর্কিত ইসলামি আইনের বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। এ কথাও এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামি আইনের এই বিশেষ ক্ষেত্রের মতো ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রদান ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তার অবদান অগ্রগণ্য। নীতির প্রশ্নে অটল থাকার পরও জটিল আইনী বিষয়ে মাওলানা মওদূদী বিস্ময়করভাবে আধুনিক এবং সুবিস্তারিত ও সুবিন্যাস্ত। এ রকম কথা বলেছেন উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথও। তার 'Islam in Modern

www.pathagar.com

History' গ্রন্থে লিখেছেন, "...Perhaps the most significant constituent of Mawdudi's position has been the gradual and continual. Mawdudi would appear to be much the most systematic thinker of modern Islam : One might even wonder whether his chief contribution ...has not been for good or ill his transforming of Islam into a system, or, perhaps more accurately, his giving expression to a modern tendency so as to transform it."[৬] ইসলামি আইন ও আধুনিকতার উপর এমন অদ্ভুত অথরিটি মাওলানা মওদূদীকে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়নে এবং তা বাস্তবায়নের পথ বিনির্মাণে সফল করেছে এবং এই দুই গুণের সমান সমাহার যে আর কারও মধ্যেই পাওয়া যায় না, আধুনিক ইতিহাসের পর্যালোচনাই তা প্রমাণ করবে।

ইসলামি সংস্কার আন্দোলনের আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু দুই মহান ব্যক্তিত্ব দিয়ে। তাঁদের একজন উপমহাদেশের শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, অন্যজন জাজিরাতুল আরবের মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব। মজার ব্যাপার হলো, এই দুই মনীষীর জন্ম সময় একই বছর, ১৭০৩ সাল।

ইউরোপ আধুনিক যুগে প্রবেশের আগে ১৭৬২ সালে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী ইন্তেকাল করেন, কিন্তু তাঁর আন্দোলন আধুনিক যুগকে প্রভাবিত করেছে ব্যাপকভাবে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী ইসলামি রাষ্ট্রের আধুনিক কোনো রূপরেখা দেননি, কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র তিনি চেয়েছিলেন। তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের যুদ্ধ বিজয়ী বীর আহমদ শাহ আবদালি যখন কাবুলে ফেরত গেলেন, তখনই ভারতীয় মুসলিম রাজত্বের মহা-স্মশানে দাড়িয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ ভারতের মুসলমানদের রক্ষার জন্যে নতুন করে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই লক্ষ্যে তিনি তিন দফা কর্মসূচির কথা ভেবেছিলেন। তার প্রথম দফা হলো, লোক তৈরি করা, দ্বিতীয়ত : তাদের নিয়ে একটা বাহিনী গড়ে তোলা এবং নাম্বার তিন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি পানিপথের রনাঙ্গন থেকে দিল্লীতে তাঁর মাদরাসায় ফিরে গিয়েছিলেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, তার ছেলে শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী প্রমুখের চেষ্টায় সৈয়দ আহমদ শহীদ, শাহ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাঈল শহীদদের মতো হাজারো মুজাহিদ তৈরি হয়েছিলো। তাদের আন্দোলনের আওতায় এসেছিলো সুদূর বাংলা থেকে আফগান সীমান্ত পর্যন্ত গোটা ভারত। একটা ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমও হয়েছিল আফগান সীমান্তে। কিন্তু রাষ্ট্রটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবার সুযোগ পায়নি। বৃটিশ, শিখ এবং অভ্যন্তরীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই আন্দোলনের গোটা পিরিয়ড শেষ হয়ে যায়। তারা লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেননি। কিন্তু আধুনিক যুগের শুরুর লগ্নে মুসলমানদের জগৎ-জোড়া

www.pathagar.com

হতাশার ঘন অন্ধকারে প্রথবারের মতো ইসলামি রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

জাজিরাতুল আরবে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের সংস্কার আন্দোলন এই তুলনায় অনেকখানি সফল হয়েছিল। আরবের নজদ প্রদেশের তখনকার উদীয়মান শক্তি ইবনে সউদের শাসক পরিবার মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন এবং এই পরিবারের শাসন ক্ষমতার মাধ্যমেই এই সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই সংস্কার কর্মসূচি আরব উপদ্বীপে তৌহিদের অথরিটি পুনর্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক ইসলামি রাষ্ট্র, ইসলামের শাসনতান্ত্রিক অথরিটি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এই দুই বড় সংঘবদ্ধ প্রয়াসের পর মুসলমানদের উত্থান, ইসলামের আইনি অথরিটির পুনর্জীবন এবং ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার চিন্তা নিয়ে আধুনিক যুগের বর্তমান পর্যন্ত বিশাল সময় ধরে বহু ব্যক্তি-চিন্তা-নায়কের আবির্ভাব ঘটেছে। এঁরা সকলেই আধুনিক যুগের ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা আন্দোলনের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত।

এই ব্যক্তি চিন্তা নায়কদের মধ্যে প্রথমেই আসে জামালুদ্দিন আফগানির নাম। জন্ম তার ১৮৩৮ সালে এবং ১৮৯৭ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। মনে করা হয় আধুনিক যুগের 'প্যান ইসলামিজম'-এর প্রথম প্রবক্তা তিনিই। W.C Smith-এর মতে, জামালুদ্দিন আফগানি একই সাথে মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরিন সংস্কার এবং বাইরের হুমকি মোকাবিলার কথা চিন্তা করেছেন। তার 'প্যান ইসলামিজম' ছিলো প্রতিরক্ষার অস্ত্র। তবে জামালুদ্দিন আফগানি তখনকার সময় সামনে রেখে ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন ও এর প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলনের চাইতে স্বভূমি ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথাই বেশি ভেবেছেন। তিনি বলেছেন, "A People without unity and a people without history is a people without glory, and a people will lack history if authorities do not rise among them to protect and revivify the memory of historical heroes so that they may follow and emulate. All this depend on a national (watan), education which begins with homeland (watan), the environment of which is 'the homeland."[৭] সুতরাং 'প্যান ইসলামিজম'-এর কথা বললেও জামালুদ্দিন আফগানি ইসলামের আইনী দিকের পুনরুজ্জীবন ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নিয়ে সামনে এগুবার সুযোগ পাননি।

জামালুদ্দিন আফগানির পর মুসলিম বিশ্বের আরেকজন বড় ইসলামি চিন্তানায়ক হলেন মিশরের মুফতী মুহাম্মদ আবদুহ (১৮৪৯-১৯০৫)। পাশ্চাত্যের অশুভ

www.pathagar.com

প্রভাবের প্রতিরোধ এবং মুসলিম সমাজের সংস্কার ও উত্থানের পক্ষে তিনি কাজ করেছেন। মুফতি আবদুহর জীবনীকার মাহমুদুল হক লিখেছেন, "Muhammad Abduh's Contribution as an Islamic modernist is so significant that a close study of his system of thought seems viable for a understanding of the development of modern Islamic reform movement."[৮] কিন্তু এই সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুফতি আবদুহ'র দৃষ্টিভঙ্গি আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু পাশ্চাত্যের পথও পদ্ধতির মোকাবিলায় চলমান ইসলামি আইন ও বিধানকে যুক্তিসংগত করার জন্যে এর পুনঃব্যাখার প্রয়োজন মনে করতেন। যাতে পশ্চিমী প্রভাব মুসলিম সমাজে আসন গড়তে না পারে। বস্তুতঃ পশ্চিমী আগ্রাসনের মুখে মুফতি আবদুহ-এর চিন্তা এতোই আচ্ছন্ন ছিলো যে, আত্মরক্ষার বাইরে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন এবং তার প্রতিষ্ঠার মতো ইতিবাচক চিন্তা তিনি মাথাতেই আনতে পারেননি। তাছাড়া তিনি রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে জামালুদ্দিন আফগানির অনুসারী ছিলেন। তদুপরি জাগতিক অনেক ব্যাপারে তিনি পাশ্চাত্য চিন্তার প্রশংসা করতেন এবং মনে করতেন ব্যবহারিক অনেক ব্যাপারে সুন্নাহর অনুসরণ করাও অপরিহার্য নয়। সন্দেহ নেই, এ ধরণের চিন্তা নায়করা অবস্থার চাপে আপোষহীন হয়ে উঠতে পারেন।

এ সময়ের আরেকজন ইসলামি চিন্তানায়ক সিরিয়ার আব্দুর রহমান কাওয়াকিবি (১৮৫৪-১৯০২)। তিনি মুফতি আবদুহ'র মতোই, আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে ইসলামের পুনঃব্যাখ্যার পক্ষে ছিলেন। তিনি ইসলামকে আরবদের জাতীয় ধর্ম মনে করতেন এবং চাইতেন যে, মক্কার কোনো এক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের অধীনে ইসলামি রাষ্ট্রগুলো একটি ইসলামি ইউনাইটেড স্টেটস গঠন করুক। তিনি বাহ্যিক এই কাঠামোগত আলোচনার বাইরে ইসলামি রূপরেখা প্রণয়ন কিংবা-এর বাস্তবায়ন নিয়ে ভাবেননি।

কাওয়াকিবির সময়েরই আরেকজন বড় ইসলামি চিন্তাবিদ ছিলেন রশিদ রিজা। তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "খিলাফাহ ওয়া আল-ইমামাহ আল-ওজমা' সম্পর্কে Rosenthal লিখেছেন, "(This work) Can be considered not only as the programme of the reformist party, but also as the authoritative to polities."[৯] এই গ্রন্থে রশিদ রিজা ইসলামি সভ্যতার বিস্তারে বংশীয় খিলাফতগুলোর অবদান স্বীকার করেও তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং খিলাফতে রাশেদার সাথে তাদের সুস্পষ্ট ভেদরেখা এঁকে দিয়েছেন। রশিদ রিজা আধুনিক যুগের প্রয়োজনের সাথে একাত্ম হয়ে পূর্ণভাবে ইসলামে ফিরে আসার পক্ষে। তার মতে ইসলামি রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, সাম্য, সুবিচার এবং সকল মানুষের বৈধ আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবি পূরণ ও তাদের স্বার্থেই বিশ্বের

www.pathagar.com

সকল মানুষের জন্যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রয়োজন। কিন্তু রশিদ রিজার মধ্যে যতোটা আবেগের প্রকাশ ঘটেছে, ততোটা বাস্তব চিন্তার সমাহার তাঁর মধ্যে ছিলোনা। একজন আলোচক তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "He shows complete ignorance of modern state taxation and finances and requirements of even a welfare state"[১০] রশিদ রিজার মধ্যে স্ববিরোধীতারও প্রকাশ দেখা গেছে। তিনি মনে করতেন তুরস্কের পার্লামেন্ট গ্রান্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য ইজতিহাদের দায়িত্বও পালন করতে পারে।

আধুনিক যুগের আরেকজন বড় ইসলামি চিন্তানায়ক আলী আবদ আল-রাজিক। ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কিত তার গ্রন্থের নাম 'Al-Islam wa usul al hukm'। ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কিত তাঁর চিন্তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হলো, তার মতে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বার্থে ধর্ম থেকে রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা হতে হবে। ইসলামের প্রতি আল-রাজিকের আন্ত রিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, জনাব রাজিক পশ্চিমী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত হয়েছেন। ইসলামি আইনের আধুনিক ব্যাখ্যায়নের কথা জামালুদ্দিন আফগানি, মুফতি আবদুহ, রশিদ রিজা, কাওয়াকিবিসহ সব চিন্ত াবিদই বলেছেন, কিন্তু ইসলামকে মাথা থেকে দ্বিধাবিভক্তির কথা, ইতিপূর্বে আর কোনো বুদ্ধিজীবী এইভাবে বলেননি। এই জন্যে পশ্চিমের Rosenthal মহাখুশি হয় বলেছেন, "Ali Abd al Raziq comes much nearer to the truth as seen historically." অবশ্য-এর দাতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন সেই সময়েরই ইসলামি চিন্তা নায়ক ইমাম মুহাম্মদ আল-গাজালী। তিনি লিখেছেন : "This separation is the result of the western imperialist influence, out to destroy Islam by isolating it from legislation." বিষয়টাকে আরও পরিষ্কার করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "... He (Prophet) began as a preacher, an announcer and an warner, but ended as a judge and ruler (hakim) ... His messengership turned from 'd awah' to 'dawlah' (state)."

মুহাম্মদ আল-গাজালী ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করাকে বিদয়াত বলেছেন। ক্ষমতা ছাড়া ধর্মকে তিনি অকার্যকর মনে করেন। তাঁর মতে ইসলামি রাষ্ট্রই মাত্র সব জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারে। কিন্তু তিনি আগের অনেক চিন্তানায়কের মতোই তাত্ত্বিক উপস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্যে বাস্তবে কোনো পথ তিনি তৈরি করেননি। তাছাড়া আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় রূপরেখাও তিনি সামনে নিয়ে আসেননি। ১৯২৭ সালে ইসলামি রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা নিয়ে আসেন সাইদ হালিম পাশা। পাশার মতে এমন একটি পার্লামেন্ট হবে যেখানে কমুনিষ্টরা থাকবে না, সমাজতন্ত্রীরা থাকবে

www.pathagar.com

না, প্রজাতন্ত্রীরা থাকবে না এবং রাজতন্ত্রীরাও থাকবে না। শুধু থাকবে সদিচ্ছা সম্পন্ন একই আদর্শ ও লক্ষ্যের মানুষ, যারা তাদের সাধ্য অনুসারে শরিয়তের বিধান চালু করবে।[১১] হালিম পাশার চিন্তাকে আলোচকরা সমাজ বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন আকাশ কসুম এক চিন্তা বলে অভিহিত করেছেন।

ব্যক্তি পর্যায়ের এসব চিন্তা-ভাবনা ও প্রয়াসের পর শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী ও মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবদের মতো ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ প্রয়াসের আবার উত্থান ঘটে ১৯২৮ সালে হাসানুল বান্নার নেতৃত্বাধীন ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও ১৯৪১ সালে মাওলানা মওদূদীর নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামি গঠনের মধ্য দিয়ে। ইখওয়ানের ১৪ বছর পর জামায়াতে ইসলামি গঠিত হলেও মাওলানা মওদূদীর ইসলামি জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামি আন্দোলনের উপর রচনাবলী আগের দেড় দশক ধরেই প্রকাশিত হয়ে আসছিলো।মাওলানা মওদূদীর লিখিত ইসলামের আইনী ও আন্তর্জাতিক উপস্থাপনাই প্রথম বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত রশিদ আহমদ-এর ফরাসি গ্রন্থের উল্লেখিত তালিকায়-এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াতে ইসলামি দু'টি সংগঠনই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। দুই সংগঠনের সাহিত্য থেকে তাদের আন্দোলনের দর্শনকে এইভাবে চিহ্নিত করা যায়:

ক. ইসলাম সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং ইসলামই রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজের চালিকাশক্তি।

খ. মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও দেউলিয়াপনা সৃষ্টি হয়েছে মূলত: ইসলাম থেকে সরে আসার কারণেই।

গ. কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে আইন ও সমাজ সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের অপরিহার্য দায়িত্ব।

ঘ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি রোদ-বৃষ্টির মতোই আল্লাহর নেয়ামত। তবে আধুনিক পন্থা ও পদ্ধতিকে অবশ্যই মূল দর্শনের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

চিন্তাগত এই মূল বুনিয়াদের নিরিখেই ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াতে ইসলামি সমাজ ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করছে। কিন্তু ইখওয়ানুল মুসলিমুন আন্দোলন হিসাবে যতো দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে, সাংগঠনিক নিয়ম-শৃংখলা ততোখানি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে পারেনি এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে চিন্তা, পরিকল্পনা কর্মসূচিগত কাজও সেই তুলনায় বাস্তব ও পদ্ধতিগত রূপ পায়নি। এর কারণও আছে। ইখওয়ান গঠিত হবার পর থেকেই একে বৃটিশ বিরোধী ও ইহুদী বিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে হয় এবং সরকারের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়।

www.pathagar.com

১৯৪৯ সালে ইখওয়ানের নেতা হাসানুল বান্নাকে হত্যা করা হয়। শুধু এই-ই নয়, পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই ইখওয়ান বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। সাইয়েদ কুতুবসহ শীর্ষস্থানীয় অর্থ ডজন নেতা ফাঁসিতে শহীদ হন। হাজার হাজার কর্মী কারান্তরালে চলে যায়। ইখওয়ানের সেই বিপর্যয়ের আজও শেষ হয়নি।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামি বার বার রাজনৈতিক সংকটে পড়েছে, কিন্তু ইখওয়ানের মতো মহাসংকটের সম্মুখীন হতে হয়নি। তদুপরি জামায়াতে ইসলামির সাংগঠনিক বুনিয়াদ ছিলো ইখওয়ানের চেয়ে অনেক বেশি মজবুত। মাওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামি গঠন করেছেন ১৯৪১ সালে, কিন্তু এর পেছনে ছিলো তাঁর দেড় দশকের সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসলাম বিষয়ক শীর্ষ বিশেষজ্ঞ John L. Esposito তার 'Islamic Revivalism' নিবন্ধে বলেছেন, "From the 1930's onword, this (Maulana Maududi) Journalist and editor committed himself to an Islamic alternative to nationalism, advocating an Islamic revival based on the renewal of Islamic society through a gradual social revolution. For Maududi the Islamisation of society was a prerequisite to the reestablishment of a true Islamic state ...In his Journal, Exegesis of the Quaran (Tafhimul Quaran), and in a host of volumes, such as the process of Islamic Revolution, First principles of Islamic state, Islamic Law and Constitution and Economic Problem of man and its Islamic solution, Maududi asserted a self-sufficient and comprehensive bluprint of Islam for Political, legal economic and social life."[১২]

ইসলামি সাহিত্যের এই বুনিয়াদই মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামিকে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে অগ্রগামী করে তুলেছে। এই সাহিত্য ইখওয়ানের আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছে। John L. Esposito ইখওয়ানের শীর্ষ বুদ্ধিজীবী শহীদ সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, "Influenced by Hasan al-Banna and the writings of Pakistan's Maulana Maududi, Qutub's Prolific writings exemplified the tendency of the times to move from a relatively Pacific view of Islam as a comprehensive alternative to western systems of government."[১৩]

বস্তুতঃ ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপরেখা পেশ এবং তার বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগামী ভূমিকায় রয়েছেন মাওলানা মওদূদী। তাঁর 'Islamic law and

www.pathagar.com

Constitution' শীর্ষক একক একটি গ্রন্থই আধুনিক একটি রাষ্ট্রের ইসলামাইজেশনের ভিত্তি হিসাবে যথেষ্ট। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ধরণ, তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও খিলাফতের ধারণা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইনের উৎস, সপ্তম অধ্যায়ে রাষ্ট্র, সরকার ও নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব কর্তব্য, অষ্টম অধ্যায়ে ইসলামি রাষ্ট্রের সংবিধানের ভিত্তিসমূহ, দশম অধ্যায়ে ইসলামি রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ও ইজতিহাদ, দ্বাদশ অধ্যায়ে মানবাধিকার, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অমুসলিমদের অধিকার, চতুর্দশ অধ্যায়ে সামাজিক সুবিচার, পঞ্চদশ অধ্যায়ে রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ও নেতৃত্ব নির্বাচন, এবং প্রতিরক্ষা, যুদ্ধ-সন্ধি, পররাষ্ট্রনীতি, নাগরিকত্ব বিষয়ক নীতি-নিরূপন ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থ সংস্থানের উৎস বিষয়ের উপর কোনো অধ্যায় নেই। তবে মাওলানার সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক সমস্যায় ইসলামি সমাধান শীর্ষক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আদর্শ ও কর্মসূচির শুধু তাত্বিক উপস্থাপনা নয়, আদর্শ ও কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৪১ সালে মাওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামির প্রতিষ্ঠা করেন। তার ইসলামি সাহিত্য এবং তাঁর সুপরিচালিত ও সুশৃঙ্খল আন্দোলন গোটা দুনিয়ার, বিশেষ করে এই উপমহাদেশের ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছে। তাঁর এই আন্দোলনের প্রভাবেই এক সময় যে আলেমরা রাজনীতিকে হারাম জ্ঞান করতেন, তারাও এখন পুরো দস্তুর রাজনৈতিক। ইসলাম যে মুকাম্মাল নিজামে হায়াত, আল-কুরআনের একথা এঁরা মাওলানা মওদূদীর কাছ থেকেই শিখেছেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে যে 'অবজেকটিভ রেজুলেশন' পাশ হয়, তার পেছনে মাওলানার সাহিত্য ও জামায়াতের বিরাট ভূমিকা ছিলো। পরবর্তীতে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইসলামি শাসনতন্ত্রের ধারণাকে 'জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু জিরো' বলে বিদ্রুপ করলে ১৯৫২ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত আলেমদের সর্বদলীয় সম্মেলনে ইসলামি শাসনতন্ত্রের সর্বসম্মত যে ২২ দফা নীতমালা প্রণীত হয়, তার পেছনেও মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামির অবদান প্রধান ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করে পার্লামেন্টে যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়, তা ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলনের একটা সীমিত বিজয়। ১৯৬৯ সালে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে ওআইসি (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স)-এর প্রতিষ্ঠা এবং ওআইসি'র প্লাটফরমে ১৯৮১ সালে মক্কায়

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানদের সম্মেলনে তাদের সকলের স্বাক্ষর সম্বলিত মক্কা ঘোষণা উম্মাহ-ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র-চিন্তার এক বিরাট বিজয়। মক্কা ঘোষণায় 'বিশ্বাসের ঘোষণা' অধ্যায়ের একটি অংশে বলা হয় :

"এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম, ইসলামি আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধের প্রতি অনড় ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য এবং অনুসরণই বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। ইসলামের পথই একমাত্র পথ যে পথ শক্তি, সম্মান, সমৃদ্ধি ও সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমাদের পরিচালিত করবে। ইসলামই শুধু মুসলিম উম্মাহকে বস্তুবাদের যন্ত্রণাদায়ক সয়লাব থেকে বাঁচিয়ে মুসলিম উম্মার স্বকীয়তাকে সমুন্নত এবং এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। এবং ইসলামই মুসলিম জনতা ও তাদের নেতৃবৃন্দের জন্যে এক অতুল শক্তির সঞ্জিবনী সুধা। শুধু-এর দ্বারাই তারা পারে তাদের পবিত্র স্থানগুলো মুক্ত করাসহ এই বিশ্বে তাদের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে এবং অন্যান্য জাতির পাশে যোগ্য আসনে দাঁড়িয়ে বিশ্ব মানব জীবনে সাম্য, শক্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে।"

মক্কা ঘোষণায় 'মুসলমানরা এক জাতি' শীর্ষক অধ্যায়ের এক অংশে বলা হয় :

"ভাষা, বর্ণ, দেশ এবং এ ধরণের সব পার্থক্য সত্ত্বেও বিশ্বের সব মুসলমান একটি এক ও অখণ্ড জাতির অন্তর্ভুক্ত। একই বিশ্বাসের বন্ধনে তারা আবদ্ধ। একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তারা সঞ্জিবীত হয়ে একই দিকে তারা ধাবিত হচ্ছে এবং একটি মাত্র লক্ষ্যই তাদের সামনে। ...সুতরাং আমাদের সংহতি জোরদার করা, বিভেদ-বিরোধের অবসান ঘটানো এবং ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং আমাদের জন্য চিরন্তন সুবিচারের মাপকাঠি আল্লাহর আইন ও রসূল সা.-এর সুন্নাতের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল নীতি ও বিধানের মাধ্যমে আমাদের মধ্যকার যাবতীয় বিরোধ মিটিয়ে ফেলার লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

সবশেষে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি সম্মিলিত প্রার্থনা ও আল-কুরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতির মধ্যে বলা হয় :

"আমরা করুণাময় রাব্বুল আলামিন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি আমাদেরকে সিরাতুল মোস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, আমাদের চেষ্টাকে সাফল্যের স্বর্ণ মুকুটে শোভিত করুন এবং আমাদেরকে সালেহ বান্দার জীবন-যাপনে তৌফিক দান করুন। (আল কুরআনে আপনার প্রতিশ্রুতি) "তোমরা যারা বিশ্বাসী এবং আমলে সালেহ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছো, তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা, তিনি অবশ্যই তাদের সফলতা দান করবেন এই পৃথিবীতে,

www.pathagar.com

যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের সফলতা দান করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে, যে ধর্মকে তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তিনি এর বিনিময়ে তাদেরকে তাদের ভয় দূর করে নিরাপত্তা দান করবেন। আর তারা আমার উপাসনা করে, তারা কোনো কিছুকেই আমার শরিক করে না। অত:পর যারা অবিশ্বাস করবে, তারা প্রকৃতপক্ষেই দুস্কৃতকারী।"

মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বাক্ষরিত ওআইসি'র এই মক্কা ঘোষণা ইসলামের ইতিহাসের এক অমূল্য দলিলই শুধু নয়, এর মধ্য দিয়ে গত দু'শ বছরের আরো বেশি বলতে গেলে গত হাজার বছরের ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, সবকিছুই সরব হয়ে উঠেছে। আমরা এই ঘোষণার মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, জামালুদ্দিন আফগানী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব, ইমাম গাজ্জালী, মোজাদ্দেদ আলফেসানী, শেখ হাসানুল বান্না, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রমুখ সকলেরই সরব কণ্ঠ শুনতে পাই। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা আন্দোলনের অবিস্মরণীয় সাফল্যের এক বেনজীর মাইলস্টোন এটা।

ইসলামের শক্তিমান প্রকাশের পর শয়তানি শক্তিও শক্তভাবে মাঠে নেমেছে। নব্বই দশকের শুরুতে সোভিয়েত ব্লকের পতনের পর এক মাত্রিক পৃথিবীর একক নেতা হওয়ার সুযোগ নিয়ে এই শক্তি ইসলামের রাষ্ট্রীয় উত্থানের পথ রোধ করার জন্য বলা যায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এক সময় কম্যুনিষ্টরা লাশ তৈরি করে সেই লাশ নিয়ে মিছিল করে লাশের দায় প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চাপাতো। কম্যুনিষ্টদের এই কৌশল পুঁজিবাদীরা ভালোভাবেই রপ্ত করেছে। সন্ত্রাসী তৈরি করে, সন্ত্রাস উস্কে দিয়ে তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। 'টুইন টাওয়ার' নামক লাশ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে ইসলামের উত্থান রোধ করার মোক্ষম এক পথ তারা রচনা করেছে। এ পথেই তারা ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে দমন করতে চায়। ইসলামের রাষ্ট্রিক উত্থানবাদীদেরকে আমেরিকানরা আজ মধ্যযুগীয় অসহনশীল, এমনকি সাম্প্রতিককালে সভ্যতা বিরোধী এবং মানুষের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হিসাবে আখ্যায়িত করছে এবং এইভাবে ইসলামের উত্থানবাদীদেরকে মানবতার দুশমন হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের নিশেষ করে ফেলাকে ওরা বৈধ করতে চায় John L. Esposito এই মার্কিনী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ করে বলেছেন :

"It is not....modern technology and science that is being rejected (by the Islamists), but rather a competing ideology of western ideas and values. Islamic revolutionaris, like most other Muslims, do not shun modern transportation, housing,

www.pathagar.com

electricity, communications or oil technology. The problem is not radio and television but its programming. The gap is ideological, not technological or economic."[১৪]

এই সত্য কথাগুলো বলার পর তিনি মার্কিন নীতি নির্ধারকদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন,

"American policy in the Muslim world, in short, be carried on in a context in which ideological differences between the west and Islam are recognized and to the greatest extent possible, accepted or at best tolerated."[১৫] জন এল এজপোজিটো'র এই পরামর্শ মার্কিন নীতি নির্ধারকরা গ্রহণ করলে ইসলামের রাষ্ট্রীক উত্থানবাদীদের সাথে তাদের আর কোনো বিরোধ থাকে না এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, এমনকি সহযোগিতাতেও তাদের কোনো আপত্তি উঠতে পারে না।

আজকের প্রবন্ধে আমার সর্বশেষ কথা হলো, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা আজ চূড়ান্ত রূপ লাভ করছে জ্ঞানের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের দ্রুত ইসলামাইজেশনের মাধ্যমে। মাওলানা মওদূদীর ইসলামিক ল এন্ড কনস্টিটিউশন-এর ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখাকে যদি আমরা ভিত্তি ধরি, তাহলে বলবো সেই ভিত্তি আজ মহিরুহে পরিণত হচ্ছে আজকের অনেক ইসলামি চিন্তানায়ক ও মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানীর অংশগ্রহণে। অন্যদিকে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মুসলিম বিশ্বে আজ গণরূপ পরিগ্রহ করছে। আলজেরিয়া, তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, জর্দান, ও কুয়েতের নির্বাচন তারই ইঙ্গিত দেয়। ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে তিনটি করণীয় বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**এক.** ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মূলত:ই বুদ্ধিভিত্তিক। লড়াইটা তাই বুদ্ধিবৃত্তির। সুতরাং অন্যান্য দিকের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হতে হবে মুসলমানদের।

**দুই.** ইসলামের কথা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছাতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজন বিশ্বমানের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাহায্য। তার সাথে চাই বিশ্ব মানুষের জন্যে বিশ্বমানের ইসলামি সাহিত্য, এবং

**তিন.** শত বৈরিতা, শত প্রতিকূলতা, শত উস্কানির মুখেও ইসলামি আন্দোলনকে গণতন্ত্র তথা জনমত জয়কারী দাওয়াতের পথকেই অনুসরণ করে চলতে হবে।



www.pathagar.com

**তথ্যসূত্র :**


1. Asghar Ali Engineer 'The Islamic State' Vicas Publishing House Pvt. Ltd. Ghasiabad U.P. India, Page-45
2. Professor John L. Esposoti দৈনিক সংগ্রামের সাথে একটা সাক্ষাতকার।
3. Asgar Ali Engineer, 'The Islamic state ', Page-88
4. Mr Muhammad Hamidullah, 'The Muslim conduct of state' (1941), page-30
5. 'L' Islam et le droit des gens', রশিদ আহমদ, হেগ, 1337
6. W.C Smith, 'Islam in the Modern History' Page-235
7. Muhammad Al Makhzumi, 'The opinions of Jamal -al-din Afgani (Arabic), Beirut, 1941, P-257 and sylvia Haim, 'Arab Nationalism: An Anthology, London, 1962, Page-13.
8. Muhammadul Haqe, 'Muhammed Abduh 'Institute of Islamic studies, Aligarh Muslim University, 1970, P-IX.
9. E.I.J Rosenthal, 'Some Reflection on the Seperation of Religion and Politics in modern Islam.' Islamic studies, Journal of The Central Institute of Islamic Research, Karachi, Vol-111, September. 1964 No. 3 Page 251-52.
10. Asghar Ali Engineer, 'The Islamic state. Page-107
11. Muhammad Al-Ghazali, 'Our Beginning in wisdom (Min huna n' alam), 2nd # Ed. Preface, Washington, 1953, (Eng. translation by Ismai' l. R. Al Faruqi. (pp.11)
12. Said Halim Pasha, 'The Reform of Muslim society', Islamic Culture, Hyderbad Quarterly Review, 1927, P-129
13. John L. Esposito, 'Islamic Revivalism', The Muslim world Today, Occasional Paper No. 3 American for Islamic Affairs, Page-7
14. Do. Page-5
15. Do Page-16


www.pathagar.com

৫

# যুগের প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবেদন ও উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব

মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ*

সমস্ত তারীফ একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার যিনি সমগ্র জগতকে মানবতার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যিনি যুগে যুগে অগণিত নবী ও রসূল এবং ৪ খানা কিতাব ও ১০০ খানা সহীফা নাযিল করে চিরন্তন কালজয়ী আদর্শ ইসলামকে মানব জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের নাজাত ও সাফল্যের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা হিসাবে উপহার দিয়েছেন।

অসংখ্য দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তিদূত সর্বজনীন চিরন্তন আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদুল মুরসালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি। যিনি মানব জীবনের পরিপূর্ণ হিদায়েতের পূর্ণাঙ্গ সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনুল কারিমের বুনিয়াদে সকল দেশের সকল যুগের সকল কালের জন্য চিরন্তন কল্যাণকর পরিপূর্ণ ইসলামি জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করে দীনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

## যুগের প্রেক্ষাপটের তাৎপর্য

বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি ও একবিংশ শতাব্দীর আগমনী বার্তার এ ক্রান্তিলগ্নে যুগের প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবেদন ও উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব শীর্ষক বিষয়ে আলোকপাত করছি।

আমাদের সমাজে সাধারণত 'যুগের দাবি মেটাতে হবে' যুগ খারাপ হয়ে গেছে, এ যুগে এমনটিই হয়ে থাকে, ইসলামকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে, এ যুগে এসব চলতে পারে না– ইত্যাদি কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদেরকে একটি ব্যাপারে গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করতে হবে, যে যুগ মানুষকে সৃষ্টি করে না; মানুষ যুগের পরিবর্তন ঘটায়। যুগের দ্বারা মানুষের পরিচয় নয়, বরং মানুষের দ্বারাই যুগের পরিচয়। মানুষই যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করে, মানুষের পরিবেশের প্রভাবেই যুগের পরিবর্তন সূচিত হয়। মানুষই সমাজে বিপ্লব সাধন করে, যুগকে নিজস্ব চাহিদা, প্রত্যাশা–আকাঙ্ক্ষা ও

---

* মাওলানা আবুল কাসেম সিফাতুল্লাহ (রহ.) একজন খ্যাতনামা আলেমেদীন ও মুফাসসিরে কুরআন।

www.pathagar.com

অভিরুচি অনুসারে গড়ে তুলে। মানুষের মননশীলতা, অভিরুচি, প্রেরণা-চেতনা, অনুবৃতি, প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা, চরিত্র, আচরণ ও চাহিদা অনুযায়ীই যুগে যুগে পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তন সূচিত হয়ে থাকে। মানুষের সমাজ, সভ্যতা, আচরণ, কর্মধারা ও তৎপরতা যখন নিন্দনীয়, নিকৃষ্ট, জঘণ্য ও বর্বরোচিত হয়, তখন মানুষের জীবনধারাকে ভিত্তি করেই যুগের পরিস্থিতি ও নামকরণ করা হয়। মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা, বর্বরতা, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন সে যুগকেই জাহেলী, বর্বরতা ও অজ্ঞতার যুগ বলা হয়। মানুষই তার আচরণ কর্মকাণ্ড হিংস্রতা, বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা, নীচুতা, হীনতা, নিষ্ঠুরতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা দ্বারা পরিবেশ ও সমাজকে দূষিত ও কলুষিত করে তোলে, তাই সে পরিবেশে সমাজও বিপর্যয়ের অতল গহ্বরে পতিত হয়। সমাজ ও পরিবেশের ধ্বংস সাধনকারী মানুষ তখন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার মতো সকল দোষক্রটি যুগের ঘাড়ে চাপিয়ে বেশ কৌশলের সাথে বলে বেড়ায়, যুগই খারাপ হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে সমকালীন মানব সমাজের খারাপ আচরণের সকল ক্রটি বিচ্যুতি থেকে আত্মরক্ষার আচ্ছাদন হিসাবে ধুর্ত মানব সমাজ সকল অপবাদ যুগের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এ তথ্য সন্ত্রাস ছড়াতে থাকে যে, যুগের প্রভাবেই আমরা খারাপ হয়েছি।

হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেছেন : 'মানব সমাজ সকল দোষ কালের বা যুগের উপর চাপিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে কালের আবর্তন আমি সূচিত করি, যুগের বিবর্তন কর্তা আমি। দিবস ও যামিনীর পরিবর্তন আমিই করে থাকি। যুগের উপর অপবাদ দেয়া প্রকৃতপক্ষে আমার উপর অপবাদেরই শামিল।" *(মিশকাত)*

যুগতো কোনো তৎপরতার নাম নয়, যুগ হচ্ছে সময় ও কালের নাম। কাল, সময় ও ইতিহাসের বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ যুগকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন আদিম যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের স্তর বিন্যাসে মানব সভ্যতার গোটা ইতিহাস ও সময়কালকে ৩টি যুগে বা স্তরে বিভক্ত করা হয়ে থাকে যথা– (ক) আদিম যুগ (খ) অগ্রগতির যুগ (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ।

যুগকে যতো ভাগেই বিভক্ত ও বিন্যাস্ত করা হোক না কেন মূলত: সকল যুগের মৌলধারা ও নীতি এক ও অভিন্ন। সকল যুগের নৈতিক বিধান ও প্রাকৃতিক বিধান অলংঘণীয় অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের স্তর মৌলিকভাবে ৩টি (ক) আলমে আরওয়াহ (খ) আলমে দুনিয়া (গ) আলমে আখিরাত।

পার্থিব জগত বা দুনিয়ায় সকল যুগে সূর্য একদিক হতে উদয় হয়ে এবং অপর দিকে অস্তমিত যায়। সকল যুগে বৃক্ষ অক্সিজেন উৎপাদন করে আর কার্বন-ডাই-

www.pathagar.com

অক্সাইডকে হযম করে। সকল যুগেই সূর্য প্রখর তাপ প্রদাহ ও রঞ্জন রশ্মি বিতরণ করে, চন্দ্র স্নিগ্ধ ও মায়াময় রূপালী আলোর জ্যোতি ছড়িয়ে দেয়। সকল যুগেই প্রেম-ভালোবাসা, কল্যাণ কামনা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, উদারতা, ক্ষমা, মহত্ব, উন্নত নৈতিকতা, সৌজন্য-শিষ্টাচার, মার্জিত রুচি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক সুবিচার, দুস্থ-দারিদ্র নিরস্ত্র মানুষের দুঃখ দুরীকরণ, দারিদ্র মোচন ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীকে মৌলিক মানবীয় গুণাবলী ও সুকুমার বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।

আবার হিংসা, বিদ্বেষ, নীচতা, হীনতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, বর্বরতা, নির্লজ্জতা, অসৎ আচরণ, কলুষতা, সংকীর্ণতা, ক্রোধ, যৌন অনাচার, অবিচার, যুলুম, অধিকার হরণ, দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, মদ্যপান, খুন-খারাপি, হত্যা, রাহাজানি, ছিনতাই ও সন্ত্রাস প্রভৃতি অসামাজিক ও অসদাচারণকে মানবতা বিধ্বংসী পাশবিক বৃত্তি হিসাবে ঘৃণিত ও চিহ্নিত হয়ে থাকে।

সৃষ্টিকূলের ও মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন হতেই বীজ থেকে কচি চারাগাছ হতে মহীরুহ ও বিশাল বৃক্ষের রূপ পরিগ্রহ করে। একটি সদ্যজাত সন্তান মায়ের কোলে শিশু হতে কিশোর, তরুণ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হয়ে থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হতেই বিষাক্ত দ্রব্য প্রাণীর জীবন হরণ করে, পুষ্টিকর ফল, খাদ্য, তরিতরকারি, মাছ, গোশত, দুগ্ধ, প্রভৃতি মানব দেহের পুষ্টি সাধন ও শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। এ সবকিছু থেকে আমরা নিঃসন্দেহে স্বতঃসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যুগ বা কালের কোনো অপরাধ বা দোষ নেই। সকল যুগের মৌল ভাবধারা আদর্শ নীতিবোধ অপরিবর্তনীয় অলংঘনীয় ও চিরন্তন।

এতদসত্বেও সমাজে যুগের চাহিদা বা যুগের প্রেক্ষিত ও যুগোপযোগী শব্দের একটা তাৎপর্য অবশ্যই নিহিত রয়েছে। আচরণগত ও ক্রমবিকাশের দিক হতে সনাতন যুগের ও আধুনিক যুগের মানব সমাজের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ আজকে পাখির চেয়ে দ্রুত মহাশূন্যে উড্ডয়ন, হাঁসের চেয়ে বহুগুণ দ্রুত সাতার কাটতে শিখেছে। মেকিয়াভেলীর ও গোয়েবলসের মানব সন্তানদের ফলে তথ্য সন্ত্রাস, অস্ত্র-প্রতারণা প্রতিহিংসা পরায়ণতার পথে প্রগতির নামে দুর্গতির পথে বহুদুর অগ্রসর হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়চেতনার ছদ্মবরণে রিমাণ্ডের নামে মানবাধিকার হরণ ও নির্যাতনের অভিনব কলাকৌশল রপ্ত করেছে। নগ্নতা, যৌন অনাচার বেহায়াপনা, ধর্ষণ, ব্যাভিচার ও জরায়ুর স্বাধীনতার দাবি আজ প্রগতি ও মানবাধিকার পদবাচ্যে আখ্যায়িত হচ্ছে। জাহেলী যুগের মানুষেরা ভূয়া আত্মমর্যাদার নামে জীবন্ত কন্যাকে সমাধিস্থ করতো; কিন্তু আজকের মানুষের মতো ৪ বছর, ৫ বছর, ৬ বছর, ৭ বছর, ৮ বছর, ৯ বছর ও ১০ বছরের শিশু কিশোরীদেরকে যৌন তৃপ্তির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে নিষ্ঠুর নির্যাতন

www.pathagar.com

চালাবার বর্বর ও জঘণ্য আচরণের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসে তো দূরের কথা, পশু ও প্রাণী কূলের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় না। ৯ বছরের সুমি, ১১ বছরের শবমেহেরকে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের অপরাধে পিটিয়ে ও গণধর্ষণের মাধ্যমে জীবন নাশের ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসের কোনো স্তরেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন যুগে লুত সম্প্রদায় সমকামিতার অপরাধে আল্লাহর গযবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, আর বর্তমান যুগে সভ্যতা ও প্রগতির দাবিদার বিশ্বে পুরুষে-পুরুষে ও নারীতে নারীতে বিবাহের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সমকামিতাকে সাংবিধানিক বৈধকরণের ব্যবস্থা করেছে। প্রাচীন যুগে ক্রীতদাস প্রথার মতো মানবতা বিরোধী প্রথার প্রবর্তন ছিলো, আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে এক শ্রেণীর মানুষ গণচুম্বী প্রাসাদ তৈরি করে, আর আরেক শ্রেণীর মানুষ বস্ত্রহীন নিরন্ন অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নামে জুয়া, লটারী, যৌনাঙ্গ ও দেহ ভাড়া দিয়ে অর্থ রোজগারে অমানবিক পদ্ধতিকে লাইসেন্স প্রদান করে আইনসিদ্ধ করার ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন যুগে মানুষ পায়ে হেঁটে ও অশ্বপৃষ্টে আরোহণ করে দুর-দুরান্ত ভ্রমণ করেছে, আর আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষ যান্ত্রিক যানবাহনে ও বিমানে ডানা বিস্তার করে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মহাশূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। মোট কথা, বর্তমান যুগ সভ্যতার সাথে বর্বরতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে নৈতিক অবক্ষয়, প্রগতির সাথে দুর্গতি, সংস্কৃতির সাথে দুস্কৃতি, সম্পদশালীর সাথে সর্বহারা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক সংকট, বিলাসের পাশাপাশি বঞ্চনার যুগ, একই যুগের প্রেক্ষিতে বলতে আমরা এ সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিকেই বুঝবো।

## ইসলামের আবেদন

ইসলামের আবেদন বলতে আমরা আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন, কালজয়ী পরিপূর্ণ ইসলামি জীবন পদ্ধতির আবেদনকেই বুঝি।

ইসলামের আবেদন বলতে আমরা বুঝি ইসলামি জীবন বোধের ব্যাপকতা, পূর্ণতা, কল্যাণকারিতা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং অহিভিত্তিক নিখুঁত, নির্ভুল, চিরসত্য ইসলামি জীবনবোধের চেতনা, উপলব্ধি, অনুভূতি, বিশ্বাস ও প্রত্যয়কেই বুঝি।

ইসলামের আবেদন বলতে আমরা বুঝি– সকল কালে দেশে মানব সভ্যতার বিকাশ উন্মেষ, উৎকর্ষতা, কল্যাণের নিমিত্তে মানুষের স্রষ্টা অসীম জ্ঞানময়, আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানই হচ্ছে একমাত্র কালজয়ী চিরস্থায়ী ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের দেশে বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষিত ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রাপ্তদের উলামা বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সকল শিক্ষিত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতগণই উলামার অন্তর্ভুক্ত আর ইলম বা জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। তাই যারা কুরআন ও সুন্নাহর সীমাহীন সমুদ্র ও জ্ঞানরাজ্য হতে বঞ্চিত, তারা জ্ঞানী-বিজ্ঞানী নন। যারা বলে থাকেন নাস্তিক না হলে পণ্ডিত হওয়া যায় না আল কুরআনে তাদেরকে নিরেট মূর্খ খেতাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ কারণেই সম্ভবতঃ প্রচলিত পরিভাষায় যারা কুরআন ও সুন্নাহর মূল ইলমের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরই সমাজে আলিম ওলামা নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

অবশ্য আমাদের আলিম সমাজের মধ্যে ইতোপূর্বে ইসলামের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পৃক্ততা না থাকায় এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর সাথে ইংরেজ আমলে প্রচলিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়াবলী পাঠ্য তালিকাভুক্ত না থাকায় সুসজ্জিত জ্ঞানচর্চার অভাব অনেক ক্ষেত্রে কুপমণ্ডুকতা, সংকীর্ণতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন করা, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কলহ সৃষ্টি করে মুসলিম উম্মাহর পরস্পরের মধ্যে বিবাদের ও দুরত্বের প্রাচীর গড়ে তোলার স্বভাব কোনো কোনো আলিম নামধারীদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। কোনো কোনো মহলের মধ্যে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, ইসলামি জীবন পদ্ধতির পরিপূর্ণতা পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের অভিশপ্ত কুফরী মতবাদ ও ইসলামি জীবনবোধের পার্থক্য সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের অভাবও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা বৈরাগ্যবাদের ব্যাধি ও মননশীলতায় আক্রান্ত বলে অনুভূত হচ্ছে।

মুসলিম উম্মাহকে আল কুরআন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে এক ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক উম্মাহ হিসাবে ঘোষণা করেছে। আল হাদিস গোটা মুসলিম উম্মাহকে মানবদেহের একটি অটুট ও অবিচ্ছিন্ন প্রতিকৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এক শ্রেণীর লোকেরা মুসলিম উম্মাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করে বিভিন্ন ফিকাহ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত রেখে, একে অপরের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করে, অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন একদেহেলীন মুসলিম উম্মাহকে খণ্ড-বিখণ্ড করার প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি ও ইসলামের পুনর্জাগরণের বিরুদ্ধে আলিম সমাজকে বিচ্ছিন্নতার কাজে ব্যবহারের জন্য ইহুদী-খৃস্টান, নাস্তিক, মুরতাদ ও পৌত্তলিক সমাজ আন্তর্জাতিক চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

আল্লামা ইকবাল অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন, ইসলামি সমাজে ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী এক শ্রেণীর লোকেরা চিন্তা গবেষণার জগতে বন্ধাত্ব সৃষ্টি করে

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহর বিভেদ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইসলামি পুনর্জাগরণের কবি বিশ্ব নন্দিত দার্শনিক কবি আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল বলেন, 'দীনে কাফির ফিকর তাদবীর ও জিহাদ, দীনে মোল্লা ফিসাবিলিল্লাহ ফাসাদ'- অর্থঃ কাফিরের দীন হচ্ছে চিন্তা-গবেষণা ও আবিস্কার, আর মোল্লার দীন হচ্ছে আল্লাহর নামে বিভেদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা। আমরা গভীরভাবে পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করলে দেখতে পাবো যে, আজকের বিশ্বে ইসলামের পুনর্জাগরণ আন্দোলন এবং তাগুতী ব্যবস্থার অপসারণ করে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শের প্রতিবন্ধকতাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বড় বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ৩টি। এরমধ্যে প্রথম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় মুসলিম উম্মাহর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান হতে বঞ্চিত তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহল ইসলাম সম্পর্কে মূর্খজীবী সমাজে পরিণত হয়েছেন। অতঃপর ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার সবচেয়ে বড় মোড়ল হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ও মুসলিম দেশসমূহে শাসক কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত শাসক সমাজ।

ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা ও পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ২য় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর স্ববিরোধিতা। মুসলিম উম্মাহর জীবনবোধ, চেতনা, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সাথে তাদের জীবনধারা ও কর্মতৎপরতার বৈসাদৃশ্যই হচ্ছে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা ও বাধার অন্যতম প্রাচীর।

মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের সংরক্ষণ, মর্যাদা ও প্রভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ইসলামের পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ৩য় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে– মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আত্মকলহ, বিভেদ ও অনৈক্য। এ পথের অন্যতম বাধা মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন ফিকাহসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, অপপ্রচার, দুরত্ব ও ব্যবধান।

সমগ্র বিশ্ব আজ বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সমাজবাদের মানব রচিত অভিশপ্ত মতবাদের জিঞ্জির হতে মুক্তি পেতে চায়। তারা তৃষিত চাতকের মতো অপর একটি বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য প্রতিক্ষারত। যারা বিশ্ববাসীর নিকট এ দুর্যোগ ও সংকাটাপন্ন মুহূর্তে মৃত্যুঞ্জয়ী শরাবান তাহুরার পিয়ালা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে, সে মুসলিম উম্মাহ আজ শতভাগে বিভক্ত। মুসলিম উম্মাহ পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়িতে লিপ্ত, বিভিন্ন স্কুল অব থটের অনুসারীরা একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াবার কাজে লিপ্ত।

ইসলামি সংগঠন, সংস্থাসমূহ ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য সৃষ্টিকে দীনের মহান খিদমত মনে করে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। আজকের ইসলামি দল, সংগঠন, সংস্থা ও ফকীহরা যদি ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য সৃষ্টির কাজে লিপ্ত থাকেন, আর মুসলিম উম্মাহর উলামা ও

www.pathagar.com

মাশায়েখ ইসলামি দল, সংগঠন ও সংস্থাসমূহের অনৈক্যের কারণে যদি ইসলামের পুনর্জাগরণ আন্দোলন ব্যাহত ও ব্যর্থ হয়, তবে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব প্রদানকারী এ মহলকে অবশ্যই আল্লাহর আদালতে কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে আল্লাহ না করুন হয়তো বা এ দুনিয়ায়ও গযবে পতিত হতে হবে। সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে আমি বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবেদন ও কালজয়ী চিরন্তন আদর্শ ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে উলামাদের দায়িত্ব সম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাবনা রেখেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি।

## যুগের প্রেক্ষাপটে উলামাদের ভূমিকা

উলামায়ে কিরামই হচ্ছে ইসলামের সত্যিকার পতাকাবাহী। উলামায়ে কিরাম হচ্ছেন রসূলে করীম সা.-এর জ্ঞানের মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহ ও সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী। কুরআনুল কারীমে উলামাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। কুরআনুল কারীমে উলামাদেরকে তাক্ওয়ার ভিত্তিতে সর্বাধিক দায়িত্ব সচেতন বুদ্ধিভিত্তিক বিনয়ী সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাইয়েদুল মুরসালীন সা. একজন আবিদের উপর একজন আলিমের মর্যাদাকে একজন সাধারণ সাহাবির উপর রসূলে কারীম সা.-এর মর্যাদার সমান বলে উল্লেখ করেছেন। অপর হাদিসে নবী করীম সা. একজন আবিদের উপর একজন আলিমের মর্যাদা পুর্ণিমার চাঁদের মর্যাদার সমগ্র তারকারাজির উপর সমান করে ঘোষণা দিয়েছেন। অপর হাদিসে রাহমাতুল্লিল আলামীন হুযুরে পাক সা. ইসলামি জ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী একজন ফকিহকে শয়তানের মুকাবিলায় এক হাজার আবিদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বলে উল্লেখ করেছেন।

হাদিসে, আলিম, হাজী, গাজী, দাতা, শহীদদের মধ্যে জান্নাতে অগ্রে প্রবেশাধিকারের প্রতিযোগিতায় আলিমদেরকেই সর্বাগ্রে প্রবেশাধিকারের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান বিভ্রান্ত সমস্যা জর্জরিত দিশেহারা মানব জাতিকে মুক্তি পেতে পরিচালনার মূল দায়িত্ব উলামাদেরকেই বহন করতে হবে। উলামায়ে কিরাম নবীদের ওয়ারিশ হওয়ার কারণে নবুয়াতের অর্পিত দায়িত্ব উলামাদেরকে সম্পাদন করতে হবে।

**১. সত্যের সাক্ষ্যদান তান্ততী ব্যবস্থা ও চক্রান্ত প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন :**

বিশ্বব্যাপী জাহেলীয়াতের প্লাবনকে প্রতিরোধ করতে হলে মানব জাতিকে মানুষের গোলামীর জিঞ্জির হতে মুক্তির লক্ষ্যে অতীতের সত্যাশ্রয়ী উলামাদের পদাংক অনুসরণ করে আলিম সমাজকে শাহাদাতে হকের তামান্না নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা উলামাদেরকেই পালন করতে হবে। ওয়ারিসাতুল আম্বিয়া হিসাবে নবী রসূলদের অবর্তমানে ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার মূল দায়িত্ব আলিম সমাজের। তাই আলিম সমাজকে জিহাদী ও রুহানী চেতনা নিয়ে ইসলাম ও মুসলিম জাতিস্বত্বার বিরুদ্ধে দেশী ও আন্ত র্জাতিক সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে অবশ্যই প্রতিহত করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকার ও ইসলাম বিরোধী শক্তির সকল অনৈসলামি তৎপরতাকে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আলিমদের আপোষহীন সংগ্রামের নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে। অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠির অন্যায় অসত্য আল্লাহ দ্রোহী তৎপরতার বিরুদ্ধে সত্যের আওয়াজ উত্থিত করা ইসলামে সর্বোত্তম জিহাদ। এ জিহাদে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করাই উলামাদের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব।

**২. যুগের প্রেক্ষাপটে উলামাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব হবে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতার সঠিক জ্ঞান বিতরণ করা :**

ইসলামকে ধর্মনিরপেক্ষতা, বৈরাগ্যবাদ, নাস্তিক জড়বাদী মতাদর্শের বিভ্রান্তির প্রভাব হতে মুক্ত করে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার ঘণীভূত যুলমাতকে দূরীভূত করে জড় ও আত্মার সমন্বিত, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের সুনিশ্চিত জীবন বিধান ইসলামই যে একমাত্র চিরন্তন সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন, এ মহাসত্যকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা জরাজীর্ণ ধংশোন্মুখ বিপর্যস্ত মানব সমাজ ও মুসলিম উম্মাহর মুক্তির একমাত্র পথ যে একমাত্র ইসলাম, আজকের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য ও কুরআন সুন্নাহর আলোকে এ মহাসত্যকে তুলে ধরা ও প্রমাণিত করাই হচ্ছে এ যুগের প্রেক্ষাপটে উলামাদের অন্যতম দায়িত্ব। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বিস্ময়কর মহাবিদ্যার যুগের হযরত ঈসা আ.-কে অলৌকিক মুজিযা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেছেন।

জাদুবিদ্যার বিস্ময়কর প্রভাবের যুগে একটি যষ্টির মাধ্যমে অলৌকিক মুজিযার ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুসা আ.-কে প্রেরণ করেছেন। আরবি সাহিত্যের ছন্দ ও ভাষার চরম উৎকর্ষতা ও "ঝুলন্ত বাক্য" রচনার বিস্ময়কর প্রতিভার বিকাশকে মুগ্ধ ও স্তব্ধ করে সর্বাধিক শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মুজিযা আল কুরআন সহকারে সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মদ সা.-কে প্রেরণ করা হয়েছে।

আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ যুগের প্রেক্ষাপটে কুরআন বস্তুবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন, ধনবিজ্ঞান, সকল পর্যায়ে জীবন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে যে মূলনীতি উপস্থাপন করেছে তা উলামাদেরকে প্রমাণ করতে হবে। উলামায়ে কিরামকেই ইসলামের সঠিক জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ বিশ্ববাসীর এ ধ্রুব সত্যকে প্রচারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলামই যে মানব

www.pathagar.com

জীবনের সকল সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব সমাধান উপস্থাপন করেছে এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রচার করতে হবে। ইসলামই যে মানব জীবনের সকল সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব সমাধান উপস্থাপন করেছে এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও সুস্পষ্ট জ্ঞান দান বিতরণ, সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসানে উলামাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। আর কুরআন যে প্রকৃত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো অন্ধ বিশ্বাস ভিত্তিক জীবনবোধ ও চেতনাকে প্রশ্রয় দেয় না বরং ইসলামই যে একমাত্র যুক্তি-প্রমাণ কথ্য ও বিজ্ঞান ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা এর সঠিক জ্ঞান ও আলোর দিশা প্রদর্শনে উলামাদেরকেই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে হবে। সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠিকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলার লক্ষ্যে কুরআন ও সুন্নাহ, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষার সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে খোদ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য করার মতো প্রকৃত ইসলামি জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা উলামাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি নর-নারী, যুবক তরুণী, প্রশাসনিক ও জনগণের সকল স্তরের জনশক্তিকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা এবং ইসলামের স্বচ্ছ ধারণা, সুস্পষ্ট জ্ঞান প্রদান ব্যতিরেকে ইসলামের পুনর্জাগরণ আদৌ সম্ভব নয়।

**৩. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শক্তিশালী ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা :**

বর্তমান বিশ্বে ইসলামের পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সাফল্য ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ইসলামি সংস্থা, সংগঠন, রাষ্ট্র, ও ফিকাহ সমূহের অন্তর্দ্বন্দ, সংঘাত, আত্মকলহ ও অনৈক্য। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে বিচ্ছিন্নতা বর্জন করে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরার নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও আজকের মুসলিম সমাজ নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ, অনৈক্য, অন্তর্দ্বন্দ, কলহ, বিভেদ, ফাসাদ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

উলামাদেরকে যুগের প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহর গজব ও অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা করে আল্লাহর রহমত ও নুসরাত লাভ করতে হলে ইসলামের বিজয় ও পুনর্জাগরণ আন্দোলনকে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছাতে হলে অবশ্যই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। এ ঐক্য কোনো দল গঠনের ঐক্য নয়। এ ঐক্য হবে ইসলামি জীবন বোধের মূলনীতি ও খতমে নবুওয়াতের আকীদায় বিশ্বাসী মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্য। এ ঐক্যের জন্য বিদ্বেষমুক্ত উদার মন নিয়ে উলামাদের হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে মূলনীতি নির্ধারণ করতে হবে। এ ঐক্যের সেতুবন্ধন গড়ে তুলতেই হবে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ঐক্য প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

কোনো বিকল্প নেই। ইখতিলাফ সকল যুগে ছিলো, খুঁটিনাটি ইখতিলাফের উর্ধ্বে উঠে উলামাদের সম্মেলনে গৃহীত মূলনীতির বুনিয়াদে অবশ্যই ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লামা ইকবাল বিগত শতাব্দীর ও ৩০ এর দশকেই মুসলিম উম্মাহর সুদৃঢ় ঐক্যের আশাব্যঞ্জক প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেছেন : 'এক হ্যায় সাবকা নবী, দীন ভী, ইমান ভী, আল্লাহ ভী, কুরআন ভী এক। কেয়া আচ্ছা হোতে, আ গার হোতে সব মুসলমান ভী এক।'

অর্থাৎ : সকলেরই নবী এক, দীন এক, ঈমান এক, আল্লাহ এক, কুরআন এক, কতোই না উত্তম হতো, হতো যদি সব মুসলিম এক।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় উলামাদেরকে হৃদ্যতা, ভালোবাসা, প্রেম, সহযোগিতা ও উদারতার হস্ত প্রসারিত করে নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তার পথ অবলম্বন করলে আল্লাহর আদালতে উলামাদের নাজাতের কোনো পথ উন্মুক্ত থাকবে না।

**৪. স্ববিরোধিতা বর্জন ও উত্তম চরিত্রের বাস্তব নমুনা উপস্থাপন :**

আজকের যুগের প্রেক্ষাপটে মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে ইসলামের পুণর্জাগরণ আন্দোলনকে সফল করতে হলে উলামাদেরকে দায়ী ইলাল্লাহর মূল ভূমিকা পালন করতে হবে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে উলামাদেরকে তাগুতি ব্যবস্থাকে পরাজিত পরাভূত করে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার কাজে প্রধান ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াত ততোক্ষণ পর্যন্ত জনমনে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্বে নিয়োজিত সংগঠিত জনশক্তি ও উলামায়ে কিরামের কথা ও কাজে প্রকৃত মিল সৃষ্টি না হয়। যতোক্ষণ পর্যন্ত দীনের দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের ঈমান ও দাওয়াতের সাথে তাদের কর্মতৎপরতা, ক্রিয়াকাণ্ড, আচারণের মিল সৃষ্টি না হয় তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ক্রোধ ও কোপানলে পতিত হয়ে থাকে। মহানবী সা.-এর জীবদ্দশায় তার দাওয়াতের জাদুকরী অনুপম ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী ইতিহাসের পাতায় প্রোজ্জল হয়ে আছে।

আজকের যুগের প্রেক্ষাপটের মানব সমাজে ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি ও ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার উত্তম প্রক্রিয়া উলামাদের তথা দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্বে নিয়োজিত শক্তির চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপিত করা। নিজেদের সামষ্টিক ক্রিয়াকাণ্ড ও আচরণকে ইসলামের গুণাবলী ও উত্তম চরিত্রের নমুনা হিসাবে উপস্থাপিত করা ছাড়া কোনো জনপদেই আল্লাহর দীন বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। শুধু পাণ্ডিত্য, বক্তৃতা ও ভাষণের

www.pathagar.com

কলাকৌশল ও সুন্দর উপস্থাপনাই কোনো সমাজে দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সফল করতে পারে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত দাওয়াত ইলাল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট উলামায়ে কিরাম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিজেদের সামষ্টিক জীবনের সার্বিক ক্রিয়াকাণ্ড ও আচরণকে ইসলামের জীবন ধারার মূর্ত প্রতীক হিসাবে প্রমাণিত না করে।

তাই এ সত্যকে স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহণ করতে হবে যে, ইসলামের আবেদনকে যুগের প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই উলামা ও দায়ী ইলাল্লাহর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কথা ও কাজের সকল অমিল ও অসামঞ্জস্যতাকে দূর করে কথা ও কাজের মিল সৃষ্টি করে নিজেদের বাস্তব জীবনে ইসলামের জীবন্ত প্রতীক হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে।

**৫. মানবতার সার্বিক কল্যাণে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে :**

যুগের প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবেদনকে কার্যকর ও ইসলামের বিজয়কে সুনিশ্চিতভাবে সাফল্যের মনযিলে উপনীত করতে হলে উলামাদেরকে অবশ্যই মানব কল্যাণ ও দুস্থের পুনর্বাসন ও দারিদ্র মোচনের কার্যসূচি গ্রহণ করতে হবে। যারা আজ বিভিন্ন মানব কল্যাণমূলক ও সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আকিদার ধ্বংস সাধনে ও মুরতাদ বানাবার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে, তাদের শুধু বিরোধিতা ও সমালোচনার মাধ্যমেই এ সয়লাব থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা যাবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত সমস্যা জর্জরিত, দারিদ্র নিপীড়িত জনগোষ্ঠির অভাব অনটন দূরীকরণ, তাদের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য ব্যাপক সংস্কারধর্মী কর্মপন্থা গ্রহণ না করা হয়। যতোক্ষণ পর্যন্ত সর্বহারা বঞ্চিত জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘব ও দুস্থের পুনর্বাসন ও তাদের জৈবিক প্রয়োজন পুরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বস্তুনিষ্ঠ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত শুধু হিতোপদেশ ও হুমকী-ধমকীর দ্বারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সফল হতে পারে না।

**৬. নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা :**

প্রকৃতপক্ষে আল কুরআনের জীবনদর্শন ইসলামই বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে, অথচ বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহর জীবন ধারায় ইসলামের বাস্তব অনুশীলনে ইসলামি শিক্ষার অভাবে ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিম জনপদে নারী সমাজ চরমভাবে ধিকৃত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। পদে পদে নারীর অধিকার হরণ করা হচ্ছে, নারীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কথা কথায় দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নারীকে চরিত্রহীনতার পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, নারীর সাথে ক্রীতদাসীসূলভ আচরণ করা হচ্ছে, নারী গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এ বিব্রতকর অবস্থার অপনোদন, নারীদের প্রতি ইসলাম প্রদত্ত অধিকারের বাস্তব অনুশীলন ছাড়া নারী সমাজকে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যাপকহারে সম্পৃক্ত

www.pathagar.com

করতে হলে নারী শিক্ষার অগ্রগতি সাধন ও নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তব উদ্যোগ উলামাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

**৭. বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির সমন্বয় সাধন :**

যুগের প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবেদনকে কার্যকর করতে হলে দীন প্রতিষ্ঠার ও ইসলামের পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সফল করতে হলে উলামাদেরকে দারসে নিযামী ও আলিয়া মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থায় পরস্পরের বিদ্বেষ ও অপপ্রচারকে বন্ধ করতে হবে। উভয় শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্যাসমূহ কার্যকর করে দূরত্ব ও ভুল বোঝাবুঝির অপনোদন করতে পাঠ্য সূচিতে যুগের প্রেক্ষাপটে কাছাকাছি আনার ও সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে উৎপাদনশীল শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

৮. উলামাদের প্রমাণ করতে হবে ইসলাম বিজ্ঞানের বিরোধী নয়; বরং ইসলামই প্রকৃত বিজ্ঞান ভিত্তিক জীবন বিধান।

৯. আলিমদেরকে যুগের প্রেক্ষাপটে সেমিনার সিম্পোজিয়ামে ব্যাপকভাবে ইসলামের ব্যাপকতা ও বাস্তবতাকে তুলে ধরতে হবে।

১০. ওয়াজ মাহফিল, তাফসির মাহফিল, ইসলামি সম্মেলনে একই সুরে একই লক্ষ্যে কথা বলতে হবে।

১১. সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রবেশ, প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস রচনা করতে হবে।

১২. প্রশাসন, দেশরক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-স্কুলে সর্বত্র প্রবেশে নিজেদের যোগ্যতা প্রতিভা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে হবে।

১৩. ব্যাপকভাবে মাদরাসা, স্কুল-কলেজ, মহিলা মাদরাসা, মকতব, ইবতেদায়ী মাদরাসা, মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৪. দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, নারী সদন, মাতৃসদন গড়ে তুলতে হবে।

১৫. বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য ক্ষুদ্রশিল্প ও বিভিন্ন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠানসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬. দেহ ব্যবসার উচ্ছেদ সাধন করে চিকিৎসান্তে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭. মৎস খামার, দুগ্ধ খামার ও যুব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৮. দাওয়াতে দীনের কাজে যোগ্যতা, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

www.pathagar.com

১৯. সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একই ইসলামি আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২০. ইসলামি জীবন ব্যবস্থার কল্যাণকারিতা ও চিরন্তনতা তুলে ধরতে হবে। ইতিহাসের বিকৃতি প্রতিরোধ ও মুসলিম জাতিস্বত্তার বিলুপ্তির চক্রান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হবে। রেডিও টেলিভিশন এর তথ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

২১. ইসলামের পুনর্জাগরণের চেতনা সৃষ্টিশীল উন্নত মানের সাহিত্য সৃষ্টি সংবাদ পত্র সাময়িকী প্রকাশের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

## উপসংহার

পরিশেষে প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা বলবো আজকের বিপর্যস্ত ও সীমাহীন সংকটের আবর্তে পতিত বিশ্ববাসীকে মুক্তির পথের সন্ধান প্রদানে ও ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রধান দায়িত্ব ও মূল ভূমিকা আলেম সমাজকেই পালন করতে হবে।

যুগের দাবি যুগের চাহিদার নামে মানব রচিত মতবাদের কাছে আত্মসমর্থন নয়, বরং যুগকে ইসলামের দাবি মোতাবেক গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ আলেমদের যুগের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে না গিয়ে যুগকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানে আত্মসমর্পনের মাধ্যমে ইসলামি বিপ্লব সাধনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের তাওফিক দান করুন। আমীন।

## তথ্যপুঞ্জি :

১. কুরআনুল কারীম–
২. মিশকাতুল মাসাবীহ– (সংকলিত হাদিস গ্রন্থ)
৩. মুশকিলাতুত দাওয়া ও দায়িয়াহ– অধ্যাপক ফতহী ইয়াকান
৪. রাসূলে কারীম কি হিকামতে ইনকিলাব– ডঃ সাইয়েদ আসাদ গিলানী
৫. মাসিক সাইয়ারা ডাইজেস্ট (লাহোর)
৬. তাহরিকে ইসলামি কি পহেলী সবক–
ডঃ সাইয়েদ আসাদ গিলানী রহ. (লাহোর, পাকিস্তান)।



www.pathagar.com

৬

# যুগের প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবেদন ও 'উলামায়ে কিরামের' ভূমিকা

ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ*

'ইসলাম' আরবি শব্দ, যার অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করা। আরবি মূল শব্দ 'সাল্‌ম'-এর অর্থ শান্তি। 'সাল্‌ম' থেকে উদ্ভূত 'আসলামা' বলতে বোঝায় অনুগত হওয়া বা আত্মসমর্পিত হওয়া। আল-ইসলাম এমন একটি দীন বা ধর্মের নাম যার মাধ্যমে, মানুষ যখন আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় এবং তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পন করে, তখন সমগ্র মানবতার জন্য বয়ে আনে 'শান্তি'। আল কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত সকল নবী রসূল এই একমাত্র সত্য দীনের প্রচার করে গেছেন। একজন মুসলিম আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনের পর আল ইসলামে তার বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, সকল নবী রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনা। আল্লাহর দুনিয়ার সকল প্রান্তে এই দীন প্রচারের জন্য নবী রসূল পাঠিয়েছেন এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর নাযিলকৃত অহী মানব জাতির জন্য সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত পথনির্দেশ। এরপর আর কোনো অহী আসবে না। আল্লাহ বলেন :

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।" *(সূরা-৫ আল মায়িদা, আয়াত : ৩)*

ইসলামি চিন্তা ও সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে জাহিলিয়াতের আবর্জনা অনুপ্রবেশ করলো, তার বিস্তারিত ইতিহাস তুলে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা যদি একটু পিছনে তাকাই তাহলে দেখতে পাই, ইসলাম ও জাহিলিয়াতের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সেই আদিকাল থেকে। আল্লাহর পাক মানুষ সৃষ্টির ইরাদা করে ঘোষণা করলেন :

"আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।"

তখনই অসত্য ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়ায়। শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এরপর আল্লাহ পাক আদমকে পৃথিবীতে পাঠালেন। সাথে দিলেন বিধান আল-ইসলাম। এভাবে

---

* ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, প্রফেসর, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

একের পর এক আল্লাহ পৃথিবীতে নবী রসূল পাঠালেন। তারা মানব জাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন। একজন নবী বা রসূলের জীবদ্দশায় ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা পেলো এবং তাঁর তিরোধানের পর ধীরে ধীরে তাতে আবর্জনা জমতে থাকলো এবং একসময় ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পার্থক্যই উঠে গেলো তখন আল্লাহ পাক আরেকজন নবী পাঠিয়ে পূর্ববর্তী নবীর কাজ আবার জিন্দা করলেন। তিনি আবার মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে থাকলেন। কোনো কোনো যুগে একই সময় একাধিক নবীর আগমনের কথা জানা যায়। পৃথিবীতে নবী রসূলদের আগমনের ইতিহাস সংক্ষেপে মূলত এটাই। এ ইতিহাস ইসলাম ও জাহিলিয়াতের দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

কোনো নবী বা রসূলের অবর্তমানে যখন তাঁর প্রচারিত ইসলামের উপর আবর্জনার স্তুপ জন্মে উঠেছে তখনই অন্য একজন নবীর আগমন ঘটেছে। যদি আবর্জনাই না জমতো তাহলে এ পৃথিবীতে ধারাবাহিকভাবে নবী রসূলের আগমন প্রয়োজন হতো না।

হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত সকল নবী রসূল একই দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অসত্য ও জাহিলিয়াত রুখে দাঁড়িয়েছে। সত্য ও মিথ্যা এবং আলো ও অন্ধকারের যেমন এক মুহূর্তের জন্যও সহঅবস্থান সম্ভব নয়। তেমনি ইসলাম ও জাহিলিয়াতের সহঅবস্থান কিছুতেই সম্ভব নয়। সকল নবী রসূলই তাঁর সময়ের যাবতীয় অসত্য ও জাহিলিয়াতের স্বরূপ মানুষের নিকট তুলে ধরেছেন। মানুষকে জাহিলিয়াতের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। এই ধারাবাহিকতার শেষ নবী হলেন আমাদের আখেরি নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সা.।

ইসলাম ও জাহিলিয়াতের দ্বন্দ্ব সংঘাত যেহেতু চিরস্থায়ী ও চিরকালীন সেজন্য সর্ব শেষ নবীর প্রচারিত ইসলামের দ্বারা জাহিলিয়াত পরাজিত ও পরাভূত হওয়ার পর পুনরায় ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠা স্বাভাবিক ছিলো। এর বিপরীতটাই ছিলো বরং অস্বাভাবিক। আমাদের সর্বশেষ নবীর তিরোধানের পরে সকল যুগে জাহিলিয়াত সর্বশক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করেছে এবং সাধারণ মুসলমান থেকে নিয়ে অনেক আলিম উলামা পর্যন্ত তা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে।

শুরু থেকেই ইসলামের প্রথম সত্তা ও তার শাখা প্রশাখার উপর এমন সব প্রবল আক্রমণ এসেছে যা প্রতিরোধ করা পৃথিবীর অন্য কোনো মাজহাব ও মতোবাদের পক্ষেই সম্ভব ছিলোনা। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম, যে সকল ধর্ম নিজ নিজ সময়ে বিশ্বের উপর বিজয়ী হয়েছিলো-এর তুলনায় স্বল্পতর আঘাতও সহ্য করতে পারেনি এবং সে সকল ধর্ম আজ নিজের অস্তিত্বই খুইয়ে বসেছে। কিন্তু ইসলাম সকল যুগে তার সকল প্রতিপক্ষকেই পর্যুদস্ত করেছে এবং স্বরূপেই টিকে আছে। দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্ম হলে এ পরিস্থিতিতে সে তার সকল

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যই হারিয়ে ফেলতো এবং একটি কাহিনী হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেতো। কিন্তু ইসলাম সকল আভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রমন প্রতিরোধ করে শুধু নিজ অস্তিত্বই বজায় রাখেনি, বরং জীবনের ময়দানে নিত্য নতুন বিজয় লাভও করেছে। বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা, নতুন প্রথা-পদ্ধতির উদ্ভাবন, বিজাতীয় প্রভাব-পতিপত্তি, শির্কমূলক কর্মকাণ্ড এবং বুদ্ধিবৃত্তি পূজা প্রভৃতি ইসলামের উপর বার বার হামলা করেছে। এমন কি কখনো কখনো মনে হয়েছে আর বুঝি ইসলাম নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারলো না, এই বুঝি সে আত্মসমর্পন করে বসলো। কিন্তু মুসলিম উম্মার সচেতন বিবেক ও আত্মমর্যাদাবোধ আত্মসমর্পনের ধারে কাছে না গিয়েও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। ইসলামের প্রাণ সত্তা কখনো বিলীন হয়ে যায়নি।

খিলাফতে রাশেদার বিলুপ্তির পর প্রতিটি যুগে এমন সব ব্যক্তির জন্ম হয়েছে যাঁরা সব রকমের বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যার পর্দা উন্মোচন করেছেন এবং ইসলামের প্রকৃত রূপকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁরা সকল প্রকার বিদআত ও বিজাতীয় প্রভাব প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন রসূলে করীম সা.-এর সুন্নাহকে তুলে ধরেছেন, যাবতীয় ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস সাহসিকতার সঙ্গে প্রত্যাখান করেছেন। শিরকমূলক কর্মকাণ্ড ও আচার প্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন বস্তুবাদ ও আত্মপূজার উপর চরম আঘাত হেনেছেন অত্যাচারী শাসকদের সামনে সত্যের কালেমা বুলন্দ করেছেন, বুদ্ধিবৃত্তির অহমিকা তছনছ করে দিয়েছেন এবং ইসলামের ভিতর নতুন প্রাণ শক্তি সৃষ্টি করেছেন।

যাঁরা একাজ করেছেন তারা মেধা জ্ঞান চরিত্র ও আত্মাতিকতার দিক দিয়ে স্বীয় যুগের বিশিষ্টতম বক্তি ছিলেন এবং শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারি ছিলেন। তাঁরা পুঁজিভূত জাহিলিয়াত ও গুমরাহির মর্মমূলে এমন আঘাত হানেন যে, অন্ধকার অমানিশার ঘোর কালো পর্দা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলারই ইচ্ছা হলো, এই দীনের হিফাজত করা এবং বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শনের সেই কাজ এই উম্মার মাধ্যমেই সম্পন্ন করা, যে কাজ তিনি অতীতে নবুওয়াতের মাধ্যমেই সম্পন্ন করতেন। আল্লাহ তা'আলা অতীতে যে কাজ আম্বিয়ায়ে কিরামের দ্বারা নিতেন, তা রসূল সা.-এর প্রতিনিধিবর্গ উলামায়ে কিরাম এবং উম্মতের মুজাদ্দিদদের দ্বারাই নিবেন।

কোনো মতবাদ বা ধর্মই বেঁচে থাকতে পারেনা, নিজের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না, পরিবর্তনশীল জীবনের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়না, যদিনা তার মধ্যে এমন সব ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যারা নিজেদের অতুলনীয় বিশ্বাস আত্মত্যাগ এবং উন্নতমানের মেধা ও রুহানী যোগ্যতা দ্বারা

www.pathagar.com

তার নিশ্চল ও স্থবির দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন এবং তার অনুসারীদের মাঝে নতুন আস্থা ও অনুপ্রেরণার জন্ম দেন। প্রশ্ন উঠতে পারে জাহিলিয়াত এতো শক্তি পায় কিভাবে এবং টিকে থাকে কেমন করে? মূলত: প্রবৃত্তি পূজার আন্দোলন ও প্রবৃত্তি পূজাভিত্তিক ধর্ম ও মতবাদের জন্য কোনো রেঁনেসার প্রয়োজন হয়না। কারণ এর প্রেরণা ও উৎসাহদাতা উপাদানসমূহ তার মধ্যেই বিদ্যমান থাকেএ মুমিন ব্যক্তি বৃদ্ধ হলেও লাত ও মানাত কিন্তু চির যৌবনা।

অতএব যতোক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম একটি নতুন জীবন ও নতুন প্রাণ শক্তি নিয়ে ময়দানে না নামবে এবং মাঝে মাঝে এর সংস্কার বা তাজদীদ না হতে থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত জীবন্ত বস্তবাদের মুকাবিলায় তার টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

আমাদের একথা ভুললে চলবেনা যে জীবন গতিময় ও পরিবর্তনশীল। আর ইসলাম আল্লাহ তা'আলার শেষ পয়গাম এবং সামগ্রিকভাবে ও পরিপূর্ণরূপে দুনিয়ায় এসেছে। এই গতিময় ও পরিবর্তনশীল জীবনের সঙ্গদান ও পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে সর্বশেষ দীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসাবে পাঠিয়েছেন। তার ভিতর তিনি এই শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছেন যেনো সে সকল অবস্থায় দুনিয়াকে পথ দেখাতে পারে এবং সর্ব অবস্থায় পরিবর্তনশীল মানবতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন।

এই দীন যেহেতু সর্বশেষ ও বিশ্বব্যাপী এবং এই উম্মাহ যেহেতু শেষ ও বিশ্বজয়ী-সেজন্য এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষ এবং বিভিন্ন যুগ ও কালের সঙ্গে এর সম্পর্ক স্থাপিত হবে। যা বিশ্বের ইতিহাসে অন্য কোনো জাতির ক্ষেত্রে হয়নি। আর এই উম্মাহর সময়কাল সর্বাধিক পরিবর্তনশীল। তাই পরিবেশ প্রভাবের প্রতিরোধ করা এবং স্থান কালের পরিবর্তন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার জন্য আল্লাহর এই উম্মাহকে দুইটি বিশেষ জিনিস দান করেছেন। প্রথমত, হযরত রসূলুল্লাহ সা. একটি পরিপূর্ণ ও জীবন্ত শিক্ষাদান করেছেন যা প্রতিটি দ্বন্দ্ব ও সংকট এবং প্রতিটি পরিবর্তনকে অত্যন্ত সহজভাবে প্রতিরোধ করতে পারে এবং সেই শিক্ষার মধ্যে প্রতিটি যুগের সমস্যাবলী সমাধানের পূর্ণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তা'আলা এই দীনকে প্রতিটি যুগে এমন সব জীবন্ত ব্যক্তিত্ব দান করবেন যাঁরা ঐ রেখে যাওয়া শিক্ষা মালাকে জীবনের মাঝে ছড়িয়ে দিতে থাকবেন এবং ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত ভাবে এই দীনকে জীবন্ত এবং এই উম্মাহকে গতিশীল ও কর্মতৎপর রাখবেন। আল্লাহর এ এক বিশেষ অনুগ্রহ যে, যে যুগে যেমন যোগ্যতা ও শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়েছে, এই উম্মাহকে তিনি তা দান করেছেন। অতীত ইতিহাস এর সাক্ষ্য।

www.pathagar.com

জাহিলিয়াতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো সেই আদি কাল থেকে নিয়ে আজকের জাহিলিয়াতের প্রকৃতি ও স্বরূপ কিন্তু একই। বিভিন্ন যুগে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির যে পরিমাণ উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছে, জাহিলিয়াত সেইভাবে নিজেকে ঢেলে সাজিয়ে নতুন রূপ ও নতুন নামে হাজির হয়েছে। কালের বিবর্তনে জাহিলিয়াতও নানা পরিচয় ও প্রকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছে। তবে সর্বকালের জাহিলিয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। আর তা হচ্ছে ইসলামের আলো নিবিয়ে অন্ধকারে ঢেকে দেওয়া। কুরআনের ঘোষণা : "তারা চায় আল্লাহর নূরকে নিবিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে পূর্ণতা দান করবেন। তা কাফির-মুশরিকদের যতোই অপছন্দ হোক।"

অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়েও জাহিলিয়াত তার আধুনিক রূপ নিয়ে ইসলামি আকীদা বিশ্বাস ও সমাজ সংস্কৃতির মর্মমুলে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত হেনেছে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির কালে জাহিলিয়াত ও সর্বাধুনিক নাম, টেকনিক ও পদ্ধতিতে আবির্ভূত হয়ে মুসলিম সমাজ সভ্যতাকে তছনছ করে দিচ্ছে। প্রাচীন জাহিলিয়াত তার খোলস পরিবর্তন করে নতুন নামে মুসলিম মন মানস ও সমাজ রাষ্ট্রের উপর চেপে বসেছে। Secularism, Nationalism, Democracy ইত্যাদি শব্দগুলো শুনতে কতো মধুর। কিন্তু মূলত এগুলো খোদাহীন জীবন ব্যবস্থা জাতিপূঁজা এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দাবিদার রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। এর পাশাপাশি নানা রকম অধিকার ও স্বাধীনতার মুখরোচক শ্লোগানের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মন মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বুদ্ধির মুক্তি ও বিকাশের নামে মুসলমানদের যাবতীয় মৌলবিশ্বাসকে মুর্খতা ও কুসংস্কার বলে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করছে।

এমতাবস্থায় এই আধুনিক জাহিলিয়াতের প্রবল প্লাবণ রুখে দাঁড়াবেন কারা? কারা এই আধুনিক জাহিলিয়াতের পোষ্টমর্টেমের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিবেন? এ কাজ মুসলিম উম্মাহর কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা দলকে করতে হবে। এ কাজ তাঁরাই করবেন, যাঁরা অতীতে এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন তাদের উত্তরসূরী বলে দাবি করেন। যাঁরা নিজেদেরকে আল্লাহর রসূল সা.-এর উত্তরাধিকারি বলে মনে করেন। তাদের দায়িত্ব সর্বাধিক। কারণ একজন নবীর তিরোধানের পরে তাঁর প্রচারিত ধর্মের উপর পুঞ্জিভূত আবর্জনা সাফ করার জন্য আরেকজন নবী আসতেন কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই। আখেরী নবীর উম্মাতের আলিমগণ এ দায়িত্ব পালন করবেন। গত চৌদ্দশত বছর তাঁরাই এ দায়িত্ব অতি সার্থকভাবে পালন করে গেছেন।

এ যুগে জাহিলিয়াত তার সর্বব্যাপী থাবা বিস্তার করতে থাকবে এবং ইসলাম নিছক একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি বা ধর্ম হিসাবে বিদ্যমান থাকবে, এখানে

www.pathagar.com

ওখানে দুই চারটি লোকের সীমিত জীবন ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আর বৃহত্তর সমাজ জীবনে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মিশ্রিত উপাদান প্রসার লাভ করতে থাকবে-এ যেমন উম্মাহর অতীত উলামায়ে কিরাম সহ্য করেননি, তেমনি এখন ও আমাদের এ সময়ের উলামায়ে কিরামের বরদাশত করার কোনো কারণ নেই। কাজেই অতীতের প্রতিটি যুগের ন্যায়, দীন এ যুগেও এমন শক্তিশালী ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী, যারা জাহিলিয়াতের সকল আবর্জনা পরিস্কার করে খাঁটি ইসলামের পথে উম্মাহকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।

আধুনিক কালে ইসলাম বিরোধী শক্তি নানাভাবে মুসলিম সমাজে জাহিলিয়াতের জীবাণু ও বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। এ কালে বিজ্ঞান ও টেকনোলোজির বিস্ময়কর উন্নতির ফলে গোটা বিশ্ব আজ একটি পরিবারে পরিণত হয়েছে। এ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের একজন মানুষের চিন্তা ও ভাবনা অতি সহজে ও স্বল্প সময়ে অপর প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে এক প্রান্তের মানুষ অন্য প্রান্তের মানুষর সাথে খুব সহজে ভাব বিনিময় করতে সক্ষম হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থ সম্পদ ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কারণে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশ ও জাতিসমূহের উপর তাদের চিন্তা-দর্শন ও কৃষ্টি কালচারকে চাপিয়ে দেওয়ার নেশায় মেতে উঠেছে। নানা পদ্ধতি ও পন্থায় আজ জাহিলী শক্তি মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে লিপ্ত রয়েছে। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে তা নিম্নে পেশ কর হলো :

১. শিক্ষাব্যবস্থার উপর জাহিলিয়াতের ধারক বাহকরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষা একটি জাতির প্রাণ, জাতির মেরুদণ্ড। বিভিন্নভাবে গোটা মুসলিম বিশ্বের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেদের প্রভাব বলয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে তাদেরই মানস সন্তানরা মুসলিম বিশ্বের শিক্ষানীতি, শিক্ষা দর্শন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করছে। তাদের পরিকল্পিত শিক্ষানীতি সিলেবাস ও কারিকুলামে যে শিক্ষিত শ্রেণী তৈরি হচ্ছে ইসলামি বিশ্বাস ও সমাজ সংস্কৃতির সাথে তাদের কোনো পরিচিতি গড়ে উঠছেনা। এই শিক্ষিত শ্রেণীটি পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা ও চিন্তা বিশ্বাসের লালনকারীর ভূমিকা পালন করছে। তারাই সচেতন বা অবচেতন ভাবে মুসলিম বিশ্বে জাহিলিয়াতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছে।

২. মুসলিম বিশ্বের শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন সবটা না হলেও বেশির ভাগ অংশ বলা যেতে পারে বাতিল পন্থীদেরই হাতে। সেই প্রথম থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত কেন যেনো মুসলিম বিশ্বের দীনি ব্যক্তিত্বগণ এই অঙ্গনের প্রতি অনেকটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে আসছেন। আর এই সুযোগে

www.pathagar.com

এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের আবেগ অনুভূতির উপর দারুণ প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি প্রায় পুরোটাই জাহিলিয়াতের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

৩. প্রচার মিডিয়া আজ প্রায় পুরোটাই বাতিলের অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণে। যেহেতু শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ইসলামি শক্তির তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রচার মিডিয়ায় তার উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়। এই প্রচার মিডিয়া বলতে আমরা রেডিও টেলিভিশন সংবাদ পত্র জার্নাল ম্যাগাজিন ইত্যাদিকে বুঝাচ্ছি।

৪. এ যুগে মানুষকে নানা মত ও চিন্তা দর্শনে প্রভাবিত করণের জন্য সেমিনার সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, মতবিনিময় ইত্যাদি নামে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। বাতিল পন্থীরা এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামি শক্তি অনেক পিছিয়ে।

৫. দল, সমিতি, জোট ইত্যাদি সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড আধুনিক জাহিলিয়াতের প্রচার প্রপাগণ্ডা ও আশ্রয় প্রশ্রয়ের একটি প্রধান হাতিয়ার। এ যুগে জাহিলিয়াত পন্থীরা এর সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেছে এবং মুসলিম বিশ্বে সব ধরনের জাহিলিয়াতের প্রটেকশন দিচ্ছে। তারা সালমান রুশদী, তাসলীমা নাসরীন, কবির চৌধুরী, আহম্মদ শরীফ প্রমুখদের রক্ষা করে তাদের প্রতিটি কাজের সাফাই গায়।

৬. বক্তৃতা-ভাষণ, রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সমাজে জাহিলিয়াতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা চলছে। এ ছাড়া আরো বহু উপায়ে জাহিলিয়াতের প্রতিষ্ঠা চলছে। এর বিপরীত আজ ইসলামের দায়ীদের কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করলে দারুণ হতাশ হতে হয়। তাদের জানা উচিত, হযরত রসূলে করীম সা.-এর সময়ে বাতিল পন্থীদের হাতে প্রচার প্রপাগাণ্ডার যতোগুলি উপায় ও উপকরণ ছিলো তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজে তার সবগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার করেছেন। সেগুলি যেহেতু ইসলাম বিরোধীরা চর্চা ও ব্যবহার করছে এই অজুহাতে তার চর্চা ও ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। বরং তিনি সেগুলি শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সাহাবিদের উৎসাহিত করেছেন। ধরা যাক কবিতা ও খুতবার কথা। আরব সমাজে কবি ও খতিবদের সীমাহীন কদর ও প্রভাব ছিলো। এ যুগে সংবাদ পত্রের যে ভূমিকা ও গুরুত্ব সে যুগে কবি ও খতিবদের তাই ছিলো। তারা তাদের এই সম্মান ও শক্তিকে যাবতীয় অশ্লীলতা অন্যায় ও অপকর্মের প্রতিষ্ঠায় ব্যবহার করতো। কবিদের নোংরামির কথা তো কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তৎকালীন আরবে ছোট বড় যতোগুলি যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটির পিছনে এই কবি ও খতিবদের কিছু না কিছু ভূমিকা ছিলো। আর এক একটা যুদ্ধ যে ত্রিশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত চলতো বলে জানা যায়, তাও কিন্তু

www.pathagar.com

এই কবি ও খতিবদের কারণে। রসূল সা. কবিতা ও খুতবার চর্চা ছেড়ে দিতে বললেন না। তিনি ইসলামের সেবায় এই অস্ত্র ব্যবহার করতে বললেন। তিনি সাহাবিদের লক্ষ্য করে বললেন তোমরা যারা অস্ত্র ধরে ইসলামের সেবা করছো, জিহ্বা দিয়ে সেবা করতে তাদের বাধা কিসের? তিনি একদল কবি ও খতিব তৈরি করলেন যাঁরা বাতিল পন্থী কবি ও খতিবদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং ইসলামি আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলিম উম্মাহ কিয়ামত পর্যন্ত কবি হাস্‌সান বিন সাবিত, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, কা'বা বিন মালিক প্রমুখের নাম স্মরণ রাখবে। বানু তামীমের প্রতিনিধিরা মদিনায় রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট এসে তাদের কবি ও খতীবদের ছেড়ে দিলো নিজেদের গর্ব ও গৌরবের কথা তুলে ধরার জন্য। তাদের বক্তব্য শেষ হলে রসূল সা. তাঁর কবি ও খতীবদের নির্দেশ দিলেন তাদের জবাব দানের জন্য।

তাহলে আজ কেন ইসলামের দায়ীদের কোনো ভূমিকা থাকবেনা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, যথা- গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ও কবিতা রচনায়? কেন তাদের সংবাদপত্র জার্নাল ম্যাগাজিন থাকবেনা, কেন তাঁরা বড় বড় কলামিষ্ট হবেন না, কেন চ্যানেলের মালিকানা থাকবে না, কেন তারা নাটক সিনেমার মতো এতো বড় প্রভাব বিস্তারকারী শিল্পকে ইসলামি আদর্শ প্রচারের কাজে কিভাবে লাগানো যায় তা চিন্তা করবেন না। কেন অভিনয় শিল্পের মাধ্যমে কিভাবে ইসলামের প্রচার ঘটানো যায় তা ভাববেন না, কেন তাদের থাকবে না শক্তিশালী দল, সমিতি ও সংগঠন, কেন তাঁরা মত বিনিময় পরামর্শ ও কৌশল নির্ধারণের জন্য সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেন না? মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের যাবতীয় আবিস্কার জাহিলিয়াতের সেবায় নিয়োজিত থেকে আমাদের ঈমান আকীদা ও তাহজীব তামাদ্দুন ধ্বংস করতে থাকবে, আর আমরা শুধু তার বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিয়ে আমাদের দায়িত্ব শেষ করবো? আমাদের মনে রাখতে হবে অন্ধকারকে হাজার বার গালি দেওয়ার চেয়ে একটি মাত্র বাতি জ্বালিয়ে দেওয়াই শ্রেয়। গল্প উপন্যাস নাটক সিনেমা অভিনয় সবই অশ্লীল অশ্লীল বলে চিৎকার করলে বন্ধ হয়ে যাবে না। কারণ এ সবই মানুষের আবেগ অনুভূতির উপর দারুণ প্রভাব বিস্তারকারী। এ সব মস্তবড় হাতিয়ার। বাতিল শক্তির নিকট ইসলামের সেবা চাইবো তা কখনও হতে পারে না। এ গুলো কিভাবে ইসলামের সেবায় ও বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় তা চিন্তা করার সময় এসে গেছে। মক্কার কবি আবু সুফইয়ান ইবনুল হারেছ রসূল সা. ও ইসলামের নিন্দায় কবিতা রচনা করলো, কবি হাসসান রচনা করলেন রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রশংসা ও কুরাইশদের নিন্দা করে দীর্ঘ কবিতা। আজ সময় এসেছে ইসলামের প্রতিষ্ঠাকামীদের এমন যোগ্যতা অর্জন করার এবং যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করার।

www.pathagar.com

আমার বক্তব্য হলো আমরা যদি আজ জাহিলিয়াতের সর্বগ্রাসী চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতে চাই তাহলে এ কালের যাবতীয় প্রচার পদ্ধতি কলা কৌশল ও বিজ্ঞানের আবিস্কার সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এবং তা জাহিলিয়াত প্রতিরোধে ও ইসলামের প্রচারে সফল ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। জাহিলিয়াত যেমন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিত্য নতুন কৌশল ও টেকনিক অবলম্বন করছে, আমাদেরকেও এ যুগের মন মানসকে প্রভাবিত করণের জন্য বিজ্ঞানের দানকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হবে। তবেই আমরা জাহিলিয়াতের মুকাবিলায় টিকতে পারবো, অন্যথায় পিছিয়ে পড়বো।

www.pathagar.com

৭

# আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের ধারণা উপস্থাপন মনীষীদের অবদানের একটি মূল্যায়ন*

মুহাম্মদ আযীযুল হক**

আধুনিক বিশ্বে ১৯৬২ সালে মিশরের অর্থনীতিবিদ ড. আহমেদ আল নাজ্জারের প্রচেষ্টায় প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় মিশরের মিটগামারে। এরপর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ইসলামী ব্যাংক সারাবিশ্বে। ১৯৬২ সাল থেকে ২০০২ সাল, চল্লিশ বছর। এ সময়ের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপেও। ইউরোপের কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছে। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে। সুদানের ইসলামী ব্যাংকগুলো সে দেশের ৭০% ব্যাংকিং ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি দেশেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইরান এবং পাকিস্তান তাদের স্ব স্ব দেশের পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতির আওতায় আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

OIC-এর অফিসিয়েল ব্যাংক হিসাবে IDB প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Al-Baraka Group & Dar-Al-Maal Al-Islami বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং এর ব্যপ্তি শুধু মুসলিম বিশ্বেই সীমাবদ্ধ নয়। শিল্পোন্নত পশ্চিমা বিশ্বের ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্ভাবনা বুঝতে পেরে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

তারা Reciprocal interest free basis-এ ইসলামী ব্যাংকগুলোর Correspondent Bank হিসাবে কাজ করছে। Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের Centre for Islamic Studies-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ইসলামি সম্মেলনভুক্ত ৫৬টি দেশে ইসলামী ব্যাংকিং বার্ষিক ১০% হিসাবে বাড়ছে এবং আগামী ১৫ বছরে ঐ সমস্ত দেশের ৫০% ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী পদ্ধতিতে

---

* প্রবন্ধটি ৩ আগস্ট ২০০৩ তারিখে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।

** মুহাম্মদ আযীযুল হক বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা ব্যাংকার।

www.pathagar.com

হবে। আমরা শুরুতেই বলেছি মাত্র ৪০ বছর পূর্বে ১৯৬২ সালে দ্রুত বিকাশমান এই মডেলটি আধুনিক বিশ্বে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চল্লিশ বছরের ইতিহাস অনেকেরই দৃষ্টিতে আছে। কিন্তু এর পিছনের ইতিহাস খুব কমই আলোচিত হয়েছে। আমি এ প্রবন্ধে এর পিছনের ইতিহাসই তুলে ধরবো।

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পিছনে দুইটি উপকরণ কাজ করেছে। এর একটি হচ্ছে প্রবল ধর্মীয় ও সামাজিক চাহিদা। আর অপরটি হচ্ছে ইসলামের সামগ্রিক পুণর্জাগরণের আন্দোলন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক ইসলামের আলোকে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। অবশ্যি সে প্রয়োজন অনেকক্ষেত্রে পশ্চিমা ঘেষা শাসকদের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে ও হচ্ছে। ইসলামি ব্যবস্থার সুদ উচ্ছেদ একটি মৌলিক ইস্যু। ইসলাম সুদকে সর্ব অবস্থায় হারাম ঘোষণা করেছে এবং পবিত্র কুরআনে সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। (সূরা-২ বাকারা, আয়াত ২৭৫ ও ২৭৯)। মুসলিম মানস কোনো সময়েই কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুলে থাকতে পারে না। ইংরেজ শাসনের অবসানে ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক State Bank of Pakistan-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের প্রথম গভর্ণর জাহিদ হোসেন বলেন : "Banking practices must be subjected to careful scrutiny on scientific lines by competent economists well acquainted with the basic principles and requirments of Islam. Their object must be to find out in what manner and on what lines it would be practicable to harmonize banking practices with the requierments of Islamic ideals of social and economic life." অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গভর্ণরের বক্তব্যের জোরালো সমর্থন দেন। সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংকিং-এর এই চাহিদা কেবলমাত্র জাহিদ হোসেন বা জিন্নাহ সাহেবের ব্যক্তিগত চাহিদা ছিলোনা। এটি মুসলিম বিশ্বের জনগণের চাহিদা। ইসলামী ব্যাংকিং এর দ্রুত প্রসারের এটি প্রধান কারণও বটে।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর দ্বিতীয় উপকরণটি প্রথম উপকরণকে আরো শানিত করেছে। শুরুতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপস্থাপনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলো না; বরং সামগ্রিক ইসলামি আন্দোলনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো এবং এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন তর্জমানুল কুরআন-এর সম্পাদক মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী। আধুনিক বিশ্বে তিনিই ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর সূচনা বক্তব্য

www.pathagar.com

রাখেন। সময়টি ছিলো গত শতাব্দির ত্রিশ ও চল্লিশের দশক। পশ্চিমা বিশ্ব তখনও Great Depression-এর অভিজ্ঞতা ভুলতে পারে নাই। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কিনস্ তখন অর্থনীতিতে সুদের ভূমিকা নিয়ে নতুন কথা বলছেন এবং সুদের নেতিবাচক ভূমিকা কিছুটা স্বীকার করে নিয়ে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার নতুন ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করছেন। এমনি প্রেক্ষাপটে প্রথম তর্জমানুল কুরআনের কলামে ও পরে সুদ নামক তার বিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে মাওলানা মওদূদীই ইসলামি অর্থব্যবস্থা এবং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপরেখা উপস্থাপন করেন। সাম্প্রতিককালে সুদ গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের নাম ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের নাম সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং। তাঁর চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, ও ইসলামি অর্থব্যবস্থা এবং ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল ব্যবস্থা হিসাবেই দেখেছেন। ইসলামী ব্যাংকিং এবং অর্থনীতিকে উপস্থাপনা করতে গিয়ে তিনি ইসলাম, পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং এতে যথেষ্ট গভীরতার প্রমাণ রেখেছেন। এ সব উপস্থাপনায় প্রয়োজনে তিনি সমকালীন ঘটনা প্রবাহকে সামনে এনেছেন। গত চল্লিশ বছরে ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব ও প্রয়োগে যথেষ্ট কাজ হয়েছে; কিন্তু কোনো পদক্ষেপই ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে মাওলানা মওদূদীর ভাবনাকে ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ করেনি।

ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনে প্রাক-১৮৬২ যুগে মাওলানা মওদূদীর পর যিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তিনি হচ্ছেন ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি হায়দ্রাবাদ (ভারত)-এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আনওয়ারুল ইকবাল কুরেশি। এ প্রসঙ্গে কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে মাওলানা মওদূদীর কর্মস্থলও ছিলো হায়দ্রাবাদ। মাওলানা মওদূদী ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদ থেকেই তাঁর বিখ্যাত তরজমানুল কুরআন পত্রিকা প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ড. কুরেশীই প্রথম ব্যক্তি যিনি সুদ ও ইসলামি অর্থব্যবস্থার উপর বক্তব্য রেখেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মৌলিক প্রথম পুস্তক Islam and the theory of interest প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। এর পূর্বে ১৯৩৮ সালে ভারতের নাগপুরে অনুষ্ঠিত Indian Economic conference-এ তিনি প্রথমবারের মতো এ বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মাওলানা মওদূদীর সঙ্গে তাঁর চিন্তার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন : "I have been greatly influenced by the writing of Maulana Abul A'la Mawdudi Editor, Tarjumanul Quran."

www.pathagar.com

কর্মজীবনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন, IMF এর Adviser হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সুদও অর্থনৈতিক ইস্যুগুলো উপস্থাপনায় তিনি জটিল অর্থনীতির ভাষায় কথা বলেছেন, ইউরোপের Marshall Plan USA-এর New Deal এসবের অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ টেনেছেন। স্বভাবতই বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে তার যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। সুদ সম্বন্ধে ইসলামের অবস্থান আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সুদের বিদ্যমান সবগুলো থিওরী আলোচনায় এনেছেন এবং এদের ভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উপস্থাপনা থেকে এটা বোঝা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকিং এবং ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিলো। তবে তিনি মাওলানা মওদূদীর মতো এতোটা সংস্কারবাদী ছিলেন না। তিনি প্রয়োজনীয় সংস্কার সাপেক্ষে পুঁজিবাদকেও গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন। তার ভাষায় : "From the purely theoritical point of view, there should be no difficulty for a modern capitalistic society to base its economy on an interest less banking system." পাকিস্তানের সরকারি খাতে সুদবিহীন ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স প্রতিষ্ঠা করার প্রথম মডেল তিনিই পেশ করেন। সুদ সম্বন্ধে তার লেখা সমস্ত পশ্চিমা অর্থনীতিবিদদের অবস্থান নড়বড়ে করে দিয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে পুঁজির সুষম বণ্টনের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

মাওলানা মওদূদী ও ড. আনোয়ারুল ইকবাল কুরেশীর মৌলিক উপস্থাপনার পর ইসলামী ব্যাংকিং এর সম্ভাবনা ও সমস্যা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচিত হতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে মিশরের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ড. আহমদ আল নাজ্জার মিশরের মিটগামার নামক ক্ষুদ্র শহরে আধুনিক বিশ্বের প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্যই বলা হয়– "Modern Islamic Banking was conceived in Hyderabed and born in Egypt." ড. নাজ্জার বিশ্বাস করতেন ইসলামী ব্যাংক হবে একটি গণমুখী প্রতিষ্ঠান এবং এটি কাজ করবে সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য। ব্যাংক স্থাপনায় ও পরিচালনায় বড় পুঁজিপতিদের কাছ থেকে মূলধন নেয়া যাবে না। সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়েই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে হবে। তিনি তাঁর চিন্তা অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে পরবর্তীদের জন্য উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন।

আমরা ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের প্রাথমিক যুগের তিন যুগের তিন মনীষীর চিন্তা ও কাজের আলোচনার ইতি টানতে চাচ্ছি। কিন্তু আলোচনা অর্থহীন হয়ে যাবে যদি আমরা তাদের চিন্তার ফসল বর্তমানে বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকগুলোর

www.pathagar.com

অবস্থানের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন না করি। আমরা এ প্রবন্ধের শুরুতে বলেছি যে ইসলামী ব্যাংকিং বর্তমানে তিনটি মহাদেশে একটি অত্যন্ত সফল ব্যাংক ব্যবস্থা হিসাবে বিকশিত হচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যে আমরা গর্বিত। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো শুধুই কি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? অবশ্যি বাস্তব প্রয়োজনেই মুনাফার দরকার আছে। কিন্তু তাই বলে ব্যাংকগুলোর সমস্ত কর্মকাণ্ড শুধু মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়ার কথা নয়।

মনীষীরা কুরআন হাদিস চষে ইসলামী ব্যাংকের জন্য যে উন্নত ও বৃহৎ কর্ম-পরিধির চিন্তা করেছেন ব্যাংকগুলো তা কতোটুক গ্রহণ করতে পেরেছে? অবশ্যি ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদ ও হারাম ব্যবস্থা পরিহার করছে। এটা অবশ্যি প্রয়োজন; কিন্তু যথেষ্ট নয়। মনীষীরা ইসলামী ব্যাংকিংকে ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম হিসাবে দেখতে চান। ইসলাম চায় : "... কাই-লা ইয়াকুনা দুলাতাম বাইনাল আগনিয়া-ই মিনকুম..." (... সম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যেই যেনো শুধু আবর্তিত না হয় ...।" (সূরা ৫৯ আল হাশর, আয়াত ৭) প্রাথমিক সাফল্যের পর ইসলামী ব্যাংকিং-কে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক নেতৃত্বকে নতুন করে এই সমস্ত মনীষীদের চিন্তাধারা অনুধাবন করতে হবে। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ। #

www.pathagar.com

# শতাব্দী প্রকাশনীর সেরা বই

## মাওলানা মওদূদী রহ. -এর

রাসায়েল ও মাসায়েল (১-৭ খণ্ড)
Let Us Be Muslims
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা
ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি
সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা
ইসলামী অর্থনীতি
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার
কুরআনের দেশে মাওলানা মওদূদী
কুরআনের মর্মকথা
সীরাতে রসূলের পয়গাম
সীরাতে সরওয়ারে আলম (৩-৫ খণ্ড)
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
আন্দোলন সংগঠন কর্মী
ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা
ইসলামী বিপ্লবের পথ
ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি
জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি
ইসলামী আইন
আধুনিক নারী ও ইসলামী শরীয়ত
পীরত এক ঘৃণিত অপরাধ
ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা
জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১ম খণ্ড

## মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর

আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
দাওয়াতে দীনের গুরুত্ব ও কৌশল
কুরআন রমজান তাকওয়া

## অধ্যাপক গোলাম আযম -এর

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
Political Thoughts of Maulana Maudoodi

## নঈম সিদ্দিকী -এর

মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম
ইসলামী আন্দোলন অগ্রযাত্রার প্রাণশক্তি

## আব্বাস আলী খান -এর

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)
মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান
আলেমে দীন মাওলানা মওদূদী

## মুহাম্মদ কামারুজ্জামান -এর

নতুন শতাব্দীতে নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি
আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

## সাইয়েদ সাবিক -এর

ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড
ফিকহুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড
ফিকহুস সুন্নাহ ৩য় খণ্ড

## আবদুস শহীদ নাসিম -এর

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
আল কুরআন আত তাফসির
কুরআনের সাথে পথ চলা
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার
ইসলামের পারিবারিক জীবন
আসুন আমরা মুসলিম হই
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খণ্ড
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?-অনূদিত
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী-অনূদিত
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা-অনূদিত
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?-অনূদিত
ইসলামের জীবন চিত্র-অনূদিত
যাদে রাহ্-অনূদিত

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩১১২৯২
www.pathagar.com